وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

الاعتصام

● ৪র্থ বর্ষ ● ১১তম সংখ্যা ● সেপ্টেম্বর ২০২০

Web : www.al-itisam.com

“ইবনু মাসঊদ (রা.) বলেন, নিশ্চয় মহামারি অবস্থানকারী ও পলায়নকারী উভয়ের জন্য ফিতনা। যে পালিয়ে যায় সে বলে, আমি পালিয়েছি তাই বেঁচে গেছি। আর যে অবস্থান করে সে বলে, আমি অবস্থান করেছি তাই মারা গেছি। বরং সত্য কথা হচ্ছে, নিশ্চয় যার লিখিত মৃত্যু চলে এসেছে সে মারা গেছে। আর যার লিখিত মৃত্যু এখনো আসেনি সে বেঁচে গেছে।”

(ইবনু আব্দিল বার, তাহমীদ, ৮/৩৭২ পৃ.)।

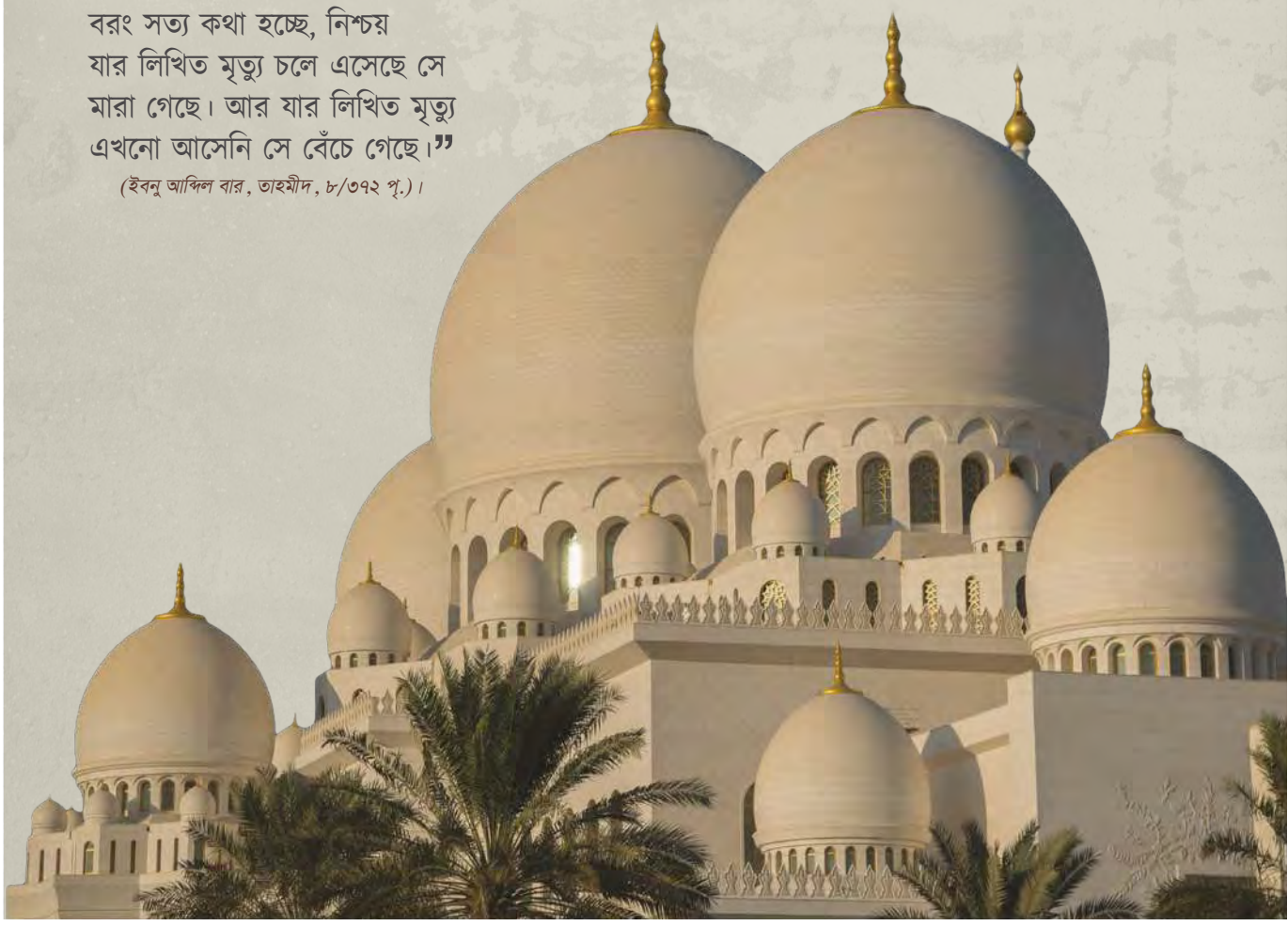

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب والسنة.
السنة : ٤، محرم وصفر١٤٤٢ هـ/ أغسطس ٢٠٢٠م، العدد : ١٠، الجزء : ٤٦.
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير : فضيلة الشيخ عبدالرزاق بن يوسف
التحرير والتنسيق : لجنة البحوث العلمية لمجلة الاعتصام

Monthly AL-ITISAM
Chief Editor : **SHEIKH ABDUR RAZZAK BIN YOUSUF**
Overall Editing : **AL-ITISAM RESEARCH BOARD**
Published by : AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH, NARAYANGONJ AND RAJSHAHI, BANGLADESH.
Mailing address : Editor, Monthly AL-ITISAM, Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi;
Tuba Pustakalay, Nawdapara (Amchattar), P.O. Sapura, Rajshahi-6203
Mobile : 01301-189771, 01750-124030, 01750-124490, e-mail : monthlyalitisam@gmail.com

প্রচ্ছদ পরিচিতি

গ্র্যান্ড মসজিদ, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত। এটি মূলত ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এটিকে ভেঙ্গে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে পুনর্নির্মাণ করা হয়। আবার ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এটিকে পুনর্নির্মানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। মসজিদটি ১২০০ জনেরও বেশি সংখ্যক মুসল্লি ধারণ করতে পারে। এ মসজিদটি দুবাইয়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১-৪২ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০২০ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৭

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	১২ মুহাররম	মঙ্গলবার	৪ : ২৩	৫ : ৪০	১১ : ৫৮	০৩ : ২৬	০৬ : ১৭	০৭ : ৩৩
০৫ ,,	১৬ ,,	শনিবার	৪ : ২৫	৫ : ৪১	১১ : ৫৭	০৩ : ২৫	০৬ : ১৩	০৭ : ২৯
১০ ,,	২১ ,,	বৃহস্পতি	৪ : ২৭	৫ : ৪৩	১১ : ৫৫	০৩ : ২৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৩
১৫ ,,	২৬ ,,	মঙ্গলবার	৪ : ২৯	৫ : ৪৪	১১ : ৫৩	০৩ : ২০	০৬ : ০২	০৭ : ১৮
২০ ,,	০২ ছফর	রবিবার	৪ : ৩১	৫ : ৪৬	১১ : ৫২	০৩ : ১৮	০৫ : ৫৭	০৭ : ১২
২৫ ,,	০৭ ,,	শুক্রবার	৪ : ৩৩	৫ : ৪৮	১১ : ৫০	০৩ : ১৫	০৫ : ৫২	০৭ : ০৭

সূত্র : মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), **গণনা পদ্ধতি :** University of Islamic Science, Karachi

জেলা ভিত্তিক সময়সূচীর পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+৩	০	+১
নারায়ণগঞ্জ	+১	+১	-১
নরসিংদী	-১	-১	-১
কিশোরগঞ্জ	-২	-২	০
টাঙ্গাইল	+১	+২	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	০
রাজবাড়ী	+৫	+৫	+৩
মুন্সিগঞ্জ	+২	+২	০
গোপালগঞ্জ	+৫	+৫	+১
মাদারীপুর	+৪	+৩	০
মানিকগঞ্জ	+৩	+৩	+২
শরিয়তপুর	+১	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-২	-১	+২
শেরপুর	-২	০	+৪
জামালপুর	০	+১	+৫
নেত্রকোনা	-৪	-৩	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-১	-২	-৯
কক্সবাজার	+২	০	-১১
খাগড়াছড়ি	-৩	-৩	-৭
রাঙ্গামাটি	-২	-৩	-৯
বান্দরবন	-১	-৩	-১১
কুমিল্লা	-১	-১	-৫
নোয়াখালী	+২	০	-৪
লক্ষীপুর	+২	+১	-৩
চাঁদপুর	+১	+১	-৩
ফেনী	০	-১	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-২	-২	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৮	-৭	-৩
সুনামগঞ্জ	-৬	-৫	-২
মৌলভীবাজার	-৭	-৬	-৪
হবিগঞ্জ	+৫	-৪	-৩

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৩	+৪	+৮
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৭	+৮	+১১
নাটোর	+৫	+৫	+৭
পাবনা	+৮	+৪	+৬
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৪
বগুড়া	+২	+৩	+৬
নওগাঁ	+৮	+৩	+৯
জয়পুরহাট	+৭	+২	+১০

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	০	+২	+৯
দিনাজপুর	+২	+৪	+১১
গাইবান্ধা	০	+২	+৭
কুড়িগ্রাম	-২	০	+৭
লালমনিরহাট	-২	+১	+১০
নীলফামারী	০	+২	+১১
পঞ্চগড়	০	+৩	+১৩
ঠাকুরগাঁও	+২	+৫	+১৩

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+১০	+৮	+২
বাগেরহাট	+৮	+৫	০
সাতক্ষীরা	+১১	+৯	+২
যশোর	+৭	+৮	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৮	+৮	+৬
ঝিনাইদহ	+৭	+৭	+৪
কুষ্টিয়া	+৭	+৭	+৬
মেহেরপুর	+৮	+৮	+৭
মাগুরা	+৬	+৬	+৩
নড়াইল	+৭	+৬	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৪	+৩	-২
পটুয়াখালী	+৬	+৩	-৩
পিরোজপুর	+৭	+৪	-১
ঝালকাঠি	+৮	+৩	০
ভোলা	+৪	+৩	-৪
বরগুনা	+৮	+৪	-২

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

৪র্থ বর্ষ
১১তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর - ২০২০
ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭
মুহাররম-ছফর
১৪৪২

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

সার্বিক সম্পাদনায়

আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার

আনোয়ার হোসেন

সার্বিক যোগাযোগ

■ প্রধান সম্পাদক, মাসিক আল-ইতিছাম,
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গিপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩

■ সম্পাদনা বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪০৩০

■ ব্যবস্থাপনা বিভাগ : ০১৩০১-১৮৯৭৭১

■ সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৫০-১২৪৪৯০

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, নারায়ণগঞ্জ :
০১৭৩৮-৫৬০৬৯৮ , ০১৭৫৭-৬৭৩২৭৯

■ জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী :
০১৭৮৭-০২৫০৬০ , ০১৭২৪-৩৮৪৮৫৫

■ জামি'আহর উভয় শাখার জন্য :
০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ , ০১৭১৭-৯৪৩১৯৬

■ বই বিভাগ, তুবা পুস্তকালয় : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

■ ই-মেইল : monthlyalitisam@gmail.com

■ ওয়েবসাইট : www.al-itisam.com

■ জামি'আহর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করতে :
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭
বিকাশ মার্চেন্ট : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

হাদিয়া

২৫/- (পঁচিশ টাকা) মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	ষাণ্মাসিক	বাৎসরিক
সাধারণ ডাক	১৮০/-	৩৬০/-
কুরিয়ার সার্ভিস	৩০০/-	৬০০/-

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ছিরাত প্রিন্টিং প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

● সম্পাদকীয় ০২
● প্রবন্ধ
▶ হজ্জ ও ওমরাহ (পর্ব-২) ০৩
-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ
▶ ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা (পর্ব-১৫)
-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী ০৬
▶ সূরা হুজুরাত মানব জাতির জন্য হাদিয়া (শেষ পর্ব) ১০
-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী
▶ সফলতার সূত্র (পূর্ব প্রকাশিতের পর) ১৩
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
▶ আরাফার খুতবা ১৫
-অনুবাদ : আব্দুল বারী বিন সোলায়মান
▶ কাওছারীর বিদ'আতী চিন্তাধারা ২২
-আহমাদুল্লাহ
▶ ছাহাবীগণের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ ২৩
-সাঈদুর রহমান
▶ বাংলা বানানে ইসলাম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতা ২৫
-মুতাছিম বিল্লাহ
▶ আত্ম উপলব্ধি ২৬
-মো. আশরাফুজ্জামান
● সাময়িক প্রসঙ্গ
▶ মসজিদ ভেঙে মন্দির কেন, ইতিহাস কী বলে? ২৯
-সংকলন ও অনুবাদ : আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
▶ করোনার হানা, বন্যার্তদের বেদনা ও সিন্ডিকেট চক্রের অট্টহাসি ৩২
-জুয়েল রানা
● শিক্ষার্থীদের পাতা
▶ গ্রন্থ পরিচিতি-৬ : 'মওদূদী ছাহেব আহলেহাদীছ আলেমদের দৃষ্টিতে' ৩৪
-আল-ইতিছাম ডেস্ক
● নারীদের পাতা
▶ মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর (পর্ব-৪) ৩৫
-ড. আব্দুল্লাহিল কাফী
● মনীষীদের জীবনী
▶ শায়খুল হাদীছ যিয়াউর রহমান আল-আ'যামী রাহিমাহুল্লাহ ৩৮
-আল-ইতিছাম ডেস্ক
▶ আলী হুসাইন আস-সালাফী ৪০
-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক
● কবিতা ৪২
● বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক ৪৩
● সওয়াল-জওয়াব ৪৫

সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

দুর্নীতির ভারে ন্যুব্জ প্রিয় জন্মভূমি

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ। মহান রব্বুল আলামীন এদেশটাকে অনেক সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। চতুর্মুখী অসংখ্য নে'মত তিনি ঢেলে দিয়েছেন এখানে। ভূপৃষ্ঠে ও ভূগর্ভে শুধু নে'মত আর নে'মত। ভূগর্ভে গ্যাস, কয়লার মতো বহু খনিজ সম্পদ মহান আল্লাহ দান করেছেন আমাদের। ভূপৃষ্ঠের যেখানে-সেখানে বীজ ফেললেই শস্য-ফসল, ফল-ফলাদি আমাদের উপহার দেন তিনিই। পুরো দেশটা যেন একটি ফলের বাগান, একটি বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। জনশক্তিও এদেশের কম বড় সম্পদ নয়। এদেশের রূপ বৈচিত্রের শেষ নেই। এখানকার খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড়, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সমুদ্রশোভা, ঝর্ণাধারা, গাছগাছালি, পাখ-পাখালি, বনবনানি মহান আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি। তাই তো কবি বলেছেন, 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা, আমার সোনার বাংলাদেশ। আহ! কি দারুন দেখতে লাগে বেশ'। 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি'। এতোসব নে'মতকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো গেলে আমাদের এতোদিন আরো উন্নতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের কথা ছিলো। কিন্তু দুর্নীতির ভয়াল ছোবলে তা সম্ভব হয়নি। দুর্নীতি আমাদের দেশের প্রতিটি রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সর্বত্র দুর্নীতির ছড়াছড়ি। দুর্নীতির বিষাক্ত ছোবলে রাষ্ট্রযন্ত্রে পচন ধরেছে। এমন কোনো সেক্টর খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যেখানে দুর্নীতি নেই। দুর্নীতি আমাদের রক্তে-মাংসে মিশে গেছে। দুর্নীতি আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নানা দুর্নীতির কিছু খবর নানা মিডিয়ায় মাঝেমধ্যে একটু-আধটু যা বের হয়, তা খণ্ডচিত্র মাত্র; দুর্নীতির আসল ফিরিস্তি যে কত লম্বা, তা আল্লাহই ভালো জানেন। সূদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, দখলদারি, জালিয়াতি, দালালি, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ফাঁকিবাজি, ধোঁকাবাজি, নকলবাজি আমাদের সমাজে মহামারিতে রূপ নিয়েছে। দুর্নীতিতে বিশ্বরেকর্ড গড়ার গৌরবও আমাদের রয়েছে! বহির্বিশ্বে আমরা আমাদের মান-সম্মান খোয়ায়েছি।

দুর্নীতির মূল কারণ অর্থ ও ক্ষমতা লিপ্সা। এছাড়াও ঈমানের দুর্বলতা, ইখলাছশূন্যতা, মৃত্যু ও পরকাল বিমুখতা, আল্লাহভীতির অভাব, দুর্নীতির পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, শরী'আতের দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন না করা, অসৎসঙ্গ, একজন মানুষের ইসলামী আদর্শে বেড়ে না উঠাও দুর্নীতির বড় কারণ। ইসলাম এসবগুলো কারণ বিশ্লেষণ করে এর উপযুক্ত প্রতিষেধক দিয়েছে। ইসলামে সব ধরনের দুর্নীতি নিষিদ্ধ। ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতি হারাম ও কাবীরা গোনাহ। দুর্নীতিবাজ খেয়ানতকারী, প্রতারক, যালেম ও মিথ্যাবাদী। ইহকাল ও পরকালে এর ভয়াবহতা মারাত্মক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতি অন্যের অধিকার সম্পর্কিত পাপ হওয়ায় খোদ মহান আল্লাহও এই অপরাধ ক্ষমা করেন না। দুর্নীতির ইহকালীন ও পরকালীন নানাবিধ ক্ষতির মধ্যে আরো রয়েছে- (১) এর মাধ্যমে আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর নাফরমানী করা হয়। (২) দুর্নীতি নষ্ট ও নীচু মনের পরিচায়ক। (৩) এর মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ নিজের নেকী নষ্ট করে এবং অন্যের পাপ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়। সেজন্য ক্বিয়ামতের দিন সেই হবে বড় নিঃস্ব। (৪) এর মাধ্যমে ব্যক্তির কাজকর্ম, মাল ও বয়সের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। (৫) দুর্নীতি দ্বারা আল্লাহর নযরদারি ও তদারকিকে তুচ্ছ মনে করা হয়। (৬) দুর্নীতির প্রভাব দুর্নীতিবাজের ছেলে-মেয়ের উপরও পড়তে পারে এবং ভবিষ্যতে তাদের উপর বদনামের কালিমা লাগে। (৭) দুর্নীতি করলে দো'আ কবুল হয় না। (৮) দুর্নীতির মাধ্যমে এমন প্রজন্ম তৈরি হয়, যাদের দেশ-জাতির দায়িত্ববোধ হারিয়ে যায়। (৯) এর কারণে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ, ফেতনা-ফাসাদ, খুন-খুরাবি সৃষ্টি হয়; মানুষের মধ্যে বিশ্বস্ততা হারিয়ে যায়। (১০) দুর্নীতিবাজকে মানুষ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। (১১) এর কারণে যালেম ও কাফেররা কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়।

ইসলাম মুমিন নর-নারীকে কষ্ট দিলে স্পষ্ট পাপের ঘোষণা দিয়েছে *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৮)*। আর দুর্নীতি মানুষকে কষ্ট দেয়ার খুব সহজ একটি মাধ্যম! ইসলামে পূর্ণ মুমিন হওয়ার জন্য আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে, অপর মুমিনের জন্য তাই চাইতে হবে, যা সে নিজের জন্য চায় *(বুখারী, হা/১৩; মুসলিম, হা/৪৫)*। দুর্নীতিবাজ কি চায় যে, তার সাথে কেউ দুর্নীতি করুক? দুর্নীতি করে কারো মাল খেতে ইসলাম নিষেধ করেছে *(নিসা, ৪/২৯)*। বিদায়হজ্জে নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম অন্যের মালে অন্যায় আক্রমণ হারাম করেছেন *(বুখারী, হা/৬৭; মুসলিম, হা/১২১৮)*। পবিত্র কুরআনে ওযনে কমদানকারীদের ধ্বংসের কথা ঘোষিত হয়েছে *(আল-মুতাফফিফীন, ৮৩/১)*। ওযনে সামান্য (!) কম দিলে যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বড় বড় দুর্নীতিবাজদের কী অবস্থা হতে পারে! রাসূল ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, হা/১০১)*। তিনি এক ব্যক্তিকে ভেজা খাবার নিচে ও শুকনো খাবার উপরে রেখে বিক্রি করতে দেখে ধমক দিয়ে বলেন, 'কেন তুমি ভেজাটাই উপরে রাখোনি, তাহলে মানুষ দেখতো?' *(মুসলিম, হা/১০২)*। নবী ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক দালালী করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, হা/২১৪০; মুসলিম, হা/১৪১৩)*। চড়া দাম পাওয়ার লক্ষ্যে গরু-ছাগলের ওলানে দুধ জমা করে সেই গরু-ছাগল বিক্রি করতে ইসলাম নিষেধ করেছে এবং এর জন্য জরিমানা ধার্য করেছে *(বুখারী, হা/২১৪৮; মুসলিম, হা/১৫১৫)*। ইসলাম পণ্যবাহী কাফেলা বাজারে প্রবেশের পূর্বে সস্তায় পণ্য কিনতে এবং বাজারবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছে *(বুখারী, হা/২১৫০)*। ইসলাম বলেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও স্বচ্ছতা থাকলে বরকত হবে আর না থাকলে বরকত নষ্ট হয়ে যাবে *(বুখারী, হা/২০৭৯; মুসলিম, হা/১৫৩২)*। এককথায় ধোঁকা থাকতে পারে এমন সব ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ *(মুসলিম, হা/১৫১৩)*। ইসলাম বলেছে, হারাম অর্থ দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট দেহের জন্য আগুনই উপযুক্ত *(তিরমিযী, হা/৬১৪)*। মহান আল্লাহ চোরের হাত কেটে দিতে বলেছেন *(মায়েদাহ, ৫/৩৮)* এবং তিনি নিজে চোরের উপর অভিশাপ করেছেন *(বুখারী, হা/৬৭৮৩; মুসলিম, হা/১৬৮৭)*।

[সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ ৯নং পৃষ্ঠায়]

হজ্জ ও ওমরাহ

-আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

(পর্ব-২)

عَنْ طَاوُسٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلاَةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلاَمَ

ত্বাঊস রাযিয়াল্লা-হু আনহু একজন ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যিনি নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে পেয়েছিলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় ত্বাওয়াফ হচ্ছে ছালাত। অতএব যখন তোমরা ত্বাওয়াফ করবে, তখন তোমরা কথা কম বলো'।[১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ» فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمِنْطَقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ»

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলেছেন, 'আমার ঘরকে ত্বাওয়াফকারীদের জন্য, ই'তিকাফকারীদের জন্য এবং রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখুন। অতএব, ত্বাওয়াফ হবে ছালাতের পূর্বে'। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কা'বা ঘরের ত্বাওয়াফ হচ্ছে ছালাতের স্থানে। তবে আল্লাহ ত্বাওয়াফের মধ্যে কথাকে বৈধ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি কথা বলবে, সে যেন ভালো কথা বলে'।[২]

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَقِلُّوا الْكَلاَمَ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلاَةِ

ত্বাঊস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি ইবনে ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা ত্বাওয়াফে কথা কম বলো। নিশ্চয় তোমরা ছালাতের মধ্যে রয়েছো'।[৩]

রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের ফযীলত :

ত্বাওয়াফকারী ত্বাওয়াফের সময় হাজারে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطِيئَةَ 'নিশ্চয় এই কোণদ্বয় স্পর্শ করলে কোণদ্বয় মানুষের পাপকে মিটিয়ে দেয়'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا 'নিশ্চয় এই কোণদ্বয় স্পর্শ করলে পাপসমূহ মুছে যায়'।[৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَجَرِ «وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ».

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম! ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ এই কালো পাথরকে পাঠাবেন। তখন তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দ্বারা দেখতে থাকবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে, যা দ্বারা কথা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন দিয়েছে, তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে'।[৬] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলা হাজারে আসওয়াদকে বিচারের মাঠে উঠাবেন। তার চোখ হবে যা দ্বারা বিচারের মাঠের অবস্থা দেখতে পাবে, পরিস্থিতিতে কথা বলবে এবং যারা বৈধ পন্থায় হজ্জ করে, তাদের পক্ষে কথা বলবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ».

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'হাজারে আসওয়াদ যখন জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়, তখন তা দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের পাপ তাকে কালো করে দিয়েছে'।[৭] এই হাদীছে প্রমাণিত হয়, পাথরটি দুধের চেয়েও সাদা ছিল। আদম সন্তানের পাপের কারণে সেটি কালো হয়ে গেছে।

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ».

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'হাজারে আসওয়াদ এবং মাক্বামে ইবরাহীম জান্নাতের ইয়াকূত পাথরসমূহের দু'টি পাথর। আল্লাহ তার আলোকে মিটিয়ে দিয়েছেন। যদি পাথর দু'টির আলো আল্লাহ না মিটাতেন, তাহলে পূর্ব-পশ্চিমে যা

১. মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৪৬১; ইরওয়াউল গালীল, ১/১৫৬।
২. ইরওয়াউল গালীল, ১/১৫৭।
৩. ইরওয়াউল গালীল, ১/১৫৭।
৪. নাসাঈ, হা/২৯১৯; জামেউল উছূল , হা/১৪৪৬।
৫. তিরমিযী, হা/৯৫৯; মিশকাত, হা/২৫৮০।
৬. তিরমিযী, হা/৯৬১; মিশকাত, হা/২৫৭৮।
৭. তিরমিযী, হা/৮৭৭; জামেউল আহাদীছ, হা/২৪৭২৯।

কিছু আছে, সব আলোকিত হয়ে যেত'।[৮] এই হাদীছ থেকে বুঝা যায়, হাজারে আসওয়াদ জান্নাতের পাথর, যার আলো ছিল। আল্লাহ তার আলো মিটিয়ে দিয়েছেন।

যমযম পানির ফযীলত :

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ».

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'যমযমের পানি যে নিয়্যতে পান করবে, তাই পাবে'।[৯] এই হাদীছে প্রমাণিত হয়, যমযমের পানি এমন পানি, যাতে সব ধরনের কল্যাণ রয়েছে। মানুষ যে নিয়্যতে যমযমের পানি পান করবে, আল্লাহ তার নিয়্যত পূর্ণ করবেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، وَفِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ، وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'মাটির উপর সবচেয়ে উত্তম পানি হচ্ছে যমযমের পানি। যাতে রয়েছে ক্ষুধা নিবারণের খাদ্য এবং রোগ নিরাময়ের ওষুধ'।[১০] এই হাদীছে প্রমাণিত হয়, পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পানি হচ্ছে যমযমের পানি। আর যমযমের পানি শুধু পানি নয়, তা হচ্ছে খাদ্য। যমযমের পানি খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে। যমযমের পানি মানুষ যে নিয়্যতে পান করবে, তার সে নিয়্যত পূর্ণ হবে।

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ بِمَكَّةَ أَتَى زَمْزَمَ فَاسْتَقَى مِنْهُ شُرْبَةً ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّ ابْنَ أَبِيْ الْمَوَالِ حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : (مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ) وَهٰذَا أَشْرَبُهُ لِعَطْشِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ شَرِبَهُ

সুওয়াইদ ইবনে সাঈদ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাককে মক্কায় দেখেছি, তিনি যমযমের পানির নিকট আসলেন এবং সেখানে থেকে পানি চাইলেন। অতঃপর তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! নিশ্চয় ইবনে আবী মাওয়ালি আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেন, তিনি বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির হতে, ইবনে মুনকাদির হাদীছ বর্ণনা করেন, জাবের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যমযমের পানি যে নিয়্যতে পান করা হবে, তা পূর্ণ হবে। অতএব আমি এই পানি পান করছি ক্বিয়ামতের দিনের পিপাসা নিবারণের জন্য। তারপর তিনি পান করলেন'।[১১]

يَحْيَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا حَجَّ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَجَجْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ مَرَّ بِزَمْزَمَ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ: " انْزِعْ لِي مِنْهَا دَلْوًا يَا غُلَامُ، قَالَ: فَنَزَعَ لَهُ مِنْهَا دَلْوًا، فَأَتَى بِهِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: " زَمْزَمُ شِفَاءٌ، هِيَ لِمَا شُرِبَ لَهُ "

ইয়াহইয়া ইবনে আব্বাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমরা মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর সাথে হজ্জ করেছিলাম, যখন তিনি হজ্জ করেছিলেন, তিনি কা'বা ঘর ত্বাওয়াফ করলেন। তারপর মাক্বামে ইবরাহীমের পাশে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। তারপর যমযমের পাশ দিয়ে গেলেন। তখন তিনি ছাফা পাহাড়ের দিকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে গোলাম! তুমি আমার জন্য এক বালতি যমযমের পানি নিয়ে আসো। সে তার জন্য যমযমের কূপ হতে এক বালতি পানি উঠিয়ে নিয়ে আসল এবং তার নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি পান করলেন এবং তার মুখ ও মাথার উপর ঢাললেন। এ সময় তিনি বলছিলেন, যমযমের পানি রোগের জন্য নিরাময়। আর যমযমের পানি যে নিয়্যতে পান করবে, তা পূর্ণ হবে।[১২]

উক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয়, যমযমের পানি রোগের জন্য নিরাময়। যে নিয়্যতে পান করা হয়, তা পূর্ণ হয়। যমযমের পানি দিয়ে মুখ-হাত ধৌত করা যায় ও মাথায় ঢালা যায়।

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْمِلُهُ. مَاءَ زَمْزَمَ فِي الْأَدَاوِيِّ وَالْقِرَبِ وَكَانَ يَصُبُّ عَلَى الْمَرْضَى وَيَسْقِيْهِمْ.

আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি যমযমের পানি বহন করতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যমযমের পানি বহন করতেন পাত্রসমূহে এবং মশকসমূহে। তিনি অসুস্থ ব্যক্তিদের উপর যমযমের পানি ঢালতেন এবং তাদেরকে পান করাতেন।[১৩]

৮. তিরমিযী, হা/৮৭৮; জামেউল আহাদীছ, হা/৬৩৭৩।
৯. ইবনে মাজাহ, হা/৩০৬২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৮৯২।
১০. সিলসিলা ছাহীহা, হা/১০৫৬; মু'জামুল কাবীর, হা/১১১৬৭।
১১. ছাহীহুল জামে', হা/৫৫০২; তারগীব, হা/১৬৯৮; ইরওয়া, ৪/৩২২।
১২. ইরওয়া, ৪/৩২৩; আখবারু মক্কা, হা/১০৪২।
১৩. সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৮৩; তিরমিযী, হা/৯৬৩।

এই হাদীছে প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যমযমের পানি বহন করে নিয়ে যেতেন, অসুস্থদের পান করাতেন এবং তাদের গায়ে ঢালতেন।

أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَتَحَدَّثْنَا فَحَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَقَامَ فَصَلَّى بِنَا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَلَبَّبَ بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالُوا : مَا هَذَا؟ قَالَ : هَذَا مَاءُ زَمْزَمَ وَقَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« مَاءُ زَمْزَمَ لَمَّا شُرِبَ لَهُ ». قَالَ : ثُمَّ أَرْسَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ تُفْتَحَ مَكَّةَ إِلَى سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو أَنِ ائْهَدِ لَنَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَلاَ تَتْرُكْ قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ.

আবু যুবায়ের রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আমরা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিকটে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে হাদীছ শুনাচ্ছিলেন, ইতোমধ্যে আছরের ছালাতের সময় হয়ে গেলে তিনি একটি কাপড় গায়ে জড়িয়ে আমাদেরকে ছালাত আদায় করালেন। এ সময় তার চাদরটি পাশে রাখা ছিল। তারপর তিনি যমযমের পানির পাশে আসলেন এবং পানি পান করলেন। এরপর আবারো পানি পান করলেন। লোকেরা বলল, এটা কী? তিনি বললেন, এটা যমযমের পানি। যমযমের পানির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যমযমের পানি যে নিয়্যতে পান করা হবে, তা পূর্ণ হবে। তারপর তিনি বললেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় থাকাকালীন মক্কা বিজয়ের পূর্বে সুহাইল ইবনে আমরের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, সুহাইল আমাদের জন্য যমযমের পানি হাদিয়া পাঠাও। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, সুহাইল ইবনে আমর দুই মশক পানি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন।[১৪]

উক্ত হাদীছে প্রমাণিত হয়, যমযমের পানি হাদিয়া পাঠানোর জন্য বলা যায়। যমযমের পানি হাদিয়া পাঠাতে হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ছামেত রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আবু যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَتَى كُنْتَ هَا هُنَا. قَالَ قُلْتُ قَدْ كُنْتُ هَا هُنَا مُنْذُ ثَلاَثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ قَالَ فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ. قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِى طَعَامٌ إِلاَّ مَاءُ زَمْزَمَ . فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكَنُ بَطْنِى وَمَا أَجِدُ عَلَى كَبِدِى سُخْفَةَ جُوعٍ قَالَ إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ.

আবু যার! তুমি কখন এখানে এসেছো? তিনি বলেন, আমি বললাম, ৩০ দিন থেকে এখানেই রয়েছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে তোমাকে খাদ্য প্রদান করে থাকে? তিনি বলেন, আমি বললাম, যমযমের পানি ছাড়া আমার নিকট কোনো খাদ্য নেই। আমি মোটা হয়ে গেলাম। এমনকি আমার পেটের চামড়ায় ভাজ পড়ে গেল। আমি আমার অন্তরে ক্ষুধার দুর্বলতা বুঝি না। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় যমযমের পানি মঙ্গলময় পানি। নিশ্চয় যমযমের পানি ক্ষুধা নিবারণের খাদ্য।[১৫] এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়, যমযমের পানি পান করে মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে। যমযমের পানি কল্যাণময় পানি, যাতে সব ধরনের কল্যাণ রয়েছে। যমযমের পানি খাদ্য, যা দ্বারা মানুষ ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ».

ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক বালতি যমযমের পানি নিয়ে আসলাম। তখন তিনি দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন।[১৬] এই হাদীছে প্রমাণিত হয় যে, যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, যমযমের পানি 'বিসবিমল্লাহ' বলে পান করতে হবে। যমযমের পানি পান করার যে দু'আটি রয়েছে, তার প্রমাণে হাদীছটি যঈফ।[১৭]

(চলবে)

১৪. ইরওয়া, ৪/৫৪৩; সিলসিলা ছহীহা, হা/৮৮৩।

১৫. মুসলিম, হা/৬৫১৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/২১৫৬৫।
১৬. বুখারী, হা/১৬৩৭; মুসলিম, হা/২০২৭; মিশকাত, হা/৪২৬৮।
১৭. তারগীব, হা/১৬৯৭।

মাসিক 'আল-ইতিছাম'-এর নির্ধারিত বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ- ৫০০০ টাকা
৩য় প্রচ্ছদ- ৪০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা- ২০০০ টাকা
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা- ১০০০ টাকা

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
০১৩০১-১৮৯৭৭১, ০১৭৩৭-৫৭৪১৭১

ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ -এর আক্বীদা বনাম হানাফীদের আক্বীদা

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-১৫)

আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ ও আবু মানছূর:

শুরুতে একটি কথা বলে রাখা ভালো, তা হচ্ছে- সর্বাবস্থায় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত তথা ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম -এর পথই বিশুদ্ধ ও খাঁটি এবং এর বাইরে যেসব পথ ও মত আছে, তার সবই বিদ'আত ও ভ্রান্ত। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ 'অতএব যদি তারা ঈমান আনে, তোমরা যেরূপে তার প্রতি ঈমান এনেছো, তবে অবশ্যই তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যদি তারা বিমুখ হয়, তাহলে তারা রয়েছে কেবল বিরোধিতায়' *(আল-বাক্বারাহ, ২/১৩৭)*। এ আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীগণের ঈমানের মতো ঈমান আনার সাথে একজন মুমিনের হেদায়াতপ্রাপ্তিকে শর্তযুক্ত করেছেন। আর নিঃসন্দেহে তাদের সেই ঈমান ছিলো অহির সঠিক ও সূক্ষ্ম বুঝের ফল। সেকারণেই তো রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 'সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ, এরপর তৎপরবর্তী যুগের মানুষ, তারপর তৎপরবর্তীযুগের মানুষ'।[১] ইবনুল ক্বাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَذَلِكَ يَقْتَضِي تَقْدِيمَهُمْ فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ 'একথার দাবী হচ্ছে, কল্যাণের সবক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে'।[২] ইবনে ওমর ও ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহুম বলেন, مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ 'তোমাদের মধ্যে যে পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়, সে যেন তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, যারা ইতোমধ্যে মারা গেছেন। তারা হচ্ছেন, মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ছাহাবীবর্গ, যারা ছিলেন এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ...'।[৩]

এরপর মনে রাখতে হবে, মু'তাযিলাদের জন্ম ওয়াছেল ইবনে আতা (মৃত্যু: ১৩১ হি.)-এর পরে, আশ'আরীদের জন্ম আবুল হাসান আশ'আরী (মৃত্যু: ৩২৪ হি.)-এর পরে, মাতুরীদীদের জন্য আবু মানছূর মাতুরীদী (মৃত্যু: ৩৩৩ হি.)-এর পরে।[৪] তার মানে- এসব ফেরক্বার জন্ম মূল সালাফে ছালেহীন ছাহাবায়ে কেরামের বহু পরে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبٌ قَدِيمٌ مَعْرُوفٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللهُ أَبَا حَنِيفَةَ وَمَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ، فَإِنَّهُ مَذْهَبُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ تَلَقَّوْهُ عَنْ نَبِيِّهِمْ، وَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مُبْتَدِعًا عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব পুরনো ও প্রসিদ্ধ মাযহাব। আল্লাহ আবু হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদকে সৃষ্টি করার আগে থেকেই এ মাযহাব ছিলো। কারণ এটাই হচ্ছে ছাহাবীগণের মাযহাব, যারা এ মাযহাবকে তাদের নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং যে এই মাযহাবের বিরোধিতা করবে, সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের নিকট বিদ'আতী হিসাবে গণ্য হবে'।[৫]

সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরে এবার আলোচ্য বিষয়ে আসা যাক, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত উলামায়ে কেরামকে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ততো বেশি মনোযোগী হতে দেখা যায়নি। এটাকে ততো বেশি গুরুত্বের সাথে তারা নেননি। কারণ এটা মানুষের ফেতরাত বা স্বভাবজাত বিষয়। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বেশি কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। বরং মানুষ তার স্বাভাবিক ফেতরাত বা স্বভাব ও বোধশক্তি কাজে লাগালেই তার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহকে চিনতে পারে। মানুষ নিজেকে এবং আসমান-যমীন সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আল্লাহর অস্তিত্ব বুঝতে পারে। 'কেননা এই বিশাল সৃষ্টির অবশ্যই একজন না একজন স্রষ্টা থাকতেই হবে। কারণ এই সৃষ্টি নিজে নিজেকে যেমন সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি তা এমনি এমনি সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব নয়। এই সৃষ্টি নিজে নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না একারণে যে, কোনো কিছুই তার নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে না। তাছাড়া কোনো কিছু সৃষ্ট হওয়ার আগে সে তো অস্তিত্বহীন থাকে, তাহলে সে নিজে স্রষ্টা হয় কী করে?! অনুরূপভাবে এমনি এমনিও এই সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কেননা সঙ্ঘটিত সবকিছুর অবশ্যই একজন না একজন সঙ্ঘটক লাগবেই। তাছাড়া এই সুপরিকল্পিত সৃষ্টি কখনই এমনি এমনি সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব এই সৃষ্টি যেহেতু নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেনি এবং এমনি এমনিও সৃষ্টি হয়নি, সেহেতু প্রমাণিত হলো, এর একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল

---

* বি. এ. (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এম. এ. এবং এম.ফিল., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫২।
২. এ'লামুল মুওয়াক্কেঈন, ৪/১০৪।
৩. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৩০৫; জামে'উ বায়ানিল ইলম, ২/৯৪৭।
৪. আল-মাতুরীদিয়্যাহ: দিরাসাতান ওয়া তাক্বীমান, পৃ. ৫৯।
৫. মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাবিয়্যাহ ফী নাক্বযি কালামিশ শী'আতিল ক্বদারিয়্যাহ, ২/৬০১।

www.al-itisam.com

আলামীন।... উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ যদি আপনাকে একটি সুরম্য অট্টালিকার গল্প শুনায়, যার চারপাশ ঘিরে আছে বাগ-বাগিচা, প্রবাহিত হয়েছে নদী আর ঝরনা, যার অভ্যন্তরে গালিচা, খাঁট ইত্যাদি লাগানো হয়েছে, সাজানো হয়েছে নানা সজ্জায়, আর সে আপনাকে বলে যে, এই অট্টালিকাটি এবং এর সবকিছু নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে বা কোনো অস্তিত্বদানকারী ছাড়াই এমনি এমনি অস্তিত্ব পেয়েছে, তাহলে আপনি সরাসরি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবেন এবং তার কথাকে পাগলের প্রলাপ হিসাবে গণ্য করবেন। তা হলে যমীন, আসমান, গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র সংবলিত এবং অসাধারণ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত এই বিশাল পৃথিবী কি নিজেকে সৃষ্টি করতে পারে অথবা স্রষ্টা ছাড়া এমনি এমনি সৃষ্টি হতে পারে?!'[৬] সেজন্য ইসলাম আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মানুষের নিজেকে ও আসমান-যমীনকে নিয়ে ভাবতে বলেছে। মহান আল্লাহ বলেন, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ 'বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো, যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য' *(ফুছছিলাত, ৪১/৫৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ 'আর (নিদর্শন আছে) তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি দেখো না?' *(আয-যারিয়াত, ৫১/২১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ - خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ - يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ 'অতএব মানুষের চিন্তা করে দেখা উচিত, তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? তাকে সৃষ্টি করা করা হয়েছে দ্রুতবেগে নির্গত পানি থেকে, যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মধ্য থেকে' *(আত-ত্বারিক, ৮৬/৫-৭)*। এজাতীয় বহু বক্তব্য কুরআন-হাদীছে রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে, সৃষ্টিকে নিয়ে ভেবে সৃষ্টিকর্তাকে চেনা মানুষের স্বভাবজাত ব্যাপার এবং এটাই ইলাহী নির্দেশনা ও নবী-রাসূলগণের অনুসৃত নীতি। সেকারণেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত এ পথই ধরেছেন। ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ ও তার পূর্বসূরী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না, সেকথা খুবই স্বাভাবিক। ফলে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ কুরআন-হাদীছ নির্দেশিত ও নবী-রাসূলগণের অনুসৃত পরিচিত পথই অবলম্বন করেছেন। সেকারণে ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ ও আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের পেছনে অতো বেশি সময়-শ্রম ব্যয় করেননি। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "ইমাম (আবু হানীফা) আল্লাহর অস্তিত্ব খোঁজার ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করেছেন। কারণ এ ব্যাপারটা স্পষ্ট ও দৃশ্যমান। তাই তো পবিত্র কুরআনে এসেছে, قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'তাদের রাসূলগণ বলেছিল, আল্লাহর ব্যাপারেও কি সন্দেহ, যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা?' *(ইবরাহীম, ১৪/১০)*। وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ 'আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ' *(লুক্বমান, ৩১/২৫)*। বুঝা গেলো, আল্লাহর অস্তিত্ব মানুষের স্বভাবেই গ্রোথিত, যেমন আল্লাহ বলেন, فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا 'আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন' *(আর-রূম, ৩০/৩০)*। এদিকে ইশারা করেই হাদীছে এসেছে, كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ 'প্রত্যেক নবজাতক ফেতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে'।[৭] আসলে নবীগণ আলাইহিমুস সালাম - এর আগমনই হয়েছিলো তাওহীদ বর্ণনার জন্য। সেজন্য তারা সবাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাণীর উপর ঐকমত্য ছিলেন। তাদের উম্মতকে 'আল্লাহ বিদ্যমান'-একথা বলার নির্দেশনা তাদেরকে দেয়া হয়নি। বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মা'বূদ যে নেই- সে কথা স্পষ্ট করাই তাদের লক্ষ্য ছিলো। তারা তাদের উম্মতের এই ধারণা নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন- وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ 'আর তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী' *(ইউনুস, ১০/১৮)*, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে' *(আয-যুমার, ৩৯/৩)*। উল্লেখ্য, তাওহীদ জোরালোভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এরপর কথা হচ্ছে, আক্বীদা শরী'আত থেকে নেয়া যরূরী, কারণ শরী'আতই আসল"।[৮] অবশ্য এই ফেতরাতী বিষয়ে কারো পদস্খলন ঘটে গেলে নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম ও তাদের অনুসারীরা যুগে যুগে সেই বিভ্রান্ত মানুষগুলোকে সোজা করার প্রয়াস চালিয়েছেন। ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ ও তাই করেছেন। তার সাথে ঘটে যাওয়া নাস্তিকদের প্রসিদ্ধ ঘটনাটি সেকথারই প্রমাণ বহন করে। বাতিলপন্থীদের একটি দল একদা ইমাম আবু হানীফা রহিমাহুল্লাহ - এর সাথে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে বাহাছ-মুনাযারা করতে আসলে তিনি তাদেরকে বলেন, 'এই মাসআলা নিয়ে

৬. লেখক প্রণীত 'ঈমানের মূলনীতি' শীর্ষক বইটির ৭২-৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৭. ছহীহ বুখারী, হা/১৩৫৮, ১৩৮৫; ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৫৮।

৮. মোল্লা আলী ক্বারী, মিনাহুর রওযিল আযহার ফী শারহিল ফিক্বহিল আকবার, (দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ: ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ৪৯-৫০।

আলোচনার পূর্বে আপনারা দজলা নদীর একটি জাহাজের কথা শুনুন, যা কারো নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা ছাড়া একাই যায় এবং খাদ্য-সামগ্রী ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে আসে, অতঃপর একাই নোঙ্গর করে মালামাল নামিয়ে আবার ফিরে যায়?!' তারা বলল, 'অসম্ভব, কস্মিনকালেও এরকম হতে পারে না'। অতঃপর তিনি তাদেরকে বললেন, 'এটা সামান্য একটি জাহাজের ক্ষেত্রে যদি অসম্ভব হয়, তাহলে গোটা বিশ্বের ক্ষেত্রে কিভাবে সম্ভব হতে পারে!'[৯]

আরো একটি বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ যেহেতু মানুষের ফেতরাতী বা স্বভাবজাত বিষয়, সেহেতু দলীল ছাড়াও আল্লাহকে চেনা সম্ভব। অর্থাৎ কেউ যদি নির্জনে জন্মগ্রহণ করে এবং তার ফেতরাত বা স্বভাব-প্রকৃতি পিতা-মাতার কারণে বা পরিবেশের কারণে কোনোভাবেই নষ্ট না হয়, তাহলে তার এই নিষ্কলুষ প্রকৃতি দিয়ে ও আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে ব্রেইন খাঁটিয়ে সে আল্লাহকে চিনতে পারবে। সালাফে ছালেহীনের অনেকেই এমনটা বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ও এ মতের পক্ষেই। তিনি বলেন, لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ بِالْجَهْلِ بِخَالِقِهِ لِمَا يَرَى مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَخَلْقِ نَفْسِهِ، وَسَائِرِ خَلْقِ رَبِّهِ. 'কারো জন্য তার সৃষ্টিকর্তাকে না চেনার ওযর পেশ করা সমীচীন নয়। কারণ সে তো আসমান-যমীন সৃষ্টি হওয়াকে এবং তার নিজের সৃষ্টি হওয়া ও তার রবের সবকিছু সৃষ্টি হওয়াকে দেখে'।[১০]

শুধু তাই নয় বরং ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ মহান আল্লাহর উচ্চে অবস্থান প্রমাণেও স্বভাবজাত বা প্রকৃতিগত দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, وَاللهُ تَعَالَى يُدْعَى مِنْ أَعْلَى لَا مِنْ أَسْفَلَ لَيْسَ مِنْ وَصْفِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ فِيْ شَيْءٍ 'মহান আল্লাহকে ডাকতে হয় উপরের দিকে, নিচের দিকে নয়। কারণ নিচে থাকা রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতের কোনো বৈশিষ্ট নয়'।[১১] কেননা মানুষের প্রকৃতি বলে যে, মহান আল্লাহ উপরে, নিচে নন। আর ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ একজন দাসীর জবাবকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَيْنَ اللهُ؟ 'আল্লাহ কোথায়?' জবাবে তিনি বলেছিলেন, فِي السَّمَاءِ 'আসমানে'। এরপর তিনি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ 'তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে মুমিন নারী'।[১২] দাসীটি রাযিয়াল্লাহু আনহা কিন্তু তার স্বভাব ও প্রকৃতি থেকেই জবাবটা দিয়েছিলেন এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঈমানের স্বীকৃতি দিয়ে তাকে মুক্ত করে দিতে বলেছিলেন। মূলত নিষ্কলুষ আত্মা সবসময়ই এভাবে তার রব ও রবের উপরে অবস্থানের সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু আবু মানছূর মাতুরীদী ও তার অনুসারীরা সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত কুরআন-হাদীছের এপথে হাঁটেননি। বরং তারা দুর্বোধ্য ইলমুল কালাম বা দর্শনশাস্ত্রের উপর নির্ভর করেছেন, যার অধিকাংশ গ্রীক দর্শন থেকে গৃহীত। তারা বলে, 'জগতের সবকিছু (আল্লাহ্র যাত ও সিফাত ব্যতীত আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু) অনিত্য (حادث) বা সৃষ্ট। আর সব অনিত্য বা সৃষ্ট বস্তুর জন্য সৃষ্টিকর্তা (محدث) আবশ্যক। অতএব, জগতের জন্যেও একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যক। জগতের সবকিছু অনিত্য (حادث) হওয়ার প্রমাণ হলো জগতের যে কোনো বস্তু হয় মূল উপাদান (جوهر) হবে নতুবা অপ্রধান বিষয় (عرض)। যদি অপ্রধান বিষয় হয় তাহলে সেটা অনিত্যই। তন্মধ্যে কোনো কোনোটার অনিত্য হওয়া ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য বিষয়, যেমন অন্ধকার চলে যাওয়ার পর আলো আসা, গরমের পর ঠান্ডা আসা ইত্যাদি। আর কোনোটার অনিত্য হওয়া এভাবে প্রমাণিত যে, অপ্রধান বিষয় (عرض) অস্তিত্বহীনতা (عدم) কে গ্রহণ করে অর্থাৎ, তা বিলীন (فاني) হয়ে যায় অথচ নিত্য (قديم) জিনিস কখনও বিলীন (فاني) হয় না। অতএব প্রমাণিত হল যে, অপ্রধান বিষয় (عرض) নিত্য (قديم) নয় বরং অনিত্য (حادث)। আর যদি মূল উপাদান (جوهر) হয়, তাহলে মূল উপাদান সমূহও অনিত্য। কেননা মূল উপাদান (جوهر) হয় শরীর (جسم) হবে নতুবা পরমাণু (الجزء الذي لا يتجزأ বা جوهر فرد) যা-ই হোক, তা গতি/স্থিতি (حركة وسكون) কে গ্রহণ করে থাকে বিধায় তা অনিত্য (حادث)। কারণ গতি/স্থিতি (حركة وسكون) হলো অপ্রধান বিষয় (عرض) আর যার মধ্যে অপ্রধান বিষয় (عرض) বনাম অনিত্যতা (حدوث) পাওয়া যায় তা অনিত্যই হয়ে থাকে। নতুবা অনিত্যকে নিত্য বলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। এখন রয়ে গেল প্রত্যেকটা শরীর (جسم) বা পরমাণু (جوهر

৯. ইবনু আবিল ইয, শারহুল আক্বীদাতিত ত্বহাবিইয়্যাহ, তাহক্বীক্ব : আহমাদ শাকের, (সঊদী আরব: ধর্ম, ওয়াক্বফ, দা'ওয়াত ও নির্দেশনা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ: ১৪১৮ হি.), পৃ. ৩৫।

১০. ইবনু আবিল ইয, শারহুল আক্বীদাতিত ত্বহাবিইয়্যাহ, তাহক্বীক্ব : আহমাদ শাকের, (সঊদী আরব: ধর্ম, ওয়াক্বফ, দা'ওয়াত ও নির্দেশনা বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১ম প্রকাশ: ১৪১৮ হি.), পৃ. ৩৫।

১১. আল-ফিক্বহুল আকবার, পৃ. ১৩৫।

১২. ছহীহ মুসলিম, হা/৫৩৭।

www.al-itisam.com

(الجزء الذي لا يتجزأ او جوهر فرد)-এর জন্য গতি/স্থিতি (حركة وسكون) অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি। তা এভাবে যে, শরীর (جسم) বা পরমাণু (جوهر فرد)-এর জন্য একটি স্থান (حيز) থাকা আবশ্যক। এখন এই মুহূর্তের পূর্বে থেকেই যদি সেই স্থানে তার অবস্থান চলে আসতে থাকে, তাহলে বলতে হবে সেটা স্থিতিশীল (ساكن) অর্থাৎ, তার মধ্যে স্থিতি (سكون) বিদ্যমান নতুবা সেটা গতি সম্পন্ন (متحرك) অর্থাৎ, তার মধ্যে গতি (حركة) বিদ্যমান। এই যুক্তির মধ্যে জগতের সবকিছুকে অনিত্য প্রমাণিত করে তার জন্য একজন সৃষ্টিকর্তার আবশ্যতা প্রমাণিত হয়েছে’।[১৩]

প্রিয় পাঠক! কী বুঝলেন? কিছু বুঝেন আর না বুঝেন, মাতুরীদীদের নিকট এই হচ্ছে আল্লাহর অস্তিত্বের যুক্তিগত প্রমাণ। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এই দুর্বোধ্য যুক্তির আদৌ কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি?! মহান আল্লাহকে চেনার ইসলাম সমর্থিত যে সহজ-সরল ও কুসুমাস্তীর্ণ পথ, তার সাথে এই দুর্বোধ্য-কণ্টকময় পথের কোনো মিল আছে কি? যে পথে নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম ও আমাদের সালাফে ছালেহীন চলেননি, সে পথে চললে পদস্খলন অনিবার্য নয় কি? বিধর্মীদের কাছ থেকে ধার করা পদ্ধতি দিয়ে হেদায়াতপ্রাপ্তির আশা করা যায় কি? বরং আল্লাহর অস্তিত্ব, নাম ও গুণাবলি প্রমাণে এসব দর্শনশাস্ত্রীয় কায়দা-কানুনের মাধ্যমে উল্টো এগুলোকে অস্বীকার করা হয়। মাতুরীদীরা মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির বড় একটা অংশকে অস্বীকার করে আর জাহমিয়্যারা সবগুলোকে অস্বীকার করে।[১৪] আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দান করুন।

তবে আশার কথা হচ্ছে, মাতুরীদীরা সৃষ্টি জগৎ দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের পথও অবলম্বন করে থাকেন, যা সালাফে ছালেহীনের পদ্ধতির সাথে মিলে যায়।

১৩. মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েতুদ্দীন, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, (ঢাকা: থানভী লাইব্রেরী, তা. বি.), পৃ. ৪১ (টীকা সহ)।

১৪. দ্রষ্টব্য: আছ-ছওয়া‘ইকুল মুরসালাহ, ৩/৯৮৫-৯৮৬।

সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ

এমনকি অমুসলিমের সাথে দুর্নীতি করতেও ইসলাম নিষেধ করেছে *(আবুদাঊদ, হা/৩০৫২)*। অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমি দখল করলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের নিচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেয়া হবে *(বুখারী, হা/২৪৫৪)*। সূদের সাথে জড়িতদেরকে সূদ ছাড়তে বলা হয়েছে, নতুবা মহান আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ, ২/২৭৮-৭৯)*। ঘুষখোর ও ঘুষদাতার উপর আল্লাহ ও তার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন *(ইবনে মাজাহ, হা/২৩১৩; তিরমিযী, হা/১৩৩৬)*। শ্রমিক খাটিয়ে তার মজুরি না দিলে ক্বিয়ামতের দিন খোদ আল্লাহ তার বিরুদ্ধে বাদী হবেন *(বুখারী, হা/২২২৭)*। যারা জনগণের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা দুর্নীতি করলে তাদের জন্য জান্নাত হারাম *(মুসলিম, হা/১৪২)*, বরং তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(বুখারী, হা/৭১৫০)*। অনুরূপভাবে জনগণও শাসকশ্রেণির সাথে প্রতারণা করতে পারবে না। যমীনে ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের হত্যা করার বা শূলে চড়াবার বা বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়ার অথবা দেশান্তরিত করার শাস্তির ঘোষণা ইসলাম দিয়েছে *(মায়েদাহ, ৫/৩৩)*। এগুলো ইসলামের দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপের কয়েকটি নমুনামাত্র মাত্র।

দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে শুধু আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, দুদকের মতো প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা এবং মাঝেমধ্যে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানই যথেষ্ট নয়; বরং এগুলো দিয়ে কিছুই হবে না- যদি ইসলামী আদর্শকে উপেক্ষা করা হয়। সেজন্য যরূরী হলো- (১) সর্বক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলা। কারণ কেবলমাত্র ইসলামই দুর্নীতির সব ধরনের ফাঁকফোকড় বন্ধের কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছে, যার কিছু নমুনা আমরা দেখলাম। (২) জনগণকে দ্বীনদার, আল্লাহভীরু, পরকালমুখী ও আমানতদার করে গড়ে তোলা। সেজন্য অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রয়োজন দ্বীনমুখী লালন-পালন ও শিক্ষাব্যবস্থা। মানুষকে দ্বীনদার বানাতে পারলেই আর কিছু লাগবে না। (৩) রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি সেক্টরে শক্তিশালী ও আমানতদার লোক নিয়োগ দেয়া। পবিত্র কুরআনে দায়িত্ব পালনের এ মৌলিক শর্ত দু’টির প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায় *(আল-ক্বছাছ, ২৮/২৬)*। (৪) কঠোরহস্তে ইসলামী দণ্ডবিধির বাস্তবায়ন করা এবং এক্ষেত্রে কোনো প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়া। (৫) যথাযথ আইন প্রণয়ন করা ও প্রয়োগে কঠোর হওয়া এবং কোনো দুর্নীতিবাজকে কোনো অযুহাতে ছাড় না দেয়া; বরং কঠোরহস্তে দমন করা।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় দুর্নীতি থেকে বাঁচার এবং একটি শান্তি ও সমৃদ্ধির সমাজ উপহার দেয়ার পাশাপাশি পরকালে মুক্তি লাভের তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

সূরা হুজুরাত মানব জাতির জন্য হাদিয়া

-হাফেয আব্দুল মতীন মাদানী*

(শেষ পর্ব)

খালেছ অন্তরে বান্দা যদি আল্লাহ্র নিকট তওবা করে, তবে তার সকল পাপ মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা করো একান্ত বিশুদ্ধ তওবা, যাতে তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলোকে মোচন করে দেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত' *(তাহরীম, ৮)*। তবে বড় শিরক তওবা ছাড়া মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য বড় পাপ, ছোট পাপ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে ক্ষমা করবেন আবার চাইলে তার পাপ পরিমাণ শাস্তি দিয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যদি সে মুওয়াহহিদ (موحد) বা তাওহীদপন্থী হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশীদার স্থাপন করলে তাকে ক্ষমা করবেন না এবং এছাড়া যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন' *(নিসা, ৪৮)*।

উবাদা ইবনুছ ছমিত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু), যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও লায়লাতুল আক্বাবার একজন নক্বীব। তিনি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাশে একদল ছাহাবীর উপস্থিতিতে তিনি বলেন, 'তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়'আত গ্রহণ করবে, আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করবে না এবং সৎকাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে যে তা পূর্ণ করবে, তার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট রয়েছে। আর কেউ এর কোনো একটিতে লিপ্ত হলে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পেয়ে গেলে, তবে তা হবে তার জন্য কাফফারা। আর কেউ যদি এর কোনো একটিতে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ তা অপ্রকাশিত রাখেন, তবে তা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তিনি যদি চান, তাকে ক্ষমা করবেন আর যদি চান, তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আমরা এর উপর বায়'আত গ্রহণ করলাম'।[১] আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি যব পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি গম পরিমাণও পুণ্য বিদ্যমান থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে আর তার অন্তরে একটি অণু পরিমাণও নেকী থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে'।[২]

খারেজীরা যে বড় পাপীদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী বলে, দ্বীন থেকে বের করে দেয়- এটা ঠিক নয়। অনুরূপ মু'তাযিলারা বলে, বড় পাপীরা দুনিয়াতে মুসলিমদের হুকুমে কিন্তু পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামী, এটাও বাতিল আক্বীদা। বরং বড় পাপীরা পাপী, তাদের ঈমান কমে যায়, তাদেরকে ফাসেক্ব বলা হয়, যালেমও বলা হয়, কিন্তু সে দ্বীন থেকে বের হবে না। যদি সে খাঁটি তাওহীদপন্থী হয়, তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন এবং ইচ্ছা করলে তার পাপ পরিমাণ শাস্তি দিয়ে জান্নাত দিবেন।[৩]

(৭) একে অপরকে লাঞ্ছিত করা ও তুচ্ছ করা থেকে বিরত থাকা :

মুমিন-মুসলিম ব্যক্তি ভাই ভাই, কেউ কাউকে তুচ্ছ করবে না, লাঞ্ছিত করবে না, অপমান করবে না, অপদস্থ করবে না। এমন কথা বলবে না, যাতে তার ভাই কোনোভাবে কষ্ট পায়। এসব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। কারও নামের বিকৃতি করবে না, বংশের বিকৃতি করবে না, দোষ-ত্রুটি বিনা কারণে খুঁজে বেড়াবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 'হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে বিদ্রূপ না করে। কেননা হতে পারে তারা তাদের চেয়ে উত্তম। অনুরূপভাবে কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন বিদ্রূপ না করে। কেননা হতে পারে সে তাদের অপেক্ষা উত্তম। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একজন অপরজনকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পরে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ করে না, তারাই অত্যাচারী' *(হুজুরাত, ৪৯/১১)*। একে অপরকে কথা দ্বারা কষ্ট দেওয়া, কর্মের মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া, একে অপরকে ছোট করা, তাচ্ছিল্য করা, লাঞ্ছিত করা সবই শরী'আতে হারাম।[৪]

---

* এম. এ., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহ বুখারী, হা/১৮।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৪৪।

৩. শারহে আক্বীদা আত-ত্বহাবিয়্যাহ, পৃ. ২৪০-২৪১।

৪. তাফসীর আস-সা'দী, পৃ. ৮০১।

মহান আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ‘ধ্বংস প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য, যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে’ *(হুমাযাহ, ১০৪/১)*। ধ্বংস ঐ সমস্ত মানুষের জন্য, যারা শুধু মানুষের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, মানুষকে অন্যায়ভাবে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করে এবং একে অপরের গীবত করে, মিথ্যা অপবাদ দেয়।[৫] একে অপরকে আমদের সম্মান করা উচিত। অন্যকে সম্মান করলে নিজের সম্মান কমে যায় না। অন্যের সাথে মিষ্টি মুখে কথা বললে ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায় না। বিদ্বেষপূর্ণ এই সমাজে একে অপরের ভাই ভাই হয়ে থাকাটা খুবই প্রয়োজন। আবু মূসা আশ‘আরী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ‘মুমিন মুমিনের জন্য ইমারত (বিল্ডিং) সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে মযবূত করে। এরপর তিনি এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে প্রবেশ করালেন’।[৬]

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গালিগালাজকারী, অশালীন বাক্যালাপকারী কিংবা লা‘নতকারী ছিলেন না। তিনি আমাদের কারও উপর অসন্তুষ্ট হলে শুধু এতটুকু বলতেন, তার কী হলো? তার কপাল ধুলোয় মলিন হোক।[৭] আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَهُنَا». وَيُشِيرِ إِلَى صَدره ثَلَاث مرار بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ ومالهُ وَعرضه ‘এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। কাজেই তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে তুচ্ছ মনে করবে না। ‘আল্লাহভীতি এখানে’- এ কথা বলে তিনবার নিজের বুকের দিকে ইশারা করলেন। (অতঃপর বলেন), কোনো ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে নিজের কোনো মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। একজন মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের জান-মাল ও মান-সম্মান বিনষ্ট করা হারাম’।[৮]

সমাজে অনেককেই দেখা যায়, যারা অন্যের নামকে ব্যঙ্গ করে ডাকে, প্রতিবন্ধী ভাইদেরকে ল্যাংড়া, খোঁড়া, কানা ইত্যাদি মন্দরূপে ডাকে। বক্তাগণ একে অপরের গীবত-অপবাদের মধ্যে জড়িয়ে যায়। কেউ আবার বিতর্কিত করার জন্য আরেক জনের বক্তব্য কাট-ছাট করে প্রচার করে। এগুলো সবই শরী‘আতে নিষিদ্ধ। আল্লাহ আমাদেরকে এ সকল বিষয় থেকে হিফাযত করুন।

(৮) মন্দ ধারণা ও গীবত করা থেকে দূরে থাকতে হবে :

অনেক সময় আমরা না জেনে ধারণাবশত কথা বলে ফেলি। অপর ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলে থাকি। এটা মারাত্মক অন্যায়। কারও অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কিছু বলা, যা শুনলে সে অপসন্দ করবে, সেটাই গীবত। কয়েকজন একত্রিত হলেই আমরা গীবতে জড়িয়ে যাই। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ‘হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে বিরত থাকো। কারণ কোনো কোনো ধারণা পাপ। আর তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং পশ্চাতে একে অপরের নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করতে ভালোবাসে? বস্তুত তোমরা এটা ঘৃণা করো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তওবা গ্রহণকারী, দয়ালু’ *(হুজরাত, ৪৯/১২)*। তাই ধারণা করে কারও সম্পর্কে মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। কারণ ধারণাই হলো বড় মিথ্যা। তোমরা দোষ তালাশ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও’।[৯]

চোগলখোরি করা থেকে দূরে থাকতে হবে। হুযায়ফা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ ‘চোগলখোর কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।[১০] চোগলখোরেরা হয় দু’মুখো তরবারির মতো। এদের মাধ্যমেই সমাজে বেশি ফিতনা ছড়ায়। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘ক্বিয়ামতের দিন তুমি আল্লাহর কাছে ঐ লোককে সব থেকে খারাপ পাবে, যে দু’মুখো। সে এদের সম্মুখে একরূপ নিয়ে আসত, আর ওদের সম্মুখে অন্যরূপে আসত’।[১১]

---

৫. তাফসীর আত্ব-ত্বাবারী, ২৪/৫৯৫।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৬০২৬; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৫; মিশকাত, হা/৪৯৫৫।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৩১; মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৪৮৫।
৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/৭৭১৩; মিশকাত, হা/৪৯৫৯।
৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৩; মিশকাত, হা/৫০২৮।
১০. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৫৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১০৫; মিশকাত, হা/৪৮২৩।
১১. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৫৮; ছহীহ মুসলিম, হা/২৫২৬; মিশকাত, হা/৪৮২২।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এই দু'জন কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো গুনাহের কারণে কবরে তাদের আযাব দেওয়া হচ্ছে না; তাদের একজন প্রস্রাব করার সময় সতর্ক থাকত না। আর অপরজন গীবত করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি কাঁচা ডাল আনিয়ে সেটি দুই টুকরো করে এক টুকরো এক কবরের উপর এবং অপর টুকরো অন্য কবরের উপর পুঁতে দিলেন। তারপর বললেন, এ ডালের টুকরো দু'টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তি কমিয়ে দিবেন'।[১২] উল্লেখ্য, ডাল পুঁতে দেওয়া বিষয়টি রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর জন্য খাছ ছিল। কারণ কবরের শাস্তি সম্পর্কে দুনিয়ার কেউ বলতে পারবে না। (وَاللهُ أَعْلَمُ)

(৯) সূরাটির মধ্যে তিন প্রকার তাওহীদের আলোচনা রয়েছে :

ক. তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ : আল্লাহ তা'আলা সবার সৃষ্টিকর্তা, রিযিক্বদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 'হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাক্বী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন' (*হুজুরাত, ৪৯/১৩*)।

খ. তাওহীদুল ইবাদাহ : মানুষের সকল ইবাদত হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, কুরবানী, নযর-নেয়ায, চাওয়া-পাওয়া, আশা-ভরসা, ভয়-ভীতি, মহব্বত সবকিছুই আল্লাহর জন্য হবে। পীর-বুযুর্গ, ওলী-আওলিয়া কিংবা কোনো পীর-মাশায়েখের উদ্দেশ্যে এসবের কোনোটিই করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 'নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা (আমল ছালেহা) করো, আল্লাহ তা দেখেন' (*হুজুরাত, ৪৯/১৮*)। আমরা কী আমল করছি, সবকিছুই মহান আল্লাহ অবগত আছেন।

গ. তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত : আল্লাহ তা'আলার বহু উত্তম নাম ও গুণ রয়েছে। এসব নাম ও গুণে বিশ্বাস করার নামই তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত। কুরআন-হাদীছে সেগুলো যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। কোনো প্রকার রদ-বদল করা যাবে না, অস্বীকার করা যাবে না, কায়ফিয়্যাত (স্বরূপ বা পদ্ধতি) বর্ণনা করা যাবে না, সাদৃশ্য বর্ণনা করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন' (*হুজুরাত, ৪৯/১৮*)। এখানে 'আল্লাহর দেখা'র কথা বলা হয়েছে। এটা তাওহীদুল আসমা ওয়াছ-ছিফাত এর প্রমাণ বহন করে।

(১০) অদৃশ্যের খবর আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 'নিশ্চয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ তা দেখেন' (*হুজুরাত, ৪৯/১৮*)। অদৃশ্যের খবর আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার কেউ জানে না। তবে রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -কে অহির মাধ্যমে যা জানানো হয়েছে, সেটা ভিন্ন কথা।

(১১) প্রকৃত মুমিনের পরিচয় বলা হয়েছে :

মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ 'তারাই প্রকৃত মুমিন, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ' (*হুজুরাত, ৪৯/১৫*)। প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিরা সর্বদা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, তাদের ঈমান কী করে মযবূত হবে এবং ঈমানের উপর অটল থাকার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এবং এই বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকে, তাদের জন্য কোনো ভয় নেই এবং তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে, তারা যে আমল করত এটা তারই প্রতিদান' (*আহক্বাফ, ৪৬/১৩-১৪*)। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন এবং বলেন, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হইও না। আর তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার সুসংবাদ পেয়ে আনন্দিত হও' (*হা-মীম সাজদাহ, ৪১/৩০*)।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সূরা হুজুরাতের শিক্ষাকে কাজে লাগানোর তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

১২. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯২; মিশকাত, হা/৩৩৮।

সফলতার সূত্র

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সালাফে ছালেহীনের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা ফজর পর ঘুমাতেন না। যদি সমগ্র রাতে ক্লান্তিকর কোনো সফর বা কাজ করে থাকেন, তবুও ফজর পর ঘুমাতেন না। বরং সূর্য উঠার অপেক্ষা করতেন। সূর্য উঠার পর বিশ্রামের জন্য ঘুমাতে যেতেন। আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করবে, অতঃপর বসে থেকে মহান আল্লাহর যিকির করতে থাকবে সূর্য উঠা পর্যন্ত, সে একটি হজ্জ ও ওমরাহ করার সমান নেকী পাবে'।[১] স্বয়ং রাসূল (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও এই হাদীছের প্রতি আমল করতেন। তিনি নিজেও ফজর ছালাত পরে সূর্য উঠা পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণে মশগূল থাকতেন।[২] ঘুমানো বা দুনিয়াবী কোনো কথা-কাজ থাকলে তা সূর্য উঠার পর শুরু করতেন।

৪. রাতের ছালাত : রাতের ছালাত এমন একটি সিক্রেট চাবি, যা মানুষকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যায়, যা সে কোনো দিন কল্পনাও করেনি। মানুষ যদি নিজের আশা-ইচ্ছা ও চাওয়া-পাওয়া মহান আল্লাহর নিকট থেকে পূরণ করিয়ে নিতে চায়, তাহলে তার সবচেয়ে সহজ উপায় রাতের ছালাত। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আজ যে অনন্য উচ্চতায় অবস্থান করছেন, তারও মূল কারণ হচ্ছে রাতের ছালাত। তিনি যে শেষ নবী (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছেন, মহান আল্লাহর অমীয় বাণী কুরআনের মতো বোঝা বহন করতে পেরেছেন, তারও মূল কারণ রাতের ছালাত। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا - نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا - أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا - إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا - إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا 'হে চাদর জড়িয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তি! অল্প হলেও রাতে জাগো! অর্ধেক রাত অথবা তার চেয়ে কম হলেও জাগো! অথবা তার চেয়ে বেশি জাগো এবং কুরআন তিলাওয়াত করো তারতীল সহকারে! নিশ্চয় আমি তোমার উপর ভারী কিছু অবতীর্ণ করব! নিশ্চয় রাতে উঠা প্রবৃত্তি দমনে অধিক সহায়ক এবং বাকপটুতায় অধিক স্পষ্টকারী' *(মুযাম্মিল, ১-৬)*। এই আয়াতে কারীমায় মহান আল্লাহ ভারী কিছু অবতীর্ণ করার প্রস্তুতিস্বরূপ নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে রাত জেগে ছালাত আদায় করতে বলেছেন। কেননা পবিত্র কুরআনের মতো মহান বাণীর ভার বহন এবং শেষ নবীর গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য নিজের প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যরূরী। আর রাতে জাগরিত হওয়া নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। কেননা রাতে ঘুম থেকে ছালাত আদায় করতে উঠলে নিজের মনের বিরুদ্ধে চরম লড়াই করেই উঠতে হয়।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا 'আর অতিরিক্ত দায়িত্বস্বরূপ রাতে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করো! আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন' *(ইসরা, ৭৯)*। মাক্বামে মাহমূদ কিয়ামতের মাঠের সর্বোচ্চ মর্যাদার জায়গা, যা মহান আল্লাহ একমাত্র মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দান করবেন। এইরূপ সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছার জন্যই মহান আল্লাহ তাকে রাতে উঠে ছালাত আদায় করতে বলেছেন। সুতরাং রাতে উঠে ছালাত আদায় করা সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছার অন্যতম মাধ্যম।

৫. ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন : ব্যক্তিত্ব এমন মযবূত হওয়া, যাতে মানুষ তাকে ব্যবহার না করতে পারে। বরং নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। যে যেদিকে ডাকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সবার ডাকে সাড়া দিয়ে সেদিকে চলে যাওয়া চরম ব্যক্তিত্বহীনতার পরিচয়। প্রত্যেক বিষয়ে আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত থাকতে হবে। মানুষের পরামর্শ নেওয়া ভালো, কিন্তু মানুষ দ্বারা চালিত হওয়া উচিত নয়। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষকে না বলতে পারতে হবে। না বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক কাজে ও কথায় 'হ্যাঁ' বলা এবং পরবর্তীতে সেটা নিপুণতার সাথে করতে না পারা মানুষের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দেয়। সুতরাং নিজের জিহ্বার দাম রাখতে হবে।

উন্নত ব্যক্তিত্ব ছাড়া জীবনে সফল হওয়া অসম্ভব। ব্যক্তিত্ব হতে হবে প্রভাব বিস্তারকারী। যেই আপনার সংস্পর্শে আসুক না কেন, সে আপনার দ্বারা প্রভাবিত হবে। ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে। আর সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব জ্ঞানের ব্যক্তিত্ব। যারা স্রোতের গতিতে গা ভাসিয়ে দেয়, যুগের তালে তাল মিলিয়ে নাচে, তারা ব্যক্তিত্বহীন। স্রোতের বিপরীতে নিজের নীতি-নৈতিকতার উপর যারা টিকে থাকার লড়াই চালিয়ে যায়, তারাই ব্যক্তিত্ববান।

৬. ছবর : ছবর শব্দের শাব্দিক অর্থ ধরে রাখা, বন্দি করে রাখা। যখন কোনো মুরগীকে খাচায় বন্দী করে রাখা হয়, তখন তার জন্য আরবীতে ছবর শব্দ ব্যবহৃত হয়। জীবনে সফল হতে ছবরের বিকল্প নেই। যে কয়জন নবীকে মহান আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচ জন নবী বলে গণ্য করেছেন, সেই পাঁচ জনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছবর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ 'তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবীগণের মতো ধৈর্য ধারণ করো' *(আহকাফ, ৩৫)*।

ছবর মূলত তিন প্রকার। যথা:

(ক) ভালো কাজে ছবর করা : মনে করুন, কেউ প্রতিদিন সকালে কুরআনে তিলাওয়াত করতে চায়, কিন্তু দুই-একদিন তিলাওয়াত

---

* এম. এ. (অধ্যয়নরত), উলূমুল হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. তিরমিযী, হা/৫৮৬।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৭০।

করার পর আর পারে না। কেউ হয়তো রাতে উঠে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতে চায়, কিন্তু দুই-একদিন আদায় করার পর আর পারে না; ছেড়ে দেয়। অধিকাংশ মানুষ এই সমস্যার অভিযোগ করে থাকেন। এই সমস্যার প্রকৃত কারণ মূলত তাদের ছবর নেই। নিজের মনের বিরুদ্ধে লড়াই করে কোনো কাজের উপর তারা টিকে থাকতে পারে না। নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। জীবনে সফল হতে হলে সবচেয়ে যরূরী জিনিস হচ্ছে এই প্রথম প্রকার ছবরের।

কোনো ভালো কাজ শুরু করলে সেটাকে ধরে রাখতে হবে, যত কষ্টই হোক, যত বাধাই আসুক। দৌড় প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, কতক্ষণ দৌড়ের উপর থাকা যাচ্ছে, কতক্ষণ যাবৎ দৌড়াতেই থাকতে পারা যাচ্ছে, এই দৌড়াতে থাকতে পারাটাই মূল। এই ধরে রাখতে পারাটাই প্রকৃত সফলতা। নিজের মধ্যে এই ছবরের চর্চা নিয়ে আসার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে একদম ছোট থেকে অতি ছোট একটি আমল বেছে নিয়ে সেটা নিয়মিত করতে থাকা। যেমন ছবরের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে প্রতি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা। এরপর হতে পারে অত্যধিক নফল ছিয়ামের অভ্যাস গড়ে তোলা। এরপর হতে পারে রাতে ছালাত আদায় করা। কেননা নফল ছিয়াম ও রাতের ছালাত মানুষের মনকে প্রশিক্ষিত করে মনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সহযোগিতা করে। ছোট থেকে ছোট আমলের মধ্যে রাখা যায় খুব স্মরণ করে দিনে পাঁচ বার আযানের প্রতিউত্তর দেওয়া, ছালাতের পরে আয়াতুল কুরসী পড়া, বাসায় নিয়মিত সালাম দিয়ে প্রবেশ করা ইত্যাদি।

খ. মন্দ কাজে ছবর করা : মহান আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাগুলো থেকে মনকে বিরত রাখার যুদ্ধে ছবর করতে পারাটা প্রকৃত মুমিনের পরিচয়। গান শুনব না, তাওবা করলাম। কিন্তু এক সপ্তাহ পর আবার গান শুনছি। বিড়ি-সিগারেট খাব না বলে প্রতিজ্ঞা করলাম। বন্ধুর প্ররোচনায় পড়ে মাসখানেক পর আবার টানতে শুরু করলাম। এটাই হেরে যাওয়া; ছবর করতে না পারা। যারা সফলকাম, তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে কঠিনভাবে ছবর করতে পারে। নিজেকে ধরে রাখতে পারে। নিজের সিদ্ধান্তের উপর টিকে থাকতে পারে। মনের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে। ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ নদীতে হাল ধরে থেকে যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ নৌকা চালাতে থাকাই সফলতা।

গ. বিপদে-আপদে ছবর করা : মানুষের চলার পথ ফুলশয্যা নয়, বিপদ-আপদ থাকবেই; সেগুলোর সাথে সংগ্রাম করতে পারাই মূলত মানুষের জীবন। সফল মানুষরা বিপদে ভেঙে পড়ে না, মচকে যায় না; বরং বাউন্স ব্যাক করে। পূর্ণ উদ্যমে ঘুরে দাঁড়ায়। আবারও চেষ্টা করে। বার বার হেরে গিয়ে বার বার ঘুরে দাঁড়ানোই সফলতা। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো ছালাত ও ধৈর্যধারণের মাধ্যমে। নিশ্চয় মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন' *(বাক্বারাহ, ১৫৩)*। আর মহান আল্লাহ যাদের সাথে থাকবেন, তারা সফল না হলে কারা সফল হবে? তাইতো বলা হয়, 'ছবরে মেওয়া ফলে'। ফলে তাড়াহুড়ো নয় বরং দাঁত কামড়ে মাটি আঁকড়ে ছবর করে কাজ করে যাওয়াই সফলতা।

৭. সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক : সৃষ্টিকর্তার সাথে নিবিড় সম্পর্ক মানুষকে জীবনে বড় হতে সহযোগিতা করে। সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হচ্ছে মনের প্রশান্তি। যেমন আল্লাহর শুকরিয়া আদায়, আল্লাহর উপর ভরসা, আল্লাহর নিকট দু'আ ও সাহায্য প্রার্থনা, আল্লাহর নিকট নিজের ভুলের ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। এগুলো সবই দীর্ঘ জীবনের চলার পথে মনের খাদ্যস্বরূপ। মানুষের এই শরীরটা দুনিয়াতে তৈরি হলেও মানুষের অন্তর এসেছে আসমান থেকে ফেরেশতার মাধ্যমে। তাই এই অন্তরের খাদ্যস্বরূপ আসমানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা যরূরী। আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছাড়া অন্তর মারা যায়। মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে মানুষ সুখে থাকলে মহান আল্লাহকে ভুলে যায় এবং শুধু বিপদে পড়লে মহান আল্লাহকে স্মরণ করে। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا - إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا - وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا 'নিশ্চয় মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে, তখন সে অস্থির হয়ে যায়। আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন সে কৃপণ হয়ে যায়' *(মা'আরিজ, ১৯-২১)*।

ক্ষমতা ও ধন-দৌলত থাকার পরও দাঊদ ও সুলায়মান আলাইহিমাস সালাম কোনো সময় অহঙ্কারী হননি। মহান আল্লাহ তাদেরকে যত নে'মত দিয়েছেন, তারা মহান আল্লাহর দরবারে তত নত হয়েছেন। মহান আল্লাহর সামনে মানুষের এই নত হওয়া ও শুকরিয়া আদায় করা মানুষের উপর আল্লাহর দয়া ও রহমতকে স্থায়িত্ব দান করে। অন্যথা মানুষের অহঙ্কার তাকে ধ্বংস করে দেয়।

৮. নিয়মিত জ্ঞান চর্চা করা : অধিকাংশ মানুষ একটা জায়গায় গিয়ে ভুল করে থাকে। পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে যোগ দেওয়ার পর তারা আর পড়াশোনার প্রয়োজন বোধ করে না। জ্ঞান বাড়ানোটা তাদের কাছে তখন হয়ে যায় নস্যি। নিত্য নতুন বিষয় শেখার প্রতি থাকে না কোনো আগ্রহ। এভাবে ধীরে ধীরে সীমিত জ্ঞান নিয়ে বাকী জীবন চলার ফলে তারা প্রতিযোগিতার রাজপথ থেকে ছিটকে পড়ে যান। ডাইনোসরের মতো একসময় পৃথিবী থেকে তাদের নাম-নিশানা মিটে যায়। উল্লেখযোগ্য কোনো কিছু করার যোগ্যতা তাদের থাকে না।

তাই সফল মানুষের সবচেয়ে বড় মূলনীতি হচ্ছে, প্রতিদিনই কিছু না কিছু শেখা। চাই আপনি শিক্ষক হোন, কৃষক হোন বা ব্যবসায়ী হোন, আপনার প্রতিদিনই নতুন কিছু শেখার রুটিন থাকতে হবে। কিছুই যদি নতুন কিছু শেখার না থাকে, তাহলে বাম হাতে ব্রাশ করা শিখতে হবে। বাম হাতে লেখার প্রাকটিস করতে হবে। তবুও প্রতিদিন ব্রেন শাণিত করতে হবে। নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞান লাভের ফলে ব্রেন যত শাণিত হবে, তত বেশি আরও ক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে কাজ করতে পারবে। প্রতিনিয়ত মেধাকে নতুন কিছু দিতেই হবে, না হলে মেধা অকেজো হয়ে যাবে। সুতরাং নতুন কিছু শেখার কোনো বিকল্প নেই।

আরাফার খুতবা

*[১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ২০২০ সাল। পবিত্র হজ্জের আরাফার খুতবা প্রদান করেন সঊদী আরবের উচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য, রাজকীয় পরিষদের সম্মানিত উপদেষ্টা এবং প্রাজ্ঞ ইসলামী অর্থনীতিবিদ ফাযীলাতুশ শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে সুলায়মান আল-মানী' প্রফেসর। উক্ত খুতবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, রাজশাহীর সম্মানিত মুহাদ্দিছ ও 'আল-ইতিছাম গবেষণা পর্ষদ'-এর গবেষণা সহকারী শায়খ আব্দুল বারী বিন সোলাইমান। খুতবাটি **'মাসিক আল-ইতিছাম'**-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো। প্রধান সম্পাদক]*

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী, মহাপরাক্রমশালী, শক্তিধর ও মহা প্রতাপশালী। তিনি যাবতীয় নিয়তির নির্ধারক এবং মন্দ থেকে ভালোকে পৃথককারী। যিনি অবারিত কল্যাণ ও নে'মত দিয়ে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাদেরকে কখনো কখনো বিপদে-আপদে আপতিত করেন, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে মহা ক্ষমতাধর আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অনেক তাৎপর্য ও সমূহ কল্যাণ। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক এবং যাবতীয় গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত। রাত ও দিনে সঙ্ঘটিত সকল বিষয়ের তিনিই নিয়ন্ত্রক। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও নির্বাচিত রাসূল। বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 'তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ, তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী এবং মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়' *(তাওবা, ১২৮)*। তার উপর আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক এবং তার ছাহাবী ও তাদের উত্তম অনুসারীদের উপর, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করা ও কল্যাণের বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর তারাই সবচেয়ে পুণ্যবান মানুষ।

অতঃপর হে মুসলিমগণ! আমি আপনাদের আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। যেই উপদেশ তিনি দিয়েছেন পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলকে। আল্লাহ সুবহানাহু এরশাদ করেন, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا 'তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর যদি তোমরা অস্বীকার করো, তাহলে জেনে রাখো, আসমানে-যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহর। আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত' *(নিসা, ১৩১)*। আল্লাহভীতির মাধ্যমেই সকল কল্যাণ বর্ষিত হয় এবং সকল অকল্যাণ বিপদ-মুছীবত দূরীভূত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন' *(তালাক, ২)*। আল্লাহভীতির অর্থ হলো, সত্যের পথে অগ্রগামী হওয়া এবং মন্দ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকা। আল্লাহভীতির সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি দেওয়া এবং সকল ইবাদত শুধু তার জন্যই সম্পাদন করা। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্য ছালাত না পড়া, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট দু'আ না করা, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করা; না যবেহ করা, না মানত করা, না অন্য কোনো ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা পরহেযগারিতা অর্জন করতে পারবে' *(বাক্বারাহ, ২১)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না' *(নিসা, ৩৬)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ 'তিনিই তোমাদের রব। তিনি ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তারই ইবাদত করো। তিনি সকল কিছুর তত্ত্বাবধায়ক' *(আন'আম, ১০২)*। তিনি আরও বলেন, قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ - وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ - بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ 'হে নবী! বলুন, ওহে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করার আদেশ করছ? অথচ আপনার নিকট ও আপনার পূর্বে যারা এসেছিলেন, তাদের সকলের কাছে অহি

করা হয়েছিল এই মর্মে যে, যদি আপনি শিরক করেন, তাহলে আপনার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। বরং আপনি আল্লাহরই ইবাদত করুন এবং কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন' *(যুমার, ৬৪-৬৬)*। আর এটাই হচ্ছে কালেমায়ে তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর প্রকৃত দাবি। সেই সাথে 'মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল' এই স্বীকৃতি দেওয়াও তাওহীদের দাবি। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত' *(আহযাব, ৪০)*। তাই তার পক্ষ থেকে আসা সকল আদেশ মান্য করতে হবে, তার দেওয়া সকল কথা সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করা যাবে না।

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। অতএব তাতে নূন্যতম কোনো কিছু সংযোজন-বিয়োজনের প্রয়োজন নেই। করলে তা হবে নব উদ্ভাবন ও সুস্পষ্ট বিদ'আত। সকল মুসলিমের উচিত দ্বীনের মধ্যে এই ধরনের নব উদ্ভাবন ও বিদ'আতকে ঘৃণা করা। এই পবিত্র স্থানে আরাফার এই দিনে নবী মুহাম্মদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে পসন্দ করলাম' *(মায়েদাহ, ৩)*।

নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ক্বায়েম করা; সম্পদের মধ্য থেকে হক্বদারদের অতি অল্প পরিমাণ যাকাত প্রদান করা; রামাযানের ছিয়াম রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর সম্মানিত ঘরে গিয়ে হজ্জ করা'।[১] অনুরূপভাবে তিনি ঈমানের রুকনসমূহ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ঈমান হলো- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস করা, কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখা, রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখা, পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা'।[২]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এরশাদ করেন, كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ - فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 'অনুরূপভাবে আমি তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাবেন, তোমাদের পবিত্র করবেন এবং তোমরা যা জানতে না, তা শিখিয়ে দিবেন। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব এবং তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা আদায় করো, অকৃতজ্ঞ হয়ো না। হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চিতই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন' *(বাক্বারাহ, ১৫১-১৫৩)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণের মাধ্যমে বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায়, যিকর এবং তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিপদে ধৈর্যধারণ করতে অছিয়ত করেছেন। আর মুত্তাক্বীদের বড় বৈশিষ্ট্য হলো বিপদে ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 'আর যারা অভাবে, রোগে-শোকে ও বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, তারাই হলো সত্যবাদী লোক এবং তারাই তাক্বওয়াবান' *(বাক্বারাহ, ১৭৭)*।

হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই দুনিয়ার জীবন দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত নয়। আর এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ধৈর্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ - أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 'আর অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। তারা সে সমস্ত লোক,

১. ছহীহ বুখারী, হা/৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬।

২. ছহীহ বুখারী, হা/৫০; ছহীহ মুসলিম, হা/৮।

www.al-itisam.com

যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ রয়েছে এবং সে সমস্ত লোকই হেদায়াতপ্রাপ্ত' *(বাক্বারাহ, ১৫৫-১৫৭)*। তিনি আরও বলেন, وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'আর যারা ধৈর্যধারণ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের আমলের চেয়ে অধিক উত্তম প্রতিদান দিব' *(নাহল, ৯৬)*।

বান্দা কেনই বা ধৈর্যধারণ করবে না? অথচ সে তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করে, সে নিশ্চিত বিশ্বাস করে- যা কিছু ঘটেছে, তা কিছুতেই অঘটিত থাকত না। আর যা ঘটেনি, তা কোনো দিনও ঘটবার ছিল না। দুনিয়ার সকলে একত্রিত হলেও আল্লাহর নির্ধারিত সিদ্ধান্ত থেকে তাকে ফেরাতে পারবে না। আল্লাহ সুবহানাহু এরশাদ করেন, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ 'পৃথিবীতে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদই আসুক না কেন, তা জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ' *(হাদীদ, ২২)*। আর এসব বিপদ-মুছীবত বান্দাকে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতরাজি ও অবারিত কল্যাণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এরশাদ করেন, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 'যদি তোমরা আল্লাহর নে'মতগুলোকে গণনা করতে শুরু করো, তাহলে তা গণনা করে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(নাহল, ১৮)*। আপনারা কি দেখছেন না, আসমান-যমীনের সবকিছু আল্লাহ তা'আলা আপনাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নে'মতরাজি দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন?

এই সকল বিপদ-আপদ বান্দাকে তার রবের ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে সে পাপ-পঙ্কিলতা ছেড়ে আশা ও ক্ষমার প্রত্যাশা নিয়ে রবের দিকে ফিরে আসে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 'আর আমি তাদের পরীক্ষা করেছি ভালো ও মন্দ দিয়ে, যেন তারা ফিরে আসে' *(আ'রাফ, ১৬৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ 'আর আমি তাদের বড় শাস্তি না দিয়ে ছোট ছোট শাস্তি আস্বাদন করাই, যেন তারা ফিরে আসে' *(সাজদাহ, ২১)*। তিনি আরও বলেন, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ 'আপনার পূর্ববর্তী জাতিসমূহের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে পাকড়াও করেছিলাম, যেন তারা অনুনয়-বিনয় করে' *(আন'আম, ৪২)*। আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ 'হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার তিনি অভাবমুক্ত প্রশংসিত' *(ফাত্বির, ৩৫)*।

এ সকল বিপদ-মুছীবত মানুষকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে উদ্বুদ্ধ করে। যেখানে কোনো প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ও চিন্তা-দুশ্চিন্তা নেই। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'কেউ জানে না, তার কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তার জন্য কী কী নয়নাভিরাম প্রতিফল রাখা হয়েছে' *(সাজদাহ, ১৭)*। তিনি আরও বলেন, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 'আর সেখানে রয়েছে যা মনে চায়, যা দেখে চক্ষু শীতল হয়। সেখানে তোমরা চিরস্থায়ী থাকবে' *(যুখরুফ, ৭১)*।

এসব বিপদ-আপদের মাধ্যমে বান্দাদের পরীক্ষা করা যায়। বান্দাদের মধ্যে ধৈর্যশীল ও সুফল পাওয়ার যোগ্য বান্দাদের আলাদা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 'আমি তোমাদের পরীক্ষা করব ভালো ও মন্দের ফিতনা দিয়ে। আর তোমাদেরকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে' *(আম্বিয়া, ৩৫)*।

বিপদ-আপদ যতই কঠিন হোক না কেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তা চিরস্থায়ী করেন না। আল্লাহর রহমত অধিকতর প্রশস্ত এবং বিপদ থেকে মুক্তি লাভের উপায় তার থেকে মুক্তি নিকটবর্তী। আর আল্লাহ তা'আলা কষ্ট লাঘবের অঙ্গীকার করেছেন। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এরশাদ করেন, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। অতঃপর কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে' *(ইনশিরাহ, ৫-৬)*। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا 'আল্লাহ কারও উপর তার সাধ্যের অতীত কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না। অচিরেই আল্লাহ কষ্টের পরে সুখ দেবেন' *(তালাক, ৭)*। তিনি আরও বলেন, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তিনি তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না' *(বাক্বারাহ, ১৮৫)*।

আর এ সকল বিপদ-আপদ আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মাধ্যমে তার আনুগত্যের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে। কখনো বা বিপদ আসার পূর্বেই তা প্রতিহত করার মাধ্যমে, কখনো বা আপতিত হওয়ার পরে প্রতিকারের উপায়-উপকরণ গ্রহণের মাধ্যমে। শাশ্বত ইসলামী জীবন বিধানে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিপদ-আপদ এবং আর্থিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় করণীয় সম্পর্কে ইলাহী দিক-নির্দেশনা এসেছে। যার মাধ্যমে সৃষ্টিজগতে সুখময় জীবন লাভ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ইসলামী শরী'আহ উপার্জন, উৎপাদন ও কর্মে আত্মনিয়োগ এবং ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করেছে। ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসাকে মৌলিকভাবে হালাল ও জায়েয সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু সূদ ও প্রতারণাকে নিষিদ্ধ ও হারাম আখ্যা দিয়েছে। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। পারস্পারিক অঙ্গীকার ও শর্ত পালনের আদেশ করেছে। তেমনিভাবে ব্যবসায়িক লেনদেন ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিধিমালা নির্ধারণ করেছে। পারস্পারিক ঋণ পরিশোধ ও অধিকার আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে। অপচয় করার ব্যাপারে সতর্ক করেছে। আর অসহায় গরীব-মিসকীনদেরকে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে এবং দান-ছাদাক্বার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে। বিশেষ করে বিপদ-আপদ ও সংকটময় মুহূর্তে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ 'হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো' *(মায়েদাহ, ১)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا 'আর যারা ব্যয় করার সময় অপচয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না। বরং উভয়ে মাঝে সমন্বয় করে চলে' *(ফুরক্বান, ৬৭)*। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এরশাদ করেন,وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ, ২৭৫)*। তিনি আরও এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। এটা কেবল তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমেই বৈধ হতে পারে' *(নিসা, ২৯)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ 'ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তোমরা সাক্ষী রাখো' *(বাক্বারাহ, ২৮২)*। তিনি আরও বলেছেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ 'ওযন ও মাপ পরিপূর্ণ করো' *(আন'আম, ১৫২)*। জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'জান্নাত তৈরি করা হয়েছে মুত্তাক্বীদের জন্য। যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় দান করে' *(আলে ইমরান, ১৩৩)*।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যাবলি থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য ইসলামী শরী'আহ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছে। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, সন্তানের লালন-পালন, সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখা এবং পারস্পরিক সহানুভূতি ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একে-অন্যের প্রতি অধিকার প্রদান করেছে, সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করেছে। পুরুষের অধিকার, নারীর অধিকার, শিশুর অধিকার, বড়দের অধিকার, ছোটদের অধিকার, সুস্থ ও প্রতিবন্ধীদের অধিকার, এমনকি অপরের মনস্তাত্ত্বিক অধিকারের ব্যাপারেও ইসলামী শরী'আহ গুরুত্বারোপ করেছে। বিপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানো, পারস্পরিক সদাচরণ, সৌহার্দ-সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নির্দেশ প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে উত্তম চরিত্র, সুন্দর কথা, পরস্পরের মাঝে সহযোগিতা ও সহানুভূতির মনোভাব ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا 'তোমার রব আদেশ করেছেন তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি 'উফ' (বিরক্তি প্রকাশক শব্দ) শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; তাদের সাথে উত্তম কথা বল। তাদের প্রতি নমনীয়তার পক্ষপুট অবনত করে দাও এবং বলো, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতার প্রতি দয়া করো, যেমন তারা শৈশবে আমার প্রতি দয়া করেছিল' *(ইসরা, ২৩-২৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ 'আমারা বান্দাদের বলে দিন! তারা যেন উত্তম কথা বলে' *(ইসরা, ৫৩)*। তিনি আরও বলেন, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 'আর তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদাচরণ করো। যদি তাদেরকে অপসন্দ হয়, তাহলে হতে পারে, তোমরা যেটাকে অপসন্দ করছ আল্লাহ তার মধ্যে বড় কল্যাণ নিহিত রেখেছেন' *(নিসা, ১৯)*। তিনি আরও এরশাদ করেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ

www.al-itisam.com

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অপসন্দনীয় কাজ ও অবাধ্যতা থেকে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে উপদেশ গ্রহণ করো' *(নাহল, ৯০)*। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এরশাদ করেন, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا 'আত্মীয়-স্বজনকে তার হক্ব প্রদান করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় করো না' *(ইসরা, ২৬)*। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলছিলেন, 'সদাচারণ করো তোমার মায়ের সাথে, তোমার বাবার সাথে, বোনের সাথে, ভাইয়ের সাথে, অতঃপর যারা যত নিকটের তাদের সাথে' *(আবুদাঊদ, হা/৫১৪০; নাসাঈ, হা/২৫৩২)*।

রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার ব্যাপারে ইসলামী শরী'আহ এমন ব্যবস্থাপনা রেখেছে, যার দ্বারা রাষ্ট্র ও নাগরিকের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে। ইসলামী শরী'আহ মানুষের অধিকার এবং সম্পদ ও প্রাণের নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দিয়েছে। আর অপরের প্রতি সীমালঙ্ঘন করা ও কষ্ট দেওয়াকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করেছে। এমনিভাবে পারস্পারিক সংঘাতে ইন্ধন যোগানো এবং সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া, যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করা থেকে নিষেধ করেছে। ফিতনা সৃষ্টির যাবতীয় কারণ থেকে বিরত থাকতে, শত্রুকে প্ররোচনা দেওয়া বা শত্রুর প্ররোচনায় পতিত হওয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং ন্যায়সংগত কাজে দায়িত্বশীলদের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে। সর্বোপরি সামাজিক ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় এবং অনিষ্ট ও অকল্যাণ দূরীভূত করার নির্দেশ দিয়েছে এবং পারস্পারিক সমঝোতার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا 'তোমরা সকলেই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ় হস্তে ধারণ করো এবং পরস্পরে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান, ১০৩)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 'যারা ঈমান এনেছে এবং নিজের ঈমানকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম, ৮২)*। আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এরশাদ করেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার-ফায়ছালা করো তখন ন্যায়ভিত্তিক বিচার করো। আল্লাহ তোমাদেরকে সদুপদেশ দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো আল্লাহর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল তাদের। যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক থেকে সবচেয়ে উত্তম' *(নিসা, ৫৮-৫৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 'মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার কম দিয়ে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে না এবং যমীনে স্থিতিশীলতা আসার পর ফাসাদ সৃষ্টি করবে না। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো' *(আ'রাফ, ৮৫)*। তিনি আরও বলেন, وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا 'জীবনের পদে পদে এমন দুরাচারী হয়ে যেয়ো না যে, ঈমানদারদের ভয়-ভীতি দেখাবে, তাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দিবে এবং সোজা পথকে বক্র করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকবে' *(আ'রাফ, ৮৬)*। রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا 'যদি মুমিনদের দুই দল ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দাও' *(হুজুরাত, ৯)*। রব্বুল আলামীন আরও এরশাদ করেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও' *(হুজুরাত, ১০)*। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জেনে রাখো! তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের কাছে সম্মানিত, যেমন আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই শহর সম্মানিত। আমার মৃত্যুর পরে তোমরা একে অপরকে হত্যা করে কুফরীতে ফিরে যেয়ো না'।[৩] অতঃপর তিনি তাদেরকে

৩. ছহীহ বুখারী, হা/১৭৩৯; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৯।

www.al-itisam.com

ইমামের আদেশ শোনা ও মেনে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর বললেন, হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব প্রদান করেছেন। অতঃপর বললেন, اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ 'তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করো, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করো, রামাযানের ছিয়াম রাখো, দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করো, তাহলে তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'।[৪]

চিকিৎসা সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শরী'আহ স্বাস্থ্য ও শারীরিক সুরক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি নির্দেশ প্রদান এবং স্বচ্ছ নির্মল পরিবেশ রক্ষণে নির্দেশ প্রদান। ইসলাম পবিত্র খাদ্যসমূহ বৈধ করেছে এবং ক্ষতিকর ও অনিষ্ট খাদ্য হারাম করেছে। মহামারি ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধি থেকে সমাজকে সুরক্ষিত রাখতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। জাল্লা জালালুহু এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত করো। মাথা মাসাহ করো এবং পদযুগল গিরাসহ ধৌত করো। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাকো তাহলে পবিত্রতা অর্জন করো' *(মায়েদাহ, ৬)*। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, 'তোমার পোশাক-পরিচ্ছদকে পরিষ্কার করো' *(মুদ্দাছছির, ৪)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 'আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে সুস্থতা দান করেন' *(শু'আরা, ৮০)*। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ 'আর তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করেছেন এবং নোংরা বস্তুসমূহ করেছেন হারাম' *(আ'রাফ, ১৫৭)*। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো। কারণ এমন কোনো ব্যাধি নেই যার প্রতিষেধক নেই'।[৫] রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কুষ্ঠ রোগী থেকে পলায়ন করো, যেভাবে সিংহ থেকে পলায়ন করো'।[৬] তিনি আরও এরশাদ করেন, 'অসুস্থকে সুস্থের পাশে নিয়ে আসা যাবে না'।[৭] 'যখন তোমরা কোনো এলাকায় প্লেগের বিস্তারের সংবাদ শুনবে তখন সে এলাকায় প্রবেশ করো না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান করছ সেখানেই যদি তার বিস্তার ঘটে, তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না'।[৮]

মহামারি ও দ্রুত বিস্তারকারী ছোঁয়াচে রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তর হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সংবলিত হাদীছসমূহের আলোকে রাজকীয় সঊদী গভর্নমেন্ট এ বছর দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের অংশগ্রহণে সীমিত সংখ্যক হাজী নিয়ে হজ্জ সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যাতে স্বাস্থ্যবিধির পূর্ণ অনুসরণ ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষা উপকরণ গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করা যায় এবং এর মাধ্যমে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করা ও মহামরি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। সর্বোপরি ইসলামী শরী'আহর অন্যতম উদ্দেশ্য 'জীবন রক্ষা' যেন নিশ্চিত করা যায়। জনগণের সুরক্ষা ও এই মহামারির বিস্তার রোধ এবং পবিত্র দুই শহর মক্কা-মদীনাকে সুরক্ষিত রাখার নিমিত্তে রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত এই প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। হারামাইন শরীফাইনের খিদমত ও তার সুরক্ষায় অবদান রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আযীয ও যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্ণধার ব্যক্তিবর্গকে উত্তম বিনিময় দান করুন। হে আল্লাহ! তাদের নেক কাজের ছওয়ার বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিন এবং অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করুন।

মুমিন ব্যক্তি যেমন তাদের জন্য দু'আ করবে, তার পাশাপাশি নিজের জন্য, পরিবার-পরিজন, দেশবাসী ও সমগ্র মুসলিমের জন্য দু'আ করবে। যে ব্যক্তি অপর ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যে তার সাথে আমীন আমীন বলতে থাকে এবং বলে, তোমার জন্য অনুরূপ নির্ধারিত হোক'।[৯] বিশেষ করে এই পবিত্র স্থানে পবিত্র আরাফার দিনটি দু'আ কবুলের অন্যতম সময়। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'এমন কোনো দিন নেই যেই দিনে আল্লাহ এত বেশি মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান

৪. তিরমিযী, হা/৬১৬; মিশকাত, হা/৫৭১।
৫. মিরকাতুল মাফাতীহ, ৭/২৮৬১, সমর্থক হাদীছ থাকায় হাদীছটি ছহীহ; ছহীহ মুসলিম, হা/২২০৪; মিশকাত, হা/৪৫১৫।
৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭০৭; মিশকাত, হা/৪৫৭৭।
৭. ছহীহ বুখারী, হা/৫৭৭১; ছহীহ মুসলিম, হা/২২২১।
৮. ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৭৩; মিশকাত, হা/৪৫৭৭।
৯. ছহীহ মুসলিম, হা/২৭৩২; মিশকাত, হা/২২২৮।

www.al-itisam.com

করেন, আরাফার দিনের চেয়ে। আল্লাহ নিকটবর্তী হয়ে তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে গর্ব করতে থাকেন...'।[১০]

আর এ কারণেই এ দিনে হাজী ছাহেবদের জন্য ছিয়াম না রাখাই উত্তম। যেন তারা বেশি বেশি দু'আ করার সুযোগ লাভ করে। যেমনটি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম করেছেন। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানের খুতবা প্রদান করলেন এবং বেলাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে আযানের নির্দেশ দিলেন। আযান দেওয়া হলে ইক্বামত দিতে বললেন। তারপর দুই রাক'আত যোহরের ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর পুনরায় ইক্বামত দিয়ে দুই রাক'আত আছরের ছালাত পড়লেন 'জমা ও ক্বছর'[১১] করে। এর মাধ্যমে নিজেকে দু'আ, যিকির ও ইস্তিগফারের জন্য প্রস্তুত করে নিলেন। সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু'আ, ইস্তিগফার ও আল্লাহর ইবাদতে মশগূল থাকেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করেন যিকির-আযকারের মধ্যে মশগূল থাকেন। যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ডুবে গেল তখন মুযদালিফার উদ্দেশ্যে গমন করলেন। সেখানে মাগরিবের ছালাত তিন রাক'আত ও এশার ছালাত দুই রাক'আত 'জমা ও ক্বছর' করে আদায় করলেন। মুযদালিফার মাঠে রাত্রি যাপন করলেন। অতঃপর ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। ফজর যখন স্পষ্ট হলো তিনি মিনা অভিমুখে রওনা হলেন। অতঃপর বড় জামরার কাছে এসে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর কুরবানী করলেন এবং মাথা মুণ্ডন করলেন। এরপর কা'বাতে গিয়ে ত্বাওয়াফে ইফাযা করলেন। অতঃপর তাশরীকের দিনগুলোতে মিনায় অবস্থানের মধ্য দিয়ে তিন দিন সেখানে যিকির-আযকার ও জামরায় পাথর নিক্ষেপের কাজ সম্পাদন করলেন। যখন হজ্জের সকল কার্যক্রম পূর্ণ হলো এবং ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন তিনি কা'বাতে গিয়ে ত্বাওয়াফে বিদা' করলেন।

হে মুসলিমগণ! নিশ্চয় কল্যাণ ও নে'মত প্রাপ্তি ও শাস্তি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বোত্তম সম্বল হলো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে দু'আ করা। তিনি বলেছেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 'যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে জানতে চাই, তখন তাদের বলে দিন, আমি তাদের নিকটেই আছি। আমি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে আহ্বান করে' *(বাক্বারাহ, ১৮৬)*। তিনি আরও বলেন, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ 'তোমরা তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবেন' *(গাফির, ৬০)*।

অতএব, হে মুসলিমগণ! আপনারা বিনয় ও একনিষ্ঠতা এবং বিশ্বাস ও কবুল হওয়া আশা নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। নিজের এবং অন্যের দু'আয় আমীন আমীন বলুন। হে আল্লাহ! এই মহামারি দূর করে দিন! যারা অসুস্থ তাদের সুস্থতা দান করুন! যারা অসুস্থদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবদান রাখেছে তাদের সক্ষমতা দান করুন এবং তাদের সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা উপকরণ ও টীকা উদ্ভাবনের তাওফীক্ব দান করুন! হে আল্লাহ! আপনার নে'মত দিয়ে আমাদের সকলকে পরিপূর্ণ করে দিন! আপনার অনুগ্রহে আমাদেরকে ধন্য করুন! হে আল্লাহ! তাদের ও আমাদের সকলের অন্তরে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে দিন! হে আল্লাহ! আমাদের পরস্পরকে আল্লাহভীতি ও সৎকাজের সহযোগী বানিয়ে দিন এবং পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের কাজে নয়। হে আল্লাহ! আপনি অনুগ্রহ ও করুণা দিয়ে আমাদেরকে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা দান করুন।

হে আল্লাহ! আপনি খাদেমুল হারামাইন শারীফাইনের উপর সুস্থতা ও নিরাপত্তা বর্ষন করো, আপনার ক্ষমতা দ্বারা তাকে শক্তিশালী করুন, হারামাইন শারীফাইন ও তার দর্শনার্থীদের খেদমত করার যে মহান দায়িত্ব আপনি তাকে অর্পন করে করেছেন তা বাস্তবায়ন করার তাওফীক্ব দান করুন। আর এটাকে তার জন্য আপনার নিকট নূরের মিম্বারে গচ্ছিত নেকী হিসাবে জমা রাখুন এবং তার বান্দা যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমানকে সঠিক পথে পরিচালিত করো।

হে আল্লাহর বান্দাগণ! 'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনদের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অপসন্দনীয় কাজ ও অবাধ্যতা থেকে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে উপদেশ গ্রহণ করো' *(নাহল, ৯০)*। সুতরাং মহান আল্লাহকে স্মরণ রাখুন। আল্লাহও আপনাদের স্মরণে রাখবেন। তার দেওয়া নে'মতের কৃতজ্ঞতা আদায় করুন, তাহলে তিনি তার নে'মত বৃদ্ধি করে দিবেন। আপনাদের রাসূল ও নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর, তার পরিবারবর্গ ও সকল ছাহাবীদের প্রতি উপর দুরূদ পাঠ করুন। সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ

১০. ছহীহ মুসলিম, হা/১৩৪৮; মিশকাত, হা/২৫৯৪।
১১. যোহর ও আছর ছালাতকে একসাথে এবং মাগরিব ও এশাকে একসাথে পড়াকে 'জমা' বলা হয়। আর সফর অবস্থায় চার রাক'আতবিশিষ্ট ছালাতকে দুই রাক'আত করে পড়াকে 'ক্বছর' বলা হয়।

কাওছারীর বিদ'আতী চিন্তাধারা

-আহমাদুল্লাহ*

ভূমিকা : মুহাম্মাদ যাহেদ কাওছারী (মৃ. ১৩৭১ হি.) বিশেষভাবে হানাফী দেওবন্দীদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এজন্য যে, তিনি নিকট অতীতে ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এবং হানাফী মতবাদের পক্ষে সাধ্যমতো প্রতিরক্ষামূলক লড়াই করেছেন। তিনি আক্বীদায় মাতুরীদী ও জাহমিয়া ছিলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইমাম ইবনে খুযায়মার 'কিতাবুত তাওহীদ' গ্রন্থটিকে 'কিতাবুশ শিরক' আখ্যা দিয়েছেন।[১]

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ-এর ছেলে ইমাম আব্দুল্লাহ-এর 'কিতাবুস সুন্নাহ' গ্রন্থটিকে 'কিতাবুয যাইগ' (গোমরাহের কিতাব) এবং ইমাম ওছমান ইবনে সাঈদ আদ-দারেমীর 'আর-রদ্দু আলাল জাহমিয়া' (জাহমিয়াদের খণ্ডন) ও 'আর-রদ্দু আলা বিশর আল-মুরাইসী' (বিশর মুরাইসীর খণ্ডন) গ্রন্থদ্বয়কে 'কিতাবুল কুফরি ওয়াল ওয়াছানিইয়া' (কুফর ও মূর্তিপূজার গ্রন্থ) হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।[২]

চিন্তা করুন! ইমাম ইবনে খুযায়মাহ রাহিমাহুল্লাহ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ এবং ইমাম ওছমান ইবনে সাঈদ আদ-দারেমী রাহিমাহুল্লাহ যাদের ইলম, মর্যাদা, আমানত, সততা, হিফয-যবত্ব (আয়ত্তশক্তি) এবং তাওছীক্ব-তা'দীলের উপর সকল মুহাদ্দিছের ঐকমত্য রয়েছে, যদি তারাই শিরক, মূর্তিপূজা, কুফর ও গোমরাহীর উজ্জীবিতকারী হয়ে থাকেন (নাঊযুবিল্লাহ), তাহলে বলুন, তাওহীদ ও সুন্নাতের আহ্বায়ক কারা?

অনুরূপভাবে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া রাহিমাহুল্লাহ ও তার সুযোগ্য ছাত্র ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে তিনি 'মাক্বালাত' 'তাবদীদুয যালাম' ও 'আল-ইশফাক' গ্রন্থগুলোতে যা কিছু বলেছেন, তার উপাখ্যান অনেক দীর্ঘ। এমনকি তিনি তাদেরকে বিদ'আতী, কাযযাব, কাফের, জাহেল, নির্বোধ, নিজে ভ্রষ্ট, অন্যকে ভ্রষ্টকারী, খারেজী, যিনদীক্ব, অল্প দ্বীন পালনকারী ও কম বুদ্ধিসম্পন্ন পর্যন্তও বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ আর তার ছাত্রদের প্রতিরক্ষায় ইমাম আবু আওয়ানাহ ওয়াযযাহ ইবনে আব্দুল্লাহ, ইমাম আবু ইসহাক্ব আল-ফাযারী ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ, ইমাম আবু ইসহাক্ব ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ আল-মুযাক্কী, ইমাম আহমাদ ইবনে সালমান আন-নিজাদ, ইমাম যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া আস-সাজী, হাফেয ছালেহ ইবনে মুহাম্মাদ আল-জাযারাহ, আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল গ্রন্থকার ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আবু মুহাম্মাদ আর-রাযী, ইমাম আবু নু'আইম আহমাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইসপাহানী, ইমাম আলী ইবনে ওমর আবুল হাসান আদ-দারাকুত্বনী, ইমাম আমর ইবনে আলী আবু হাফ্ছ আল-ফাল্লাস, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা তিরমিযী, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান, আবু হাতেম আল-বুসতী, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার বুনদার, আল-মুসতাদরাক প্রণেতা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ হাকেম এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আমর আল-উকায়লী রাহিমাহুল্লাহ-দের ন্যায় হাদীছের হাফেয, ইমামদেরকে স্বীয় সমালোচনার নিশানা বানিয়েছেন।

কাওছারীর আক্বীদাসমূহ :

এবার আসুন, তার কিছু আকীদা সম্পর্কে জানা যাক-

(১) কবর পাকাকরণ : তিনি বলেন, 'যদি কবরের উপর গম্বুজ বানানো নিকৃষ্ট বিদ'আত হতো, তাহলে ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত উম্মত এর উপর আমল করত না'।[৩] অর্থাৎ (কাওছারীর ভাষ্যমতে) কবরের উপর গম্বুজ বানানো ইজমায়ে উম্মত দ্বারা প্রমাণিত। (নাঊযুবিল্লাহ)।

(২) সাহায্য প্রার্থনা করা ও ফরিয়াদ করা : কাওছারী মৃত ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া ও ফরিয়াদ করার প্রবক্তা ছিলেন।[৪]

(৩) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আহ্বান করা : কাওছারী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'হে মুহাম্মাদ! হে আল্লাহর রাসূল!' বলে আহ্বান করার ফৎওয়া দিয়েছেন। একটি হাদীছ উল্লেখ করার পর কাওছারী লিখেছেন, 'এ হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সত্তা ও তার সত্তার অসীলা গ্রহণ করা এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে আহ্বান করার বৈধতা প্রমাণিত হয়'।[৫]

(৪) মীলাদে মুছত্বফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : কাওছারীর মাক্বালাতে (প্রবন্ধসমগ্র) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা রয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন, 'ছহীহ এটাই যে, তার জন্ম ৯ই রবীউল আউয়াল মাসে হয়েছে'। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, রবীউল আউয়াল হলো বরকতময় মাস। যেখানে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মগ্রহণের সৌভাগ্যময় দিন রয়েছে। আর মুসলিমরা এই মাসে তার জন্মের ব্যাপারে (অন্যান্য মাসের চাইতে অধিক) গুরুত্বারোপ করেন। বরং ইসলামী দেশগুলোতে এই আমলটি (মীলাদুন নবী) ধারাবাহিকভাবে পালিত হয়। তারা রবীউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখের রাতে জন্মগ্রহণের নিমিত্তে আলোচনার জন্য মাহফিলের আয়োজন করেন। কেননা তার জন্ম এই তারিখের পরে হয়নি। ইসলামী দেশগুলোতে চলমান রীতির অনুসরণে ১২ই রবীউল আউয়ালে মীলাদের আয়োজন করা হয়ে থাকে। কেননা মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম এই তারিখের পরে হয়নি।[৬]

অর্থাৎ তিনি এগুলোর বিনিময়ে ১২ই রবীউল আউয়ালকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এবং এ দিনে মুসলিমদের মীলাদুন নবী পালনকে সমর্থন করেছেন।

উপসংহার : যাহেদ কাওছারীর ভক্তরা এ দেশে কাজ করে যাচ্ছেন। কাওছারীর নামানুসারে পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়। আল্লামা মু'আল্লিমী 'আন-তানকীল' নামক গ্রন্থে যাহেদ কাওছারীর ভুলগুলোকে চমৎকারভাবে খণ্ডন করেছেন, যা অবশ্য পাঠ্য। আল্লাহ আমাদেরকে এ সকল গোমরাহ ব্যক্তিদের লেখনী ও শিক্ষা হতে হেফাযত করুন। আমীন।

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. মাক্বালাতুল কাওছারী (প্রকাশকাল: ১৯৯৪), পৃ. ৪০৯; আত-তানীব, পৃ. ২৯।
২. মাক্বালাতে কাওছারী, পৃ. ৩০০।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৭।
৪. প্রাগুক্ত।
৫. প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩।

ছাহাবীগণের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ

-সাঈদুর রহমান*

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যুগে যুগে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তিনিই অসংখ্য মানুষকে নির্বাচন করেছেন তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা জন্য, যারা নিজেদের জীবন বাজি রেখে তাদের সহায়তা করেছেন। এই ধারাবাহিকতায় আমাদের প্রিয় নবী ﷺ-কে সহায়তা করার জন্য এমন কিছু নির্ভীক ও উদার ব্যক্তি চয়ন করেছেন, যারা ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তারা আর কেউ নন, তারা হলেন ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করে কুরআনে বলেন, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 'আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট' *(তওবা, ১০০)*। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আরও বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 'হেদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অবলম্বন করবে, আমরা তাকে ঐ দিকেই ফিরিয়ে দিব, যেদিকে সে ফিরতে চায়; আর তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামে। প্রত্যাবর্তনস্থল হিসাবে জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট!' *(নিসা, ১১৫)*। এই আয়াতে غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ 'মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্যপথ' দ্বারা ছাহাবায়ে কেরাম উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা তাদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে আরও অনেক আয়াত অবতীর্ণ করেছেন।

অনুরূপভাবে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ ও তাদের মর্যাদা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ 'তোমরা আমার ছাহাবীদের গালি দিবে না। ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পর্বত সমপরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে, তথাপিও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ সমপরিমাণ পৌঁছতে পারবে না।[১] এভাবে অসংখ্য হাদীছে রাসূল ﷺ তাদের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও এ সকল মহান ব্যক্তির মাঝে পরস্পর কিছু বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে। নিম্নে এর কতিপয় কারণ আলোচনা করার প্রয়াস পাবো:

(১) কোনো বিষয়ে হাদীছ না জানা: অর্থাৎ একটি হাদীছ কোনো একজন ছাহাবী শ্রবণ করেছেন, কিন্তু অন্য ছাহাবী তা শ্রবণ করেননি। যার কারণে পরস্পর মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। এর একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ হচ্ছে- আবু সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আবু মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিকট অনুমতি চেয়ে বলেন, আস-সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি? ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এক। আবু মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তিনি আবারো সালাম দিয়ে বলেন, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, দুই। তারপর আবু মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু অল্প সময় নীরবতা অবলম্বন করলেন। তিনি আবার বললেন, আস-সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি? ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, তিন। এবার তিনি চলে যেতে লাগলেন। ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু প্রহরীকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কি করছেন? প্রহরী বললেন, তিনি চলে গেছেন। তিনি বললেন, তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে এসো। তারপর তিনি ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর সামনে এলে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনি এ রকম করলেন কেন? তিনি বললেন, আমি সুন্নাত পালন করেছি। ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, সুন্নাত পালন করেছেন? আল্লাহ্র কসম! এর স্বপক্ষে আপনাকে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে, তা না হলে আমি আপনার ব্যবস্থা করছি (অর্থাৎ, শাস্তি দিব)। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর তিনি (আবু মূসা) আমাদের নিকট আসলেন। আমরা কয়জন আনছারী বন্ধু একসাথে বসে ছিলাম। তিনি বললেন, হে আনছার সম্প্রদায়! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীছ সম্পর্কে কি তোমরা সবার চাইতে বেশি জ্ঞাত নও? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি যে, তিনবার অনুমতি চাইতে হবে? তারপর তোমাকে অনুমতি দিলে তো দিলো, নতুবা ফিরে যাবে। উপস্থিত লোকজন তার সাথে কৌতুক করতে লাগলেন। আবু সাঈদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, এবার আমি মাথা তুলে তার দিকে তাকালাম এবং বললাম, আপনার উপর এ ব্যাপারে কোনো শাস্তি হলে আমি আপনার অংশীদার হব। রাবী বলেন, তারপর তিনি ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিকট এসে এ ঘটনা বললেন। ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, আমি এ সম্পর্কে জানতাম না।[২] এই হাদীছের উপর একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, দেখুন ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু এবং আবু মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর মাঝে মতভেদ হওয়ার কারণ হলো উক্ত বিধান সম্পর্কিত হাদীছ না জানা। সেজন্যই তো তিনি আবু মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে দলীল উপস্থাপন করার জন্য বলেছেন।

(২) ভুলে যাওয়া: ভুলে যাওয়ার কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ কোনো একজন ছাহাবীর একটি হাদীছ বা ঘটনা মনে আছে আর অন্য ছাহাবী তা ভুলে গেছেন। যার কারণে দু'জনের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে- জনৈক ব্যক্তি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর নিকট এসে জানতে চাইলেন, একবার আমার গোসলের দরকার হলো অথচ আমি পানি পেলাম না। তখন আম্মার ইবনু ইয়াসার রাযিয়াল্লা-হু আনহু ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে বললেন, আপনার কি সেই ঘটনা মনে আছে যে, একদা আমরা দু'জন সফরে ছিলাম এবং দু'জনেরই গোসলের প্রয়োজন দেখা দিল। আপনি তো ছালাত আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ছালাত আদায় করলাম।

* শিক্ষক, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

১. ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৪০।

২. তিরমিযী, হা/২৬৯০, সনদ ছহীহ।

তারপর আমি ঘটনাটি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলাম। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট ছিল- এ বলে নবী ﷺ দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তার চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করলেন।[৩] ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর খিলাফতের সময় এক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমার গোসল ফরয হয়েছে, অথচ আমার নিকট পানি নেই। এ মুহূর্তে আমি কী করবো? তখন আম্মার ইবনে ইয়াসার রাযিয়াল্লা-হু আনহু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে রাসূলে ﷺ-এর যুগে দু'জনের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনা বর্ণনা করেন। কিন্তু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর তা মনে নেই, যার কারণে তিনি তা অস্বীকার করেন। আর এর ফলেই উভয়ের মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হয়।

(৩) সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হওয়া: সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে ছাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু মনে করতেন, রাসূল ﷺ হজ্জের ইহরাম অবস্থায় মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বিয়ে করেছেন। তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 'নবী ﷺ মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বিয়ে করেন'।[৪] অথচ তিনি ব্যতীত অন্য সকল ছাহাবী জানতেন যে, রাসূল ﷺ মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে হালাল অবস্থায় বিয়ে করেছেন। এমনকি স্বয়ং মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلاَلٌ 'রাসূল ﷺ তাকে হালাল অবস্থায় বিয়ে করেন'।[৫] এ বিয়ের ঘটক আবু রাফে' রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلاَلٌ وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا 'রাসূল ﷺ হালাল অবস্থায় মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বিয়ে করেন এবং হালাল অবস্থায় বাসর করেন। আর আমি ছিলাম উভয়ের মাঝে দূত হিসাবে'।[৬] ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু সন্দেহের কারণে বলেছেন যে, রাসূল ﷺ মুহরিম অবস্থায় মায়মূনা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-কে বিয়ে করেন।

(৪) বুঝের ভিন্নতা: বুঝের ভিন্নতার কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর কোনো আমলকে কেউ সুন্নাত মনে করেছেন আবার কেউ বৈধ মনে করেছেন। যেমন- তাওয়াফের ক্ষেত্রে রমল করা। অধিকাংশ ছাহাবী এটাকে সুন্নাত মনে করতেন। কিন্তু ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু এটাকে সুন্নাহ মনে করতেন না; বরং তিনি মনে করতেন রাসূল ﷺ এটা করেছেন কাফেরদের কথার পরিপ্রেক্ষিতে। কাফেররা বলত, মদীনার জ্বর তাদের দুর্বল করে দিয়েছে। এ কথা শ্রবণ করে রাসূল ﷺ ছাহাবীদের রমল (জোরে হাঁটা) করার আদেশ দেন।

৩. ছহীহ বুখারী, হা/৩৩৮।
৪. ছহীহ বুখারী, হা/১৮৩৭।
৫. ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১১।
৬. তিরমিযী, হা/৮৪১।

(৫) বাহ্যত বিপরীতমুখী দু'টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় না করা: পরস্পর ভিন্নমুখী দু'টি হাদীছের মাঝে সমন্বয় সাধন না করার কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। যেমন- রাসূল ﷺ পশ্চিম দিকে মুখ করে শৌচকার্য সম্পাদন করতে নিষেধ করেছেন।[৭] ছাহাবীদের মাঝে আবু হুরায়রা, আবু আইয়ূব আনছারী, ইবনে মাসঊদ ও সুরাক্বা ইবনে মালেক রাযিয়াল্লা-হু আনহুম মনে করতেন, পশ্চিম দিকে মুখ করে শৌচকার্য সম্পাদন করা যাবে না। অন্যদিকে জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু মনে করতেন এ নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। কারণ তিনি রাসূল ﷺ-কে তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে দেখেছেন যে, তিনি পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রস্রাব করছেন।[৮]

ছাহাবীগণের মতানৈক্য ও আমাদের করণীয় :

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লা-হু বলেন, الصَّحَابِيُّ إِذَا قَالَ قَوْلًا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْقَوْلُ حُجَّةً اتِّفَاقًا 'কোনো ছাহাবী যদি একটি কথা বলেন আর অন্য ছাহাবী তার বিপরীত কথা বলেন, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ঐ কথা দলীলযোগ্য নয়'।[৯]

এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হলো যে, দেখতে হবে কার কথা রাসূল ﷺ-এর কথা বা কাজের সাথে মিলে; যার কথা রাসূল ﷺ-এর কথার সাথে মিলবে, তার কথা প্রধান্য পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 'যদি তোমাদের মাঝে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, তাহলে তা আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো; যদি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে থাকো। কারণ এটাই হলো উত্তম ও উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা' *(নিসা, ৫৯)*।

পরিশেষে একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আলোচনা শেষ করছি। অনেক সাধারণ মানুষ বলে থাকে, আলেমদের মাঝে এতো মতানৈক্য কেন? এর উত্তর হলো, ছাহাবীগণের মাঝে যে সমস্ত কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, সেসব কারণ এখনো আলেম সমাজের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে; বরং কারণ আরো বেড়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট আলেমের অন্ধঅনুকরণ করা যাবে না; বরং দেখতে হবে কার কথা রাসূল ﷺ-এর কথার সাথে মিল রয়েছে। কারণ হতে পারে ঐ আলেম উক্ত বিষয়টি জানেন না। আমাদের সমাজে বর্তমানে চলছে নির্দিষ্ট আলেমের অন্ধঅনুকরণ, যার কারণে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা। এক আলেমের ভক্তরা অন্য আলেমকে গালিগালাজ করছে, বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা করছে। এতে করে ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিকরা বগল বাজাচ্ছে। সুধী পাঠক! আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, নির্দিষ্ট কারও অনুসরণ পরিত্যাগ করি এবং আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর দিকে ফিরে আসি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

৭. তিরমিযী, হা/৮, সনদ ছহীহ।
৮. তিরমিযী, হা/৯, সনদ ছহীহ।
৯. তুহফাতুল আহওয়াযী, ৮/৯, হা/৩০৬৮।

বাংলা বানানে ইসলাম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতা

-মুতাছিম বিল্লাহ*

১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রথম ও প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে ভাষার প্রশ্নে। সর্বশেষ পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী চেয়েছিল বাংলাকে উর্দূ হরফে লিখতে। এজন্য তারা একটি কমিশন গঠন করেছিল কিন্তু তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। বর্তমান বাংলা একাডেমি যে প্রমিত বানান রীতি নিয়ে এসেছে, তা দেখে মনে হতে পারে যেন ঔপনিবেশিক কেউ বানান সংশোধন করে দিয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাংলা একাডেমির অনেক পরিচালক এসেছেন, মোহাম্মদ এনামুল হক সহ অনেকেই এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত। সে সময় থেকে শুরু করে বাংলা একাডেমি কর্তৃক ছাপানো বইগুলোতে যে বানান রীতি প্রচলন করা আছে, সেই বানান রীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সাম্প্রতিক বাংলা একাডেমি নতুন প্রমিত বানান রীতি নিয়ে এসেছে। যা দেখলে আপনি এই বানান রীতিকে সাম্প্রদায়িক বানান রীতি না বলে পারবেন না। কারণ এই বানান রীতিতে মোটামুটি আনন্দবাজার পত্রিকার বানান রীতিকে অনুসরণ করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পঠিত বাংলা পত্রিকা 'প্রথম আলো'কে এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি। এদেশের বাংলা বানানে ইসলাম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতাকে অনুসরণ করা হয়েছে বলে অনেকেই মনে করে। ইসলাম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক বানান রীতিকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা হলো বিদেশি ভাষায় ঈ-কার দেওয়া হবে না, সব বিদেশি শব্দে ই-কার দেওয়া হবে। হ্রস্ব ই ও দীর্ঘ ই এবং হ্রস্ব ই-কার (ি) ও দীর্ঘ ই-কার (ী)-এর ব্যবহারে বাংলা একাডেমি যে রীতি প্রণয়ন করেছে, তা অনেকটাই হাস্যকর, উদ্ভট ও ইসলাম বিদ্বেষী। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইসলামী শব্দগুলো। মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দগুলোর বানান দেখে আপনার চোখ কপালে উঠতে পারে।

যেমন- আরবি, ইদ, ইমান, ইমাম, ইমামতি, ইরানি, ইসলামি, এতিমখানা, এবতেদায়ি, কাজি, কান্ডারি, কেতাব, কোরআনি, কোরবানি, গাজি, জিহাদ, তাবিজ, তাবলিগ, তারাবি, নবাবি, নবি, নবিজি, নাজিম, নামাজি, পির, ফারসি, বাদশাহি, ভান্ডারি, মদিনা, মহানবি, মুয়াজ্জিন, মুরিদ, মিলাদ, মৌলবি, রুজি, শরিফ, শরিয়ত, শহিদ, হিজরি, হাজি ইত্যাদি। এই শব্দগুলো বিদেশি (আরবী ও ফারসী) শব্দ। এগুলো বর্তমানে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের নিজস্ব শব্দ হিসাবে স্বীকৃত। তাই এসব শব্দের বানানে প্রমিত বানানবিধি অনুসারে ঈ বা ঈ-কার দেওয়া হয় না। বাংলা একাডেমি একবার বলছে, এগুলো বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে নিজস্ব শব্দ হিসাবে স্বীকৃত, অথচ আবার তারাই একে বিদেশি শব্দ বলে তাতে উচ্চারণের দিকে লক্ষ না করে তাকে অনেকটা বিকৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

'বিদেশি' বলে ভাষাকে বর্ণদোষে আক্রান্ত করা হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। এটা কোনো বিজ্ঞানমনস্ক নীতি হতে পারে না। এসব নতুন নীতিমালা সাম্প্রদায়িকতায় আক্রান্ত তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সংস্কৃত শব্দ এই বানান রীতির বাইরে থাকবে। ঈশ্বর বানানে কিন্তু দীর্ঘ-ই কারই বহাল থাকবে, তা না হলে পণ্ডিত মশাই যে পিঠের চামড়া তুলে নিবেন। এক্ষেত্রে ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের কথা বলতে পারেন। কিন্তু সেই নিয়ম শুধু তৎসম শব্দে সীমাবদ্ধ। অন্য শব্দের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি সেটা। দন্ত্য-ন আর মূর্ধন্য এর উচ্চারণ পার্থক্য ইংরেজি বা আরবীতে নেই বললেই চলে।

শব্দ তার ধ্বনিকে ধারণ করে উচ্চারিত হয়। সে হিসাবে দীর্ঘস্বর দ্বারা এই শব্দগুলো উচ্চারিত হলে তার সৌন্দর্য ও সঠিক শব্দগুঞ্জন আমরা উপলব্ধি করতে পারি। শব্দকে চিহ্নিত করতেও সহায়ক হয়। যেমন ইংরেজিতে যদি Shit শিট লিখি, তাহলে গু বা বিষ্ঠা বুঝায়। আবার যদি sheet শীট লিখি, তাহলে চাদর বা আস্তর বুঝায়। এখন কেউ যদি শিট সকল ক্ষেত্রে একই বানানে লিখে, তাহলে সবকিছু গু বা বিষ্ঠা অর্থে ব্যবহৃত হবে। বাচ্চারাও ভুল উচ্চারণ শিখবে। ইংরেজি বা আরবী ভাষার মতো উচ্চারণের প্রলম্ব সেনসিটিভ ভাষায় তো এরকম সীমাবদ্ধতার কারণে শব্দের অর্থই বদলে যাবে। যেমন Bean বা শিম হয়ে যাবে Bin বা ময়লা ফেলার পাত্র। আরবীতে তো মাখরাজ, মাদ্দ, গুন্নাহ অনেক কিছু আছে। আবার ইংরেজি অক্ষর S এর জন্য যদি 'স' এবং -sh, -sion, -tion , -ssion এর জন্য 'শ' ব্যবহার করা হয় তবে ঈ-কার কী দোষ করেছে আরবী ও ইংরেজি বানানে। যদিও বাংলা লিখে শুদ্ধ আরবী উচ্চারণ সম্ভব নয়, তবুও যতটুকু আছে তাও বাংলা একাডেমি বিলুপ্ত করেছে। শব্দ লেখা হয় তার অর্থ বোঝাতে। যদি সেটা অর্থ বোঝাতে ব্যর্থ হয়, তবে সেই লিখন ও উচ্চারণ নীতি কে আমরা বিজ্ঞানসম্মত বলব কী করে?!

এ তো গেলো শুধু ই-কার ও ঈ-কার নিয়ে ভণ্ডামি! বাংলা একাডেমি নিজের নামের বানান নিয়ে কত ভণ্ডামি করেছে তার সাক্ষী আমি নিজে। প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের একাডেমির বানানে ই-কার না দিয়ে ঈ-কার দিয়ে সাইনবোর্ড দেখেছি প্রায় দুই বছর ২০১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে। এতে বোঝা যায় এর পূর্বে যারা মহাপরিচালক ছিলেন তারা এই ভণ্ডামি মেনে নেননি। এই বানান রীতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া।

তাই বলতে চাই বাংলা ভাষার মেরুদণ্ড ভাঙবেন না। পাকিস্তানের উর্দূভাষীরা চেয়েছিল উর্দূ হরফে বাংলা লেখার জন্য। পাকিস্তানিরা যেটা করতে পারেনি, এখন বাঙালিরা সেটা করছে। দেখা যাচ্ছে গায়ের জোরে একটা নিয়ম বানিয়ে বানান রীতির ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা আদতে বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের ভুল উচ্চারণ বিস্তারে সহায়তা করবে মাত্র।

তাহলে যারা সাধারণ মানুষ তারা কী বানান লিখবে? সত্যি কথা বলতে কি দেশের যত সাইনবোর্ড আছে এমনকি এদেশের সরকারি সাইনবোর্ড যেমন রেল স্টেশনে গেলে দেখবেন টিকিট মাস্টার লেখা বানান ভুল। এর কারণ অনেক আগে থেকেই এই বানানগুলো চলে আসা। বাংলা একাডেমির যেখানে দায়িত্ব ছিল বানানকে সহজ, সাবলীল ও সুন্দর করা সেখানে তারাই বাংলা বানানকে একটা জটিল অবস্থার দিকে নিয়ে গেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষ মনে হয় না তাদের নির্দেশিত বানান মানবে। তারা তাদের মতোই লিখে যাবে তাই সারা দেশে মানুষের সংশোধন না করে বাংলা একাডেমি আরও যৌক্তিকভাবে ও নির্ভুলভাবে বানানগুলো নির্ধারণ করুক এটাই আমাদের কাম্য। যে বানান এর উপর আস্থা রেখে যুগের পর যুগ বাংলা ভাষার তরি বেয়ে যাবে কালের প্রবাহমান স্রোতে।

* শিক্ষক (বাংলা), আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

আত্ম উপলব্ধি

-মো. আশরাফুজ্জামান*

আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীকে এবং পৃথিবীতে মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, যদি জান্নাতী খানা এই দুনিয়াতে মানুষকে খেতে দেওয়া হয়, তবে সেই জান্নাতী খানাও কিছুদিন পরে মানুষের কাছে অরুচিকর লাগবে। আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালাম-এর আমলে লোকদেরকে জান্নাতী খানা খাইয়েছিলেন। সেই খানাতে তাদের শুধু অরুচিই হয়নি, বরং মূসা আলাইহিস সালাম-এর কওম বা জাতির লোকেরা এমন বিরক্ত হয়েছিল যে, তাদের এবং মূসা আলাইহিস সালাম-এর মধ্যকার কথোপকথনের এক অংশ কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا 'আর তোমরা যখন বললে, হে মূসা! আমরা একই ধরনের খাদ্যদ্রব্যে কখনো ধৈর্যধারণ করব না। কাজেই আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাদের জমিতে যা উৎপন্ন হয় তা হতে শাক-সবজি, কাঁকড়, গম, মসুর, পেঁয়াজ উৎপন্ন করেন' *(বাক্বারাহ, ৬১)*।

কিন্তু জান্নাতী খানা কি অরুচিকর বা কম স্বাদযুক্ত? কখনোই না। অথচ সেই একই খাবার জান্নাতীদেরকে বার বার দেওয়া হবে এবং জান্নাতীগণ অত্যন্ত আনন্দের সাথে সেই খাবার খাবেন। জান্নাতেও এই দুনিয়ার মতো অনেক প্রকার খাবার থাকবে এবং সেই সব খাবার জান্নাতীদের বারংবার পরিবেশন করা হবে তথাপি এতে জান্নাতীদের কোনো অতৃপ্তি বা অরুচি আসবে না। অথচ বাস্তবে এই দুনিয়ার প্রতি খেয়াল করলে দেখবেন, কোনো ব্যক্তি তার কোনো এক বা একাধিক প্রিয় খাবার মাত্র কয়েক দিন বারবার খাওয়ার পর প্রথমে সেই খাবারের প্রতি কিছুটা অতৃপ্তি আসে এবং পরে অরুচি চলে আসে। কিন্তু জান্নাতে এমনটি কখনোই হবে না। জান্নাতীদেরকে যখন একই জান্নাতী খানা বারবার পরিবেশন করা হবে, তখন তারা আনন্দের সাথে যে কথা বলবে তা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করে বলেন, كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا 'যখনই তারা খাবার হিসাবে কোনো ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সে ফল, যা আমরা ইতোপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে' *(বাক্বারাহ, ২৫)*।

* ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর।

এবার মনোযোগ দিয়ে প্রত্যেকের নিজের দিকে এবং নিজেদের আশেপাশের ঐসব লোকদেরকে খেয়াল করুন, যারা পার্থিব বিষয় নিয়ে এ দুনিয়াতে চিরসুখী হতে চায়, তারা কি আসলেই পরম সুখী বা পরম পরিতৃপ্ত তাদের জীবনে?

এ পৃথিবীতে আদম সন্তান কোনো কিছুতেই পরম তৃপ্ত হতে পারে না এবং সেটা সম্ভবও না। আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীকে এবং মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এ পৃথিবী তো ক্ষণিকের জন্য মানুষের প্রতি এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। অথচ মানুষ মরীচিকা সদৃশ, সামান্য তৃপ্তি লাভের আশায় ছুটে চলে, চলছে অবিরাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ - حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ 'প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রেখেছে। এমনকি তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও' *(তাকাছুর, ১-২)*।

এ পৃথিবীতে বাস্তবে সফলতা বলতে কিছুই নেই। এ পৃথিবীতে পার্থিব সফলতা বলতে বুঝায় অসফল ব্যক্তিদের কাছে কতটুকু আপনার গ্রহণযোগ্যতা। অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। যেমন, কোনো একজন অভিনেতা যত দুর্দান্ত অভিনয় করতে পারবেন, ততো বেশি লোক সে অভিনয়টা পসন্দ করবে, কিন্তু যদি অভিনয় করতে যেয়ে আহত হয়ে হাসপাতালে থাকেন, তখন তাকে দেখতে যাওয়ার লোক খুব কমই আছে বা নেই বললেই চলে। একজন লেখক চমৎকার সাহিত্য লিখেন। সবাই সেই রকম চমৎকার করে লিখতে পারেন না। সবাই যদি চমৎকার সাহিত্য লিখতো বা লিখতে পারতো, তবে সেটা সাধারণ বিষয় হয়ে যেতো, তখন সেটা আর সাহিত্য হতো না এবং কোনো একজন সাহিত্যিকের পরে বা একই সময়ে অন্য আরো একজন যদি তুলনামূলক আকর্ষণীয় কোনো সাহিত্য রচনা করে পাঠকের কাছে দিতে পারেন, তখন নতুন সাহিত্যিককে নিয়েই লোকে কিছুদিন মাতামাতি করবে। কারণ ইন্টারটেইনমেন্ট বা বিনোদনের ধরনই হচ্ছে তা একবার উপভোগ করার পর আর উপভোগ্য থাকে না।

আর খুবই আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, এ জগতে পার্থিব সফল ব্যক্তিদেরকে সফলতার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা বা মেডেল দেন অসফল ব্যক্তিরা। এর কারণ এ পৃথিবীতে সফল ব্যক্তিরা তাদের জীবনকে শেষ করে দিয়ে কিছু পদক বা মেডেল নিয়ে এ পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকেন। আর অন্যদিকে অসফল ব্যক্তিরা তাদের পকেটের কিছু পয়সা খরচ করে বা সফল ব্যক্তিদেরকে কিছু পয়সা দিয়ে তাদের কাছ থেকে সারাজীবন ধরে বিনোদন নিয়ে থাকেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, এ পৃথিবীতে সফলতার অর্থ হচ্ছে আপনি আমাকে যতো হাসাতে পারবেন, আমি আপনাকে ততো পদক দিব।

এ বিষয়ে দুনিয়াতে প্রতিপত্তি লাভের আশায় যুবকদের হা-হুতাশ করতে দেখা যায় বেশি। অধিকাংশ যুবক ভাবে,

www.al-itisam.com

তাদের সুন্দর একটি বাড়ি থাকবে, সুন্দর একটি পরিবার থাকবে আর থাকবে কিছু চমৎকার বন্ধু-বান্ধব ।

হে যুবক! হয়তো অত্যন্ত মনোরম, সুশোভিত, চোখ ধাঁধানো জান্নাত আছে আপনার জন্য, যা কোনো চোখ কোনো দিন দেখেনি।

হে যুবক! হয়তো অত্যন্ত সুদর্শনা, অনিন্দ্য সুন্দরী পরিবার আছে আপনার জন্য, যা কেউ কোনো দিন স্পর্শও করেনি।

হে যুবক! মুহাম্মাদ ﷺ এবং তার ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম হচ্ছেন ইহকাল এবং পরকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু, তারা হয়তো অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।

জীবনের পথে কতো মানুষের সাথে দেখা হয়, কথা হয়; তা আবার অনন্ত কালের পথেই হারিয়ে যায় আর এটাই নিয়ম। আমরা সবাই এ নিয়মে বাঁধা। সবাই যার যার পথে ছুটে চলি অবিরাম আর চলার পথে কিছুটা হাসি, কান্না, একটু সুখ আর হয়তো অনেক বেশি দুঃখ নিয়ে অজান্তেই চলি সেই জীবন চলার পথে। জীবনের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে মনের মাঝে কল্পনার আকাশে উড়াই কত স্বপ্ন, রঙীন ঘুড়ি। রঙীন পাখি হয়ে উড়ে যাই দূর দিগন্তে, ছুয়ে আসি যেন এক অনাবিল সুখের মোহনায়। রুক্ষ, কঠিন বদ্ধভূমিতে জীবন চলা আর সেই সাথে কল্পনার আকাশে তেপান্তরে হারিয়ে যাওয়া, এটাই যেন জীবনের অব্যক্ত গন্তব্য ।

আমরা সবাই কোথায় যাই, কী আমাদের গন্তব্য তা যেন কুঁয়াশার চাদরে ঢাকা, পথের বাঁকের মতো। শুধু পথের বাঁকটি দেখা যায় কিন্তু বাঁকের ওপাশে কী আছে তা যেন চিরকালই অজানা থেকে যায়। অনন্ত চলার পথের সেই বাঁক যেন শেষ হয় না। অবশেষে এক সময় পথটি শেষ হয়ে যায় কিন্তু পথিকের পথচলা তো শেষ হয় না। শেষ হওয়া পথের বাঁকে এক অতি ক্ষুদ্র জীবনের অনন্ত আরেক তৃষ্ণা নিয়ে শুরু হয় অন্য কোনো একটি পথচলা। জীবনের মানে খুঁজে পাই না এই জীবনে, জীবনের শেষেও। অধিকাংশ যুবকগণ তাদের জীবনে কী যেন একটা অতৃপ্তি নিয়ে ছুটে চলে সারাটা জীবন, একটা পরিতৃপ্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। যে আকাঙ্ক্ষা জীবনের শেষ বেলাতেও শেষ হয় না, আকাঙ্ক্ষা হয়েই থেকে যায় ।

জীবনের বেলা শেষে এসে দেখতে পায় এই জীবনে কিছুই পাওয়া হলো না, শুধু পাওয়ার জন্য ছুটে চলেছে। এখনো চলছে আর পরকালের জন্য তো কিছুই করা হলো না। ঠিক এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এখন বুঝতে পারবেন যে, আপনি অনেক পিছনে পড়ে গেছেন। এটি একটি রেস বা দৌঁড় প্রতিযোগিতার মতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ - خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ - وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ - عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ 'তাদেরকে মোহরাঙ্কিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। তার মিশ্রণ হবে তাসনীমের পানি। এটা একটা ঝর্ণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ *(মুতাফ্ফিফীন, ২৫-২৮)*।

জীবনের বেলা শেষে এসে যখন নিজের শরীরটি নিজের কাছেই বোঝা মনে হবে। বাড়ি থেকে খুব কাছেই মসজিদ তবুও মনে হবে আর কতো দূরে মসজিদ? পথ কেন শেষ হয় না? পথ তো সবে শুরু, যে পথের দূরত্ব কেউ জানে না। যে পথের দূরত্ব শুধুই অনন্তকাল ।

জীবনের এই বেলাতে এসে কিশোর বয়স আর যৌবন বয়সের আনন্দময় স্মৃতিগুলো কেবলই হাতছানি দিয়ে ডেকে যায়। সেই সুখময় স্মৃতিগুলো যেন মরীচিকার মতো চোখের সামনে ভেসে উঠে আবার দূর অজানায় হারিয়ে যায়, বাস্তবে ফিরে আসে না। আর কখনো আসবেও না। যদি আবার ফিরে যাওয়া যেতো সেই কৈশোর বয়সে, তাহলে কতই না মজা হতো। কিন্তু তা আর কখনো হবে না। কৈশোর আর যৌবনের পরিতৃপ্তিতে ভরা আনন্দময় স্মৃতিগুলো জীবনের পড়ন্ত বেলাতে এক বুভুক্ষুর ক্ষুধা তৈরি করল। সবই তো আছে আমার চারপাশে; সম্পদ, পরিবার, বন্ধু আর যথেষ্ট সময়। তবুও কেন আজ সবকিছু অতৃপ্তিময় মনে হয় যেন আমি নেই এদের মাঝে। তবে কোথায় আমি?

আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ 'হে মানুষ কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল' *(ইনফিতার, ৬)*।

আপনি মনে করবেন না যে, আপনি একা একা এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমার, আপনার সাথে শয়তান চিরকালই লেগে আছে, তা প্রায় সবাই অনেক পরে হলেও উপলব্ধি করতে পারে। আল্লাহ বলেন, وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ 'আর আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও, তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং পৃথিবীতেই তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্টকালের অবস্থিতি ও ভোগ-সম্পদ রয়েছে' *(বাক্বারাহ, ৩৬)*। যেখানে আল্লাহ বলছেন, শয়তান আমার, আপনার শত্রু হয়ে আমার, আপনার পিছনে লেগে আছে, সেখানে আপনি এ দুনিয়াতে প্রতিপত্তি না পেয়ে হা-হুতাশ করে সময় নষ্ট করছেন? নিচের আয়াতটির এই অংশটুকু খেয়াল করুন, '...তারা যে সুখ-সাচ্ছন্দ্যে ছিল, তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল...' *(বাক্বারাহ, ৩৬)*।

আদম আলাইহিস সালাম এবং হাওয়াকে সুখ-সাচ্ছন্দ্য থেকে বের করে দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে অথচ আমি, আপনি এ পৃথিবীতে সুখ-সাচ্ছন্দ্য খুঁজছি। কী অদ্ভুত!

এখানে আরও খেয়াল করুন, ইবলীস শয়তান কেন আদম আলাইহিস সালাম-এর শত্রু হয়ে গেল বা তার বিরুদ্ধে গেল? আদম আলাইহিস সালাম কি ইবলীসকে বেহেশতে যে নে'মত দেওয়া হয়েছিল, তা কেড়ে নিয়েছিলেন? কখনোই না, বরং ইবলীসকে যে মহাসম্মান দেওয়া হয়েছিল, তাতে ইবলীস নিজেকে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ভাবতো এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কাউকে কোনো সম্মান দেওয়া মানে তা প্রকৃতপক্ষে বিশাল সম্মান। আল্লাহ তা'আলা ইবলীসের সম্মান ছিনিয়ে নেননি। আল্লাহ তা'আলা পুত-পবিত্র, মহাসম্মানিত। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করতে পারেন। আদম আলাইহিস সালাম-কে সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত ইবলীস ছিল আল্লাহ্র সৃষ্টির মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত। আদম আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলূক হিসাবে সৃষ্টি করলেন এবং শ্রেষ্ঠ হিসাবে ঘোষণা করলেন যা ইবলীস মেনে নেয়নি। অতএব উপলব্ধি করুন, আল্লাহ তা'আলা কেন জান্নাত পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন? কারণ তা শুধুমাত্র একটি জান্নাত বা বাসস্থানই নয়; তা একটি মহাসম্মান।

আপনি মনে করবেন না যে, আপনি এ দুনিয়াতে পার্থিব যা কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করবেন, তাই পাবেন। বরং আল্লাহ যা চান তাই আমি, আপনি পাবো। আপনি দেখবেন যে, আপনার চারপাশে কতো মানুষ সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করছে। আপনি ভাবছেন যে, আপনি তার মতো কাজ করবেন আর তার মতো ধনী হয়ে যাবেন বা পার্থিব যা আকাঙ্ক্ষা করছেন তা পেয়ে যাবেন। তবে তো এ জগতে একজনও দরিদ্র বা অসুখী মানুষ থাকতো না। আল্লাহ তা'আলা একেক জন ব্যক্তিকে একেকভাবে পরীক্ষা করেন। তাই যাকে আল্লাহ কিছু সম্পদ দিতে চান এবং যেভাবে দিতে চান, তাকে সেভাবেই দেন। আপনাকেও আল্লাহ তা'আলা সেভাবে সম্পদ দিবেন, তা কে বলল? আপনার পরীক্ষা তো আর তার মতো হবে না। আল্লাহ আমাকে আপনাকে যাকে যেভাবে পরীক্ষা করতে চান, তাকে তাই দান করবেন; সম্পদ, ক্ষমতা বা দরিদ্রতা। আল্লাহ বলেন, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 'তোমরা আল্লাহর অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পারো না' *(তাকভীর, ২৯)*।

অতএব মরীচিকা সদৃশ সামান্য পার্থিব তৃপ্তিলাভের আশায় না ছুটে আল্লাহ্র দিকে নিজেকে ধাবিত করুন। আপনার অন্তরে আল্লাহ প্রশান্তি দিবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً - فَادْخُلِي فِي عِبَادِي - وَادْخُلِي جَنَّتِي 'হে প্রশান্ত মন! তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও প্রিয়ভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো *(ফজর, ২৭-৩০)*।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ - الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ 'আমি কি আপনার বক্ষকে প্রশস্ত করে দেইনি। আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা, যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ *(ইনশিরাহ, ১-৩)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার অনেক ছাহাবী রাযিয়াল্লা-হু আনহুম-এর দিনের পর দিন কেটেছে অনাহারে, অর্ধাহারে এবং মানুষের কাছ থেকে পেয়েছেন কত মিথ্যা অপবাদ। কিন্তু তারপরও তাদের অন্তর ছিল জান্নাতের প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ।

নিবরাস প্রকাশনীর বইসমূহ

১. আইনে রাসূল (ছা.) দো'আ অধ্যায়
২. মরণ একদিন আসবেই
৩. আদর্শ পরিবার
৪. আদর্শ নারী
৫. আদর্শ পুরুষ
৬. কে বড় লাভবান
৭. কে বড় ক্ষতিগ্রস্ত
৮. বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়
৯. তাফসীর কি মিথ্যা হতে পারে?
১০. উপদেশ
১১. তাওযীহুল কুরআন (৩০ পারা)
১২. তাওযীহুল কুরআন (২৯ পারা)
১৩. তাওযীহুল কুরআন (২৮ পারা)
১৪. মুহাম্মাদ(ছা.) ই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল
১৫. মুছত্বলাহুল হাদীছ শিক্ষায় মণি-মুক্তা উপহার
১৬. আমরা হাদীছ মানতে বাধ্য
১৭. সমঅধিকার নয় মর্যাদা চাই
১৮. কেন এই নির্যাতন? কী তার প্রতিকার?
১৯. মুমূর্ষু হতে কবর পর্যন্ত
২০. মিন্নাতুল বারী
২১. শিক্ষা বনাম জাহিলিয়াত
২২. প্রশ্নোত্তরে সহজ আক্বীদা শিক্ষা
২৩. ইসলামে জামা'আত বলতে কোন দলকে বুঝায়?
২৪. রিযিক্ব
২৫. রাসূল (ছা.)-এর ছালাত বনাম প্রচলিত ছালাত

যোগাযোগ : তুবা পুস্তকালয়
এমাদ আলী প্রাঞ্জা, নওদাপাড়া, (আমচত্বর), সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল: ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬

মসজিদ ভেঙে মন্দির কেন, ইতিহাস কী বলে?

*সংকলন ও অনুবাদ : আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক **

১৫২৮ সালে মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যহীরুদ্দীন বাবরের সেনাপতি মীর বাক্বী ইছফাহানী অযোধ্যায় বাবরী মাসজিদ নির্মাণ শুরু করেন। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর মাত্র ৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ৪৬৫ বছরের পুরনো ইসলামী সভ্যতার সুমহান নিদর্শনকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়। বাবরী মসজিদ ভাঙার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল এখানে হিন্দুদের শ্রী রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে বাদশাহ বাবর সেই স্থানের মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু ইতিহাস কী বলে?

বাবরী মসজিদ কি রামের জন্মভূমি ছিল? বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এর পক্ষে কোনো প্রমাণ পেশ করতে পারেনি যে, বাবরী মসজিদের স্থানে রাম মন্দির ছিল।

মসজিদের গায়ে ফার্সি ভাষায় স্পষ্ট লিখা আছে, এই মসজিদ ১৫২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং নির্মাণকারীর নামও লিপিবদ্ধ করা আছে। এমনকি বাবরের মেয়ে গুলবান্দ বেগম 'হুমায়ু নামা'তে এই মসজিদ নির্মাণের কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনিও এ কথা উল্লেখ করেননি যে, বাবরী মসজিদ মন্দির ভেঙে নির্মাণ করা হয়েছিল। যদি মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা হতো, তবে অন্তত গর্বের উদ্দেশ্যে হলেও গুলবান্দ বেগম সে কথা 'হুমায়ু নামা'তে লিপিবদ্ধ করতেন।

বাবরী মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৫০ বছর পর ১৫৭৫-৭৬ সালে তুলসিদাস রামায়ণ লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, তিনি একজন হিন্দু হয়েও মন্দির ভেঙে মসজিদ তৈরি করা হয়েছে এ কথা লিখলেন না। অন্তত তিনি রামায়ণ লিখার সময় এ কথা বলতে পারতেন যে, বাবরী মসজিদ রামের জন্মভূমি এবং সেখানে মন্দির ছিল।

১৬ এবং ১৭ শতাব্দির অযোধ্যা কেন্দ্রিক কোনো ইতিহাস গ্রন্থে এ কথা পাওয়া যায় না যে, বাবরী মসজিদের স্থানে রাম মন্দির ছিল। আবুল ফযল রাহিমাহুল্লাহ তার লিখিত ইতিহাস গ্রন্থ 'আইনে আকবার' গ্রন্থ লিখা সমাপ্ত করেন ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি তার গ্রন্থে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থানসমূহের মধ্যে অযোধ্যার কথা লিপিবদ্ধ করেন এবং বলেন, পূর্বদিকে ৪০ ক্রোশ এবং উত্তর দিকে ২০ ক্রোশ পবিত্র স্থান। অর্থাৎ বুঝা যায়, তখনো রামের জন্মস্থানের নির্দিষ্ট কোনো ধারণা মওজূদ ছিল না। কেননা তিনি সেই স্থানে দুই জন নবীর কবরের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু একবারের জন্যও রামের জন্মভূমির দিকে ইশারা করেননি।

'এয়ারলি ট্রাভেল্স ইন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে উইলিয়াম ফোস্টার অযোধ্যার কথা বর্ণনা করেছেন, যখন তিনি ১৬০৮ সালে সেখানে ভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনি তার বর্ণনায় নদীর কথা উল্লেখ করেন, যেখানে হিন্দুরা গোসল করতো এবং সেই নদী থেকে দুই কিলোমিটার দূরে এক রহস্যপূর্ণ গুহার কথা উল্লেখ করেন। যে গুহা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, এখানে রাম ভগবানের অস্থি দাফন করা আছে। অনেকটা আশ্চর্যের বিষয় হলেও সত্য, তিনি রামের জন্মস্থান নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

সুজান রায় ভান্ডারী ১৯৯৫-৯৬ সনে তার কিতাব 'খোলাছাতুত তারীখ' গ্রন্থ লিখা সমাপ্ত করেন। তিনি তার বইয়ে ভারত উপমহাদেশের জিওগ্রাফিক্যাল বর্ণনায় হিন্দুদের পবিত্র স্থানসমূহের কথা উল্লেখ করেন। আওরঙ্গজেব কেশোরাজের এক মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, এ কথা লিখতে তিনি ভুলেননি। কিন্তু তিনি যখন অযোধ্যার জিওগ্রাফিক্যাল বিবরণী পেশ করেন, তখন রামের জন্মস্থানে কেউ মসজিদ নির্মাণ করেছে, শুধু তাই নয় মন্দির ভেঙে নির্মাণ করেছে- এতো বড় একটা ঘটনা লিখতে ভুলে গেলেন?!

স্যার জাদুনাথ সরকার 'ইন্ডিয়া অফ আওরাংজেব' গ্রন্থে বলেন, অযোধ্যা পূজার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। রামচান্দার জী এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে, রামের জন্মভূমি অযোধ্যা কিন্তু তার জন্মস্থানে যে বাবরী মসজিদ নির্মিত হয়েছে, তার কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। বরং তার জন্মের নির্দিষ্ট কোনো স্থান উল্লেখ করতে পারেননি।

বাবরী মসজিদ যে বাদশাহ যহীরুদ্দীন বাবরের আমলে নির্মিত হয়েছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। সম্রাট বাবরের উদারতায় তাকে অনেক বড় মাপের হিন্দুরা সেকুলার বাদশাহ মনে করতেন। বর্তমান সময়ের হিন্দুপন্থী ফেমাস মোটিভেশনাল স্পিকার বিবেক বিন্দ্রাও বাবরকে সেকুলার এবং হিন্দু-মুসলিম বিভেদ বিরোধী বলে মনে করেন। এমনকি এখানে বাবরের জীবনী নিয়ে 'সেকুলার এম্পায়্যার বাবর' নামক কিতাবও মওজূদ আছে। এ ছাড়া 'বাবর নামা', 'ইন্ডিয়া ডিভাইডেড' গ্রন্থে হিন্দু মন্দিরসমূহের প্রতি বাবরের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি এবং হিন্দুদের প্রতি সম্রাট হিসেবে তার ভালোবাসা দেখার পরে এ কথা বলা অসম্ভব যে, তিনি মন্দির ভেঙে মসজিদ বানানোর অনুমতি দিবেন বা তার যুগে কেউ মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করবে। এটা অসম্ভব।

রামগীতির সবচেয়ে পুরাতন এবং নির্ভরশীল গ্রন্থ হচ্ছে বাল্মিকী রামায়ণ। এই রামায়ণ গ্রন্থে রামের জন্মস্থান অযোধ্যা বলা

* ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত।

হয়েছে, কিন্তু কোন্ অযোধ্যা তা বলা হয়নি। আর সেখানে অযোধ্যা শহরের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সাথে বর্তমান অযোধ্যার কোনো মিল পাওয়া যায় না। ড. দিনবন্ধু তেওয়ারীর মতে বাল্মিকী রামায়ণে অযোধ্যা শহরের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং জন্মস্থানের যে কথা বলা হয়েছে, তা বর্তমান বানারাস শহরের গঙ্গা নদীর তীরে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। এটা ফায়যাবাদ শহরের অযোধ্যা নয়।

'বাবরী মাসজিদ ইয়া রাম জানামভূমি' এই বিষয়ের ভারতের চার বিখ্যাত ঐতিহাসিক- প্রফেসর আর.এম. শারমা, প্রফেসর এম. আতহার আলী, প্রফেসর ডী. এন. ঝা. প্রফেসর সুরাজভান একত্রে একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন, যার সারসংক্ষেপ আমি নিম্নে লিপিবদ্ধ করছি:

১. ১৬শ শতাব্দী এবং নিশ্চিতভাবে ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে অযোধ্যার নির্দিষ্ট কোনো স্থানকে রামের জন্মভূমি হওয়ার কারণে পবিত্র ও সম্মানিত মনে করা হতো না।

২. যেখানে ১৫২৮-২৯ সালে বাবরী মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল, সেখানে রাম মন্দির ছিল- এ কথার কোনো প্রমাণ নেই।

৩. ১৮শ শতাব্দীর পূর্বে রামের জন্মভূমিতে বাবরী মসজিদ আছে এরূপ কোনো লোককথাও ছিল না, এমনকি ১৯শ শতাব্দীর পূর্বে কেউ এই মসজিদ ভাঙার দাবি করেননি।

৪. রামের জন্মভূমিতে বাবরী মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, এই ধারণা নিশ্চিতভাবে ১৮৫০ এর পরে সৃষ্টি হয়।

প্রায় অনেকটা পরিষ্কার যে, রামের জন্মস্থানকে নিয়ে বর্তমান যা চলছে, তার পুরোটাই একটা নাটক এবং রাজনৈতিক ফায়দার কারণে করা হচ্ছে। মূলত রাম মন্দির বা রামের জন্মস্থান ঝগড়ার সূত্রপাত ইংরেজরা করেছিল, ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য নষ্টের উদ্দেশ্যে। কারণ হিন্দু-মুসলিমের ঐক্য নষ্ট করতে পারলে তারা এই দেশ আরও অনেক দিন শাসন করতে পারবে। সাথে সাথে মুসলিমদের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ন হবে। পুনরায় মুসলিমদের এই দেশ শাসন করার মুখে এই ঘটনাকে বাধা হিসাবে সৃষ্টি করাও তাদের উদ্দ্যেশ্য ছিল।

বাবরী মসজিদের স্থানে রাম মন্দির আছে- এ ধারণা সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় ইংরেজদের কূটনীতির একটা অংশ হিসাবে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ইংরেজ লেখক লেডোন-এর 'মেমোরাইজ অফ রাইস উদ্দীন বাবর, এমপায়ার অফ হিন্দুস্তান' গ্রন্থের মাধ্যমে, যা ১৮১৩ সালে প্রথম প্রকাশ পায়।

১৯৪৯ সালের আগে রাম মন্দির এবং বাবরী মসজিদ নিয়ে কোনো ঝগড়া হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ছিল না। মুসলিমরা যদি ভারত উপমহাদেশের এই লম্বা শাসনামলে মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ নীতি গ্রহণ করত, তাহলে ভারতের মাটিতে কোনো মন্দির পাওয়া যেত না। সাথে সাথে এই বিশাল সংখ্যক হিন্দুর এক অংশ ভারতে থাকত কিনা সন্দেহ। এটাও বলা যায় যে, এতো কঠোর নীতি নিয়ে মুসলিম শাসক কেন, কোনো শাসকের পক্ষে ই এতো লম্বা সময় শাসন করা সম্ভব নয়।

কে এই রাম, যার সম্মানার্থে মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির?

রাম একটি কাল্পনিক চরিত্র : হিন্দুস্তানের সাহিত্যে 'রাম' নানা কাহিনী ও বিভিন্ন চেহারায় নিজের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু রামের গল্প শুরু হওয়া এবং প্রসিদ্ধি লাভ করার সময় নিয়ে গবেষণা করলে এটা স্পষ্ট জানা যায় যে, রামের সত্য ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু বাল্মিকী রামায়ণের মধ্যে রাম, সীতা, লাও এবং কুশ-এর কথা এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন এটি একটি সত্য ঘটনা। সাহিত্যেও রাম গল্পকথার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাকে হিন্দুদের ভগবানের স্থানও দেওয়া হয়েছে! কিন্তু ধারণাপ্রসূত এই কথার সত্যতা খুঁজতে গত কয়েক বছর হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও গবেষকগণ এবং পাশ্চাত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ রিসার্চে লিপ্ত হন। কিছু গবেষক রামায়ণের মূল অংশকে ঐতিহাসিক বলে মনে করেন, কিন্তু পরবর্তীতে বৃদ্ধিকৃত ব্যাখ্যাসমূহকে ধারণাপ্রসূত মনে করেন। কেউ সম্পূর্ণ কাহিনীকে গল্পকথা এবং রূপক মনে করেন। কেউ আবার সকল গল্পকথাকে ঐতিহাসিক বলে মনে করেন। যে ভগবানের কাহিনীর সত্যতা নিয়ে বিরোধ আছে, সেই বিরোধপূর্ণ কাহিনীকে সামনে রেখে মসজিদ ভেঙে মন্দির তৈরি একটি কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা বৈ কি আর কিছু নয়।

এবার কিছু মতামত উল্লেখ করা যাক, ড. এ. ওয়েবার-এর মতে, সম্পূর্ণ কাহিনীকে আরিয়া সভ্যতার (Allegory) বলে মনে করেন এবং রাওয়ানের সাথে রামের লড়ায়ের ঘটনাকে তিনি ইউনানী সাহিত্যের ১ হাজার খ্রিস্টপূর্বের বিখ্যাত কবি হোমারের সাহিত্য থেকে সংগৃহীত হিসাবে মন্তব্য করেন।[১] জে.টি হুইলার-এর মতে, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণদের লড়াইয়ের দৃশ্যপট হচ্ছে রামায়ণ।[২] ড. দীনেশ চন্দ্র সেন ধারণা করেন, বাল্মিকী বৌদ্ধদের ভিক্ষুবৃত্তির সামনে ব্রাহ্মণদের গৃহের ভিতরের রূপকথা তুলে ধরার লক্ষ্যে রামায়ণ লিখেন।[৩] অর্থাৎ ভদ্র ভাষায় এটি একটি রূপকথা।

এম. ভেনকাটারটনাম রামায়ণের কাহিনীকে সত্য বা ঐতিহাসিক মনে করলেও তিনি এ গল্পকথাকে ভারতীয় বা

১. A.Weber, Veber Das Ramayana.
২. J.T. Wheller, History of India.
৩. D.C. sen, The Bengalai Ramayan.

হিন্দুস্তানী বলে মনে করেন না। তার মতে, এই কাহিনী খ্রিস্টপূর্ব ১২২৫ থেকে ১২৯২ সনের মিশরের বাদশাহ রামসিস ছানী-এর ইতিহাস। রামসিস ছানী সেই বাদশাহ, যে ইসলামী সমাজে ফেরাঊন নামে প্রসিদ্ধ, যে বনী ইসরাঈল এবং মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর যুলুম নির্যাতনের স্টীম রুলার চালিয়েছিল এবং পরে পানিতে ডুবে মারা গিয়েছিল। স্যার ভেনকাটার টনাম 'রাম' শব্দের দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, রামায়ণের কল্পকাহিনী ভারতীয় নয়; বরং মিসরীয় ঘটনা। কেননা 'রাম' শব্দটি শামী শব্দ। শামের এক বাদশাহর নামও 'রাম' ছিল। শাম এবং মিসর উভয় দেশেই সূর্যের পূজা করা হতো। 'রাম' এবং 'রামসিস' উভয় নামকে ব্যাখ্যা করলে, উভয়ের মধ্যে কিছু লিঙ্ক পাওয়া যায়, যার দ্বারা স্যার ভেনকাটারা টানাম প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, রামায়ণের এই গল্পকাহিনী ভারতের নয়; বরং মিসরের। রাআ অথবা রায় শব্দের অর্থ সূর্য, যার পিতা আসমান এবং মাতা যমীন! 'রামসিস' رمسيس বা رعمسس শব্দের অর্থ সূর্য, যাকে জন্ম দিয়েছে। رعمسس মিশরের একজন বিখ্যাত বাদশাহ, যে তার জীবনের প্রথম অংশে শামের ক্বাদিসিয়া অঞ্চলে হামলা করে এবং নিজের হস্তগত করে ফেলে। খ্রিস্টপূর্ব ১২৭৮ পর্যন্ত তার লড়াই চলমান ছিল। তার মূল লড়াই ছিল হুত্তি গোত্রের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ লড়াইয়ে رعمسس বিজীত হলে গোত্র প্রধানের মেয়ে সীতাকে বিয়ে করে। রামায়ণের দ্বিতীয় মূল চরিত্র 'সীতা' মিশরে প্রচলিত পবিত্র এবং প্রসিদ্ধ নামসমূহের একটি। এমনকি এখনো এখানে সম্মানার্থে মহিলাদের নামের পূর্বে সীতা লাগানো হয়। কায়রোর আজও একটি মসজিদের নাম 'সীতা যায়নাব' মসজিদ বলা হয়। স্যার ভেনকাটারাটনাম রামায়ণের অন্য সকল নামকেও মিশরী নামের সাথে মিলিয়েছেন এবং রামায়ণের ঘটনা ভারতের নয়; বরং পুরাতন মিশরের বলে মনে করেন।

যাদের প্রভুর পরিচিতির এই অবস্থা, তারা কীভাবে ৫০০ বছরের একটি মসজিদ ভেঙে নিজেদের জন্য মন্দির বানাতে পারে? যে ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছে মিশরে, তার জন্মস্থান ভারতে তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটা বৈ আর কিছুই নয়।[৪] ইন্ডিয়ার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং ভাষাবিদ ড. সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী বলেন, রামের ইতিহাস অতীত ভারত নিয়ে পড়াশোনাকারী কোনো চিন্তাশীল, বিবেকবান ছাত্রকে আকৃষ্ট করতে পারে না।[৫]

৪. M.Venkataranam, Rama,the greatest pharaoh of Egypt.

৫. Journal Asiatic Society Of Bengal.vol 16 -1950-page 73-78.

বাবা সাহেব আম্বেটকার শ্রী রামের জন্মভূমি বানারাস শহর বলে উল্লেখ করেছেন। ভারতের পুরনো বৈদিক সাহিত্যে চার জন রামের কথা পাওয়া যায়। ফাদার কামেল বালকের মতে, বৈদিক যুগে যে রামায়ণের লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল বা রাম নামক যে চরিত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, তার কোনো অস্তিত্ব বেদাক বা বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, রামায়ণের কিছু নাম ইতিহাসের ব্যক্তি বা স্থানের নামের সাথে মিলে যায়। তার অর্থ এই নয় যে, পূর্ব যুগে এই সমস্ত নামে রামায়ণে প্রচলিত চরিত্রের অধিকারীগণ বাস্তবে ছিলেন। বরং শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে, এই সমস্ত নাম পূর্ব যুগে বিদ্যমান ছিল।[৬] অর্থাৎ তিনি রাম চরিত্রকে ইতিহাসের বাস্তব বলে স্বীকার করতে চাননি; বরং বুঝাতে চেয়েছেন এটি একটি কাল্পনিক গল্পকথা মাত্র।

পরিশেষে বলা যায়, রামকে নিয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন রামায়ণে রামের যে চরিত্রের কথা বলে হয়েছে, তা রামায়ণ লেখকরা কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন, সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় না। ইতিহাসও এ বিষয়ে একদম নিশ্চুপ। আজকাল যে রামায়ণ প্রচলিত আছে, তা তুলসি দাস এবং বাল্মিকীর লেখা রামায়ণ, যাতে যুগ পরিবর্তনে নানা পরিবর্তন এসেছে।

সুতরাং সময় এসেছে রামের পরিচয় স্পষ্ট করা। প্রকৃত সত্য মানুষের সামনে পেশ করা এবং সে দায়িত্ব হিন্দুত্ববাদী ঐতিহাসিকসহ সকল ঐতিহাসিকের। ইসলামে অন্য ধর্মের প্রভুদের গালি দিতে এবং মন্দ কথা বলা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু এরকম হ য ব র ল একটি চরিত্রকে সামনে রেখে ভারতের ৫০০ বছরের ভারত সভ্যতার নিদর্শনকে ভেঙে রামের মন্দির নির্মাণ করা কতটা যৌক্তিক? শুধু তাই নয়, বর্তমান অযোধ্যা রামের জন্মস্থান কিনা তা নিয়ে যখন প্রশ্নের শেষ নেই, তখন জোর করে বাবরী মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মাণ করার মূল কারণ কী? আশা করি আগামীতে জাতির সন্তানেরা তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের সাথে সাথে মসজিদকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবে।

তথ্যসূত্র :

১. মুহাম্মাদ আরেফ ইকবাল, বাবরী মসজিদ এক তারিখী দাস্তাবেজ (১ম ও ২য় খণ্ড)।

২. ছানাউল্লাহ, আফকারে মিল্লী, নয়া দিল্লী, বাবরী মসজিদ সংখ্যা।

৬. রাম কাথা, ১৯ পৃ. কামেল বালকে, চতুর্থ সংস্করণ।

করোনার হানা, বন্যার্তদের বেদনা ও সিন্ডিকেট চক্রের অট্টহাসি

-জুয়েল রানা*

সূচনা :

বন্যা বাংলাদেশের মানুষের কাছে নতুন কোনো বিষয় নয়। নানা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মতো এই ঘাতক বন্যা দেশের মানুষের কাছে চিরায়িত সংস্কৃতির এক অভিন্ন অংশে পরিণত হয়েছে। ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এটি বন্ধ করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তারপরও বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব যতটুকু পারা যায়, ততটুকু কমানোর চেষ্টা করা উচিত।

ফিরে দেখা :

বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণকালের বড় বন্যাগুলো হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৭৪ সালে, ১৯৭৭ সালে, ১৯৮০ সালে, ১৯৮৭ সালে, ১৯৮৮ সালে, ১৯৮৯ সালে, ২০০৪ সালে, ২০০৭ সালে। তবে ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালের বন্যায় দেশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি। এদিকে ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় থেকে সৃষ্ট বন্যা সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ২০১৩ সালে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কিছু জেলায় মৌসুমি বন্যা দেখা দেয়। এতে কয়েক লক্ষ মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে। ব্যাপক ক্ষতি হয় গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের। অনেকের ফসলি জমি ও বাড়ি-ঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। **প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রায় ২৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা অর্থাৎ মোট ভূ-খণ্ডের ১৮ শতাংশ বন্যায় প্লাবিত হয়। দেখা গেছে, প্রতি ১০ বছরে একবার বাংলাদেশে বড় ধরনের বন্যা হয়। যেমন ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৮ সালের বন্যা। এসব বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে বাংলাদেশ।** সে জন্য সাংবাৎসরিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।

দীর্ঘস্থায়ী বন্যা ও দেশবাসীর কান্না :

এবারের বন্যায় দেশের প্রায় ৩০টি জেলা কম-বেশি প্লাবিত হয়েছে। মানুষ শুধু ঘরবন্দী নয়; পানিবন্দী হয়ে নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করছে। করোনা সংকটের মধ্যে এ বন্যা যেন মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। খবর পাওয়া গেছে, বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ তলিয়ে গেছে বন্যার পানিতে। এর ফলে বন্যার কবলে পড়েছে ১৫-২০ লাখ মানুষ। তাদের অনেকেই বাড়ি-ঘর ছেড়ে গরু-বাছুর ও সংসারসামগ্রী নিয়ে চলে গেছে কাছাকাছি কোনো উঁচু জায়গায়। সেই সাথে বন্ধ হয়ে গেছে বন্যা কবলিত লোকদের স্বাভাবিক আয়-রোজগার। ফলে করোনা মহামারীর এই সময়ে বন্যা বাংলাদেশের জন্য বয়ে এনেছে বাড়তি চ্যালেঞ্জ। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের প্রধান বলেছেন, **এবারের বন্যা এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ধরনের বন্যা।**

শুধু বাংলাদেশেই নয়, পাশের দেশ ভারতের আসাম, সিকিম এবং নেপালেও এই বন্যা আঘাত হেনেছে। আসামের ২৮টি জেলার ৩৩ লাখের মতো মানুষ ইতোমধ্যেই এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যার কারণে এরই মধ্যে আসামে মৃত্যু হয়েছে ৮৫ জনের। অপরদিকে নেপালে বন্যার পাশাপাশি চলছে ভূমিধ্বসের ঘটনাও।

বন্যা যে আমাদের জন্য সাংবাৎসরিক একটি সমস্যা, তা আমরা বাজেট প্রণয়নের সময় যেন ভুলে যাই। তাই বন্যার ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো এবং কৃষি ও কৃষক পুনর্বাসনে আমাদের হাতে থাকে না প্রয়োজনীয় অর্থ। এবারের বাজেট যখন প্রণীত হয়, ততদিনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বন্যার প্রাদুর্ভাব শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাধারণত কৃষিখাতেই বন্যার অভিঘাত পড়ে সবচেয়ে বেশি। অতএব, এ বিষয়টি মাথায় রেখে কৃষিখাতে বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। কৃষিখাতের বরাদ্দে নেই কোনো বিশেষত্ব। বাজেটে কৃষকদের জন্য পুনঃঅর্থায়নের যে ঘোষণা রয়েছে, তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কৃষি বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এবারের এই দীর্ঘমেয়াদী বন্যা এমন সময় এলো, যখন আমরা সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় আমপানের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার কাজে ব্যস্ত। এর ওপর রয়েছে করোনা চিকিৎসায় যরূরী নানা স্বাস্থ্য-পদক্ষেপ। আর এ কাজটি করা হচ্ছে পুরো দেশজুড়ে।

এবারের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা কতটুকু সম্ভব হবে, ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে, তা বলা মুশকিল। এভাবে আমরা আর কত বন্যার ধকল বয়ে বেড়াব। এর একটা সমাধানের উপায় আমাদের খুঁজতেই হবে। এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে, পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার জন্য একটি সমন্বিত নেক্সাস প্লানিং প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পথ খোঁজা। উল্লেখ্য, 'নেক্সাস প্লানিং' বা 'নেক্সাস থিঙ্কিং' অর্থাৎ সংক্ষেপে 'নেক্সাস' বলতে আমরা বুঝি একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে, যা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং একই সাথে কমিয়ে আনে সম্পদের অভাব আর খাত সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি। আশা করি, আমাদের নীতি নির্ধারকরা বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবেন।

দুর্যোগ পরিস্থিতিতে ঈদ উদযাপন বাঙালি মুসলিমদের জন্য নতুন কিছু নয়। বৃষ্টি বর্ষণ তো মাঝেমধ্যেই, থই থই বন্যার

* খত্বীব, গছাহার বেগপাড়া জামে মসজিদ, গছাহার (১২ নং আলোকডিহি), চিরিরবন্দর, দিনাজপুর; সহকারী শিক্ষক, আলহাজ্ব শাহ্ মাহ্তাব-রওশন ব্রাইট স্টার স্কুল, উত্তর পলাশবাড়ী, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

কারণে নৌকায় দাঁড়িয়ে ঈদের ছালাত আদায়ের নযীরও এ দেশে রয়েছে। করোনা এবং বন্যা এই দুর্যোগে মানুষের আর্থিক ও মানসিক অবস্থা বর্তমানে বেশ শোচনীয়। নিম্নবিত্ত এবং সিংহভাগ মধ্যবিত্তের জন্য এবার ঈদুল আযহার উৎসব স্পষ্টতই দীর্ঘশ্বাসের বার্তাবাহক। কুরবানীর পশুর হাটে ক্রেতা সংকট ও গণপরিহণে ঈদে ঘরে ফেরা মানুষের তেমন ভিড় না থাকা এটারই সাক্ষী। **কাজ-কর্ম প্রায় স্বাভাবিক হলেও সর্বশেষ ঈদুল ফিতরের মতো এবারের ঈদুল আযহার উৎসবও ছিল নানাবিধ নিষেধের বেড়াজালে সীমাবদ্ধ। বিগত এক শতকে দেশে এমন পরিস্থিতিতে ঈদ উদযাপন হবার কোনো নযীর নেই।**

ভারতীয় গরু প্রবেশে দেশি খামারিরা সর্বস্বান্ত :

কুরবানীর ঈদকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় গরু এসেছে। কিছু কিছু স্থানে কড়াকড়ি থাকলেও বেশ কয়েকটি করিডোর দিয়ে গত বছরের তুলনায় বেশি গরু এসেছে এমন অভিযোগও উঠেছে। গরু এসেছে পুবের মিয়ানমার সীমান্ত দিয়েও। এতে কমে গেছে দেশি গরুর দাম। ফলে হতাশায় পড়েছেন দেশি খামারিরা। তারা ভারতীয় গরু আমদানি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। হাটে দেশি গরুর চেয়ে ভারতীয় গরুর দাম তুলনামূলক কম হওয়ায় দেশি গরুর দাম পায়নি ব্যবসায়ীরা। তাছাড়া এবার বন্যার কারণে অনেকেই গবাদি পশু বিক্রি করে দিয়েছেন। কারণ বন্যায় গবাদি পশু পালন করা তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে করোনা মহামারীর জন্য কুরবানীর পশুর হাট তেমন জমেনি। করোনা আর বন্যার কারণে এবার এমনিতেই পশুর দাম কম। এ অবস্থায় ভারতীয় গরু আমদানিতে দাম আরও কমেছে। বাধ্য হয়ে কম দামেই গবাদি পশু বিক্রি করতে হয়েছে খামারিদের। এতে তারা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এক বছর আগে যদি গবাদি পশুর খামারিরা জানতেন যে, করোনা মহামারী দুনিয়াকে বিপর্যস্ত করে দেবে, তাহলে তারা সেই মতো ব্যবস্থা নিতেন। অপরদিকে এমন বন্যা হবে তাও তারা অনুমান করেননি। তাহলে হয়তো তারা এতটা বিনিয়োগ করতেন না। গত বছর আমি গরুর খামারি ও কাঁচা চামড়ার ব্যবসায়ীদের কাঁদতে দেখেছি। ভেবেছিলাম, ভবিষ্যতে এমনটি আর হবে না। দেশি খামারিদের স্বার্থে গরু আমদানি কমানোর ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার। কিন্তু চোরাচালানিরা বসে নেই। টেলিভিশনে দেখেছি গরু চোরাচালানের দৃশ্য। যেভাবে কলা গাছের সঙ্গে বেঁধে খরস্রোতা নদীতে সীমান্তের ওপর থেকে গরু আনা হচ্ছে, তা শুধু বেআইনিই অপরাধ নয়; চরম নিষ্ঠুরতা। নদীপথে গরু পারাপার করতে গিয়ে ট্রলার ডুবিতে বহু গরু মারা গেছে। সর্বস্বান্ত হয়েছেন অনেক খামারি। চোরাচালানিরা খামারিদের ক্ষতি করেছে, জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতি করেছে। ভারতীয় পশু আসার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কঠোর হবেন এবং দেশি খামারির স্বার্থ রক্ষা করবেন- এমনটিই প্রত্যাশিত।

চামড়া শিল্পে নৈরাজ্য ও দুস্থদের পেটে চরম আঘাত :

কুরবানীর পর কাঁচা চামড়া চোরাচালানের রমরমা ব্যবসা শুরু হয়েছে। কাঁচা চামড়ার দাম না পেয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা বা ড্রেনে ফেলে দেওয়া যেমন ক্ষতিকর, চোরাচালান হওয়াও তেমন ক্ষতিকর। **বিশ্বব্যাপী এই দুঃসময়ে আমরা আমাদের একটি টাকার সম্পদও নষ্ট হতে দিতে পারি না। পাট শিল্পের মতো চামড়া শিল্প ধ্বংস হোক, তা সহ্য করা যায় না।** প্রতি বছর কুরবানী এলেই যে সিন্ডিকেট চক্রটি সক্রিয় হয়ে উঠে, তা হলো চামড়ার বাজার সিন্ডিকেট। চামড়াজাত পণ্যের দাম বাড়লেও প্রতি বছরই কমছে কুরবানীর পশুর চামড়ার দাম। সবমিলিয়ে চামড়ার বাজারে ধ্বস নেমেছে। এবার একেবারে পানির দরে বিক্রি হয়েছে কুরবানীর পশুর চামড়া। কুরবানীদাতারা সাধারণত পশুর চামড়া নিজে ব্যবহার করে না। তারা সেই চামড়া গরীব, অসহায় ও দুস্থদের মাঝে বণ্টন করে দেয়। তাই পশুর চামড়ার দাম কম হওয়ার কারণে দুস্থরা বঞ্চিত হয়েছেন তাদের প্রাপ্য হক্ব থেকে। মূলত সিন্ডিকেট চক্রের কারণেই কুরবানীর চামড়া নিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় ও হচ্ছে। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সিন্ডিকেটের দৌরাত্মের কথা শুনে থাকি। বিশেষত ব্যবসায়িক গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীসমূহ তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বার্থ রক্ষার জন্য বিভিন্ন সিন্ডিকেট গড়ে তোলে। যেমন রামাযান আসলেই পেঁয়াজের সিন্ডিকেট; চাল, ডাল, চিনি, তেল এমনকি গোশতের বাজারের সিন্ডিকেট। তারা অনেকটা প্রেশার গ্রুপ। অনেক ক্ষেত্রে তারা মজুদ বা সরবরাহে কৃত্রিম সংকট তৈরির মাধ্যমে অস্বাভাবিক মুনাফা করে থাকে। বরাবরের মতো এবারের অর্থনীতির চালচিত্র একেবারেই ভিন্ন। করোনা ভাইরাসের কারণে শুধু অর্থনীতিই নয়, সমাজ বিশ্বাসেও ফাটল ধরেছে। মানুষের দুর্দশা-দুর্বিপাক এমনকি মহামারী কেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠেছে। মানুষ উচ্চমূল্যে সুরক্ষা ও জীবনরক্ষা সামগ্রী কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এতে করে সিন্ডিকেট চক্রটি অট্টহাসিতে মেতে উঠেছে।

মন্তব্য :

মানুষের এখন চোখে-মুখে কষ্ট রয়েছে। একদিকে মহামারী করোনা, অন্যদিকে দফায় দফায় দীর্ঘস্থায়ী বন্যা। এই দুইয়ের মধ্যে আবার চামড়ার বাজারে ধ্বস। মাদরাসার ইয়াতীম, দুস্থ, অসহায় অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী কুরবানীর চামড়া বিক্রির টাকার মাধ্যমে উপকৃত হয়। চামড়ার ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় মাদরাসার ইয়াতীম ও অসহায় ছাত্র-ছাত্রীরা আজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

গ্রন্থ পরিচিতি-৬ : ‘মওদূদী ছাহেব আহলেহাদীছ আলেমদের দৃষ্টিতে’

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

ভূমিকা :

ইসলামকে জেনে কিংবা না জেনে যারা জনগণকে গোমরাহ করেছেন, তারা দু’ভাবে এমনটি করেছেন: ১. সরাসরি ইসলামের বিকৃতি সাধন করেছেন। ২. স্লো পয়জনিং তথা ধীরে ধীরে ইসলামের বিকৃতি সাধন করেছেন।

যারা ধীরে ধীরে চতুরতার সাথে ইসলামের বিকৃতি ঘটিয়েছেন, তাদের একজন হলেন মওদূদী ছাহেব। তিনি স্বেচ্ছায় এমনটি করেছেন তা আমরা দাবি করছি না। জ্ঞানের ঘাটতির কারণেও এমনটা হতে পারে। তার দ্বারা উপমহাদেশের অনেক সাধারণ মুসলিম প্রভাবিত হয়েছেন। এ সকল সরল-সোজা ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা মওদূদী ছাহেবকে নবীর স্থানে বসিয়ে দিয়েছেন। তারা কোনোভাবেই মওদূদী ছাহেবের ভুল আছে বলে মানতে চান না। তারা তাফসীর, হাদীছ, ফৎওয়া সব ক্ষেত্রেই মওদূদী ছাহেবকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের মূল্যায়ন করে থাকেন। ফলে তাদের জ্ঞাতার্থে আজকের নিবন্ধে একটি বইয়ের পরিচিতি তুলে ধরা হলো-

বইয়ের নাম :

‘মওদূদী ছাহেব আহলেহাদীছ আলেমদের দৃষ্টিতে’। এটি উর্দূ ভাষায় রচিত। প্রণয়ন করেছেন ‘হাকীম মওদূদ’ ছাহেব। লেখক এই গ্রন্থে বড় মাপের আহলেহাদীছ আলেমদের মন্তব্যগুলো একত্র করেছেন। এটি পাকিস্তানের গুজরানওয়ালার ‘মাকতাবা হাফিযিয়্যা’ হতে ১৯৭৮ সনে প্রকাশিত হয়েছে। আল-হামদুলিল্লাহ।

যাদের মন্তব্য সংকলিত হয়েছে :

(১) ফাতেহে কাদিয়ানিয়াত আল্লামা আবুল ওয়াফা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী রাহিমাহুল্লাহ।

(২) মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সাবেক আমীর শায়খুল হাদীছ মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ ছাহেব।

(৩) মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী রাহিমাহুল্লাহ।

(৪) শায়খুল হাদীছ ওয়াল কুরআন মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী রাহিমাহুল্লাহ।

(৫) আল্লামা হাফেয আব্দুল্লাহ রোপড়ী রাহিমাহুল্লাহ সহ আরও অনেক বর্ষীয়ান আহলেহাদীছ আলেমের বক্তব্য এখানে একত্র করা হয়েছে।

যে বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে :

ফেরেশতা, দাড়ি, ঈসা আলাইহিস সালাম-এর জীবিত আসমানে আরোহণ করা, কানা দাজ্জাল, ইংলিশ স্টাইলে মাথার চুল কাটা, আরকানে ইসলাম, নারীদের তালাক প্রদানের অধিকার থাকা, মুত‘আ বিবাহ জায়েয হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে মওদূদী ছাহেবের ভ্রান্ত আক্বীদা ও মাসলাকের আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও তার কিছু তাফসীর বিষয়ক ভুলও আলোচিত হয়েছে।

উপসংহার :

৭৫ পৃষ্ঠার এই বইটিতে (বাংলা অনুবাদ প্রকাশিতব্য) অনেক মূল্যবান তথ্য সংযোজিত হয়েছে, যা গবেষকদের জন্য অত্যন্ত সুফলদায়ক। এ ছাড়াও সাধারণ জনতার জন্যও এতে রয়েছে ইলমী খোরাক। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এটি অধ্যয়ন করলে ইনশাআল্লাহ অনেকেই গোমরাহী হতে মুক্তি পাবে। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত গ্রহণ করতে উৎসাহী করুন এবং তাঁর পথে চলার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

ইমাম মালেক (রহি.) বলেন,

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

‘আমি একজন মানুষ মাত্র। আমার ভুল-সঠিক দুটোই হয়। সুতরাং আমার মতামতগুলো বিশ্লেষণ করে দেখো। যেগুলো কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিলবে সেগুলো গ্রহণ করো। আর যেগুলো কুরআন-সুন্নাহর সাথে না মিলবে সেগুলো বর্জন করো’ *(ইবনে আব্দিল বার্র, জামে‘উ বায়ানিল ইল্‌ম ওয়া ফাযলিহি, ২/৩২)।*

ইমাম শাফেঈ (রহি.) বলেন,

كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ﷺ عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي.

‘যে সকল মাসআলার ক্ষেত্রে আমার বলা কথার বিপরীতে মুহাদ্দিছদের নিকটে রাসূলুল্লাহ (ছা.) থেকে কোনো ছহীহ হাদীছ পৌঁছবে, সেই মাসআলা থেকে আমি প্রত্যাবর্তন করব আমার জীবদ্দশায়, এমনকি মৃত্যুর পরেও’ *(হিলয়াতুল আওলিয়া, ৯/১০৭)।*

মুসলিম পরিবার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছলেহ আল-উছায়মীন
*অনুবাদ : ড. আব্দুল্লাহিল কাফী**

(পর্ব-৪)

প্রশ্ন : ফক্বীহগণ শরী'আতের বিভিন্ন মাসআলায় মতভেদ করেছেন। তন্মধ্যে নারীদের পর্দা সংক্রান্ত মাসআলাটি অন্যতম। বাহ্যিক দৃষ্টিতে পর্দা সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনার পারস্পরিক বৈপরীত্যের দরুন এ মতভেদের সৃষ্টি। আসলে শারঈ পর্দা বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : শারঈ পর্দা হচ্ছে, শরীরের যেসব অঙ্গ পরপুরুষের সামনে প্রকাশ করা হারাম, সেসব অঙ্গ ভালোভাবে ঢেকে রাখা। মুখমণ্ডল ঢাকা তার মধ্যে অন্যতম। কারণ, মুখমণ্ডল ফিতনা এবং জৈবিক আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির কেন্দ্র। অতএব, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে মুখ ঢেকে রাখা নারীদের উপর ওয়াজিব। যারা শারঈ পর্দা বলতে মাথা, ঘাড়, গলা, পা, পায়ের নলা ও বাহু ঢেকে রাখা মনে করেন এবং মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি খোলা রাখাকে বৈধ বলে মত প্রকাশ করেন, আমি তাদের কথা শুনে অবাক হয়ে যাই। কারও অজানা নেই যে, মুখমণ্ডলই হচ্ছে জৈবিক আকাঙ্ক্ষা এবং ফিতনা সৃষ্টির মূল কেন্দ্র। কোন্ বিবেকে আমরা বলি, শরী'আত মেয়েদের পা খোলা রাখা হারাম করেছে, আর মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ করেছে? এটি মহান আল্লাহ প্রদত্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ সামঞ্জস্যশীল পবিত্র শরী'আতের বিধান হতে পারে না। যার সামান্যতম জ্ঞান আছে সেও জানে, পা খোলা রাখলে যে ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে, মুখমণ্ডল খোলা রাখলে তার থেকে নিঃসন্দেহে বেশি হবে। সে এটাও জানে, পুরুষদের জৈবিক আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির মূল কেন্দ্র মেয়েদের মুখমণ্ডল। এ কারণে বিবাহের প্রস্তাবকারী ছেলেকে যদি বলা হয়, তুমি যে মেয়েটিকে বিবাহ করতে চাচ্ছ, তার মুখমণ্ডল তেমন সুন্দর না, তবে তার পা দু'টি খুবই সুন্দর, তাহলে সে ছেলে ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী হবে না। পক্ষান্তরে যদি তাকে বলা হয়, মেয়েটির মুখমণ্ডল অনেক সুন্দর, তবে তার হাত/পা/পায়ের নলা তেমন একটা সুন্দর না, তবুও সে ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী হবে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, নারীদের মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা কত যরূরী বিষয়!

পবিত্র কুরআন, ছহীহ সুন্নাহ, ছাহাবায়ে কেরাম এবং বিজ্ঞ ইমামগণ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে মুখমণ্ডলসহ শরীরের পুরো অংশ ঢেকে রাখা নারীদের উপর আবশ্যকীয়। তবে এতসব দলীল-প্রমাণ এখানে উল্লেখ করার সময় নেই। আমি আপনাদেরকে এ বিষয়ে আমার ছোট্ট পুস্তিকাটি পড়ার অনুরোধ করছি। বইটি আকারে ছোট হলেও এর ফায়দা অনেক ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পর্দা করতে বাধা দেয়, তাকে কী বলবেন?

উত্তর : তার প্রতি আমার অনুরোধ, সে যেন তার স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং তারই শুকরিয়া আদায় করে। কারণ, আল্লাহ তাকে এমন একজন সতী নারী স্ত্রী হিসাবে দান করেছেন, যে নিজের সতীত্বকে রক্ষার জন্য মহান আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে চায়। আল্লাহ তা'আলা তার মুমিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে। তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা, যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদেশপ্রাপ্ত হয়, তা-ই করে' *(তাহরীম, ৬)*। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের বিষয়ে পুরুষদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, 'পুরুষ ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল এবং সে এই দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১]

মহান আল্লাহ এবং তার রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সমস্ত নির্দেশের পর ঐ ব্যক্তি কীভাবে তার স্ত্রীকে শারঈ পোশাক বাদ দিয়ে হারাম পোশাক পরতে বাধ্য করে? অথচ এ পোশাক তার স্ত্রী এবং অন্যদের জন্যও ফিতনার কারণ হবে। অতএব, সে যেন তার নিজের এবং স্ত্রীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে এবং সার্বক্ষণিক তার শুকরিয়া আদায় করে এ মর্মে যে, তিনি একজন সতী নারীকে তার স্ত্রী হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

আর তার স্ত্রীর ব্যাপারে আমরা বলব, আল্লাহর অবাধ্যতায় স্বামীর আনুগত্য চলবে না। কারণ স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য করা হারাম।

* পি-এইচ.ডি., মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. বুখারী, হা/৮৯৩।

প্রশ্ন : কোনো কোনো নারীকে একটি কথা পুনরাবৃত্তি করতে দেখা যায়, যেটি তারা আলেমদের কাছ থেকে শুনেছে বলে দাবি করে। সেটি হচ্ছে, যে নারী বাড়িতে থাকা অবস্থায় তার হাতের কনুই প্রকাশ করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার কনুই আগুনে পুড়বে। সাধারণত কিছু নারীর জামার হাতা সামান্য লম্বা হয়, আবার অনেকের কনুই পর্যন্ত থাকে। এর হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ক্বিয়ামতের দিন কনুই পুড়ে যাওয়ার যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তার কোনো ভিত্তি নেই। তবে স্বামী এবং মাহরাম পুরুষ ছাড়া পরপুরুষদের সামনে হাতের কনুই প্রকাশ করা হারাম। নারীদের উচিত, শালীনতা বজায় রাখা, সাধ্যমত পর্দা করা এবং দুই হাতের কনুই ঢেকে রাখা। তবে বাড়িতে যদি স্বামী এবং মাহরাম ছাড়া অন্য কোনো পরপুরুষ না থাকে, তাহলে কনুই প্রকাশ করতে কোনো সমস্যা নেই। যে নারীর জামার হাতা কনুই পর্যন্ত আছে, আমি তাকে বলব, তোমার এই জামা এভাবেই থাকুক, অসুবিধা নেই। তোমার স্বামী এবং অন্যান্য মাহরাম পুরুষের সামনে এটি পরতে পার। কিন্তু তোমার বাড়িতে যদি বেগানা পুরুষ থাকে, যেমন: স্বামীর ভাই বা অন্য কেউ, তাহলে নতুন আরেকটা জামা বানাও এবং সেটির হাতা কব্জি পর্যন্ত করবে। যে জামার হাতা কনুই পর্যন্ত, সে জামা পরে বাইরে বের হওয়া কোনো নারীর উচিত নয়; বরং বোরখাসহ ফুল হাতা ঢিলেঢালা জামা পরে বাজারে বের হবে।

প্রশ্ন : সাজসজ্জা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করে সাথে সাথে স্কুলে চলে যাওয়া কি একজন নারীর জন্য বৈধ? আরেকটি প্রশ্ন, একজন মুসলিম নারীর জন্য অন্যান্য নারীর সামনে কোনো ধরনের রূপসজ্জা প্রকাশ করা হারাম?

উত্তর : নারীদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে বাজারে বের হওয়া হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'কোনো নারী যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে সে এইরূপ, এইরূপ। অর্থাৎ সে ব্যভিচারিণী'।[২] কেননা সুগন্ধি ব্যবহার করে বাজারে বের হলে ফিতনার আশঙ্কা থাকে।

তবে যাদের সামনে সুগন্ধি মেখে যাওয়া বৈধ, তাদের সাথে যদি সুগন্ধি মেখে গাড়িতে উঠে সরাসরি কর্মস্থলে চলে যায় এবং আশেপাশে কোনো পরপুরুষ না থাকে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কেননা এক্ষেত্রে ভয়ের কোনো কারণ নেই। সে বাড়িতে যেমন, গাড়িতেও তেমন। তবে কর্মস্থলে যাওয়ার সময় যদি পরপুরুষদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, তাহলে সুগন্ধি ব্যবহার করা বৈধ হবে না। উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তির জন্য তার স্ত্রী বা কন্যাকে বেগানা ড্রাইভারের সাথে গাড়িতে একাকী চড়তে দেওয়া অনুচিত। কেননা এটি স্পষ্ট নির্জনতা, যা থেকে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলব, কোনো নারী যদি অন্যান্য নারীর সামনে প্রচলিত রীতি-নীতির বাইরে সাজসজ্জা না করে, তবে তা বৈধ। তবে যদি তার পোশাক খুবই পাতলা হয় এবং এতে তার ত্বক স্পষ্ট বুঝা যায় অথবা তার পোশাক এমন টাইট হয়, যাতে তার স্পর্শকাতর অঙ্গগুলো প্রকাশ পায়, তাহলে এটি হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে দুই শ্রেণির মানুষকে আমি এখনো বাস্তবে দেখিনি। ১. ঐ সমস্ত মানুষ, যাদের নিকট গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে। তারা এর দ্বারা লোকজনকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে। ২. ঐ সমস্ত মহিলা, যারা পোশাক পরা সত্ত্বেও তাদের নগ্নতা প্রকাশ পায়, আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা। যাদের মাথার খোপা বুখতী উটের উঁচু কুঁজের ন্যায়। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি এতো এতো দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়'।[৩]

প্রশ্ন : কোনো কোনো অঞ্চলে একসাথে একাধিক পরিবার বসবাসের রীতি চালু আছে। যেমন: দুই বা ততোধিক ভাই তাদের পরিবারসহ এক বাড়িতেই বসবাস করে। এমতাবস্থায় মেয়েরা তাদের দেবর বা ভাসুরদের সামনে মুখ খোলা রাখে। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : একসাথে একাধিক পরিবার বসবাস করলেও গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে মেয়েদেরকে পর্দা করতে হবে। স্বামীর ভাইদের সামনেও মুখ খোলা রাখা যাবে না। কেননা পর্দার ক্ষেত্রে স্বামীর ভাই এবং রাস্তার লোকজনের জন্য একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। স্বামী কাজের জন্য বাইরে চলে গেলে তার ভাইয়ের সাথে একাকী বাসায় থাকা যাবে না। এ সমস্যা অনেক পরিবারেই দেখা যায়। যেমন: দুই ভাই একই বাসায় থাকে। তাদের একজন বিবাহিত, আরেকজন অবিবাহিত। এ অবস্থায় অবিবাহিত ভাইয়ের কাছে স্ত্রীকে রেখে কাজের বা পড়াশুনার জন্য বাইরে যাওয়া বৈধ হবে না। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো পুরুষ যেন

২. আবুদাঊদ, হা/৪১৭৩; তিরমিযী, হা/২৭৮৬।

৩. মুসলিম, হা/২১২৮।

অন্য নারীর সঙ্গে নিভৃতে অবস্থান না করে'।[৪] তিনি আরও বলেন, 'মহিলাদের নিকট একাকী যাওয়া থেকে বিরত থাকো'। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? তিনি বললেন, 'দেবর হচ্ছে মৃত্যুতুল্য'।[৫]

এভাবে একত্রে বসবাসের ফলে প্রায় যেনা-ব্যভিচার ঘটার খবর পাওয়া যায়। দেখা যায়, স্বামী তার স্ত্রী এবং ভাইকে বাসায় রেখে কাজে চলে যায়। এদিকে শয়তান তাদের দু'জনকে অশ্লীলতার প্রতি উৎসাহ দিতে থাকে। তখন ঐ ব্যক্তি তার ভাবীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে অপকর্মের থেকে এটি বেশি মারাত্মক এবং নোংরামি।

যাহোক, আমি আবারো আপনাদেরকে বলব, ভাই যতই পরহেযগার এবং বিশ্বস্ত হোক না কেন, তার সাথে স্ত্রীকে বাসায় রেখে কাজে চলে যাওয়া কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। মনে রাখবেন! শয়তান মানুষের রগে রগে চলাচল করে এবং মানুষের জৈবিক চাহিদার নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই, বিশেষ করে যুবকদের।

প্রশ্ন : কিন্তু এভাবে দুই ভাই যদি একত্রে বসবাস করে, তাহলে কি আমরা বিবাহিত ভাইকে বলব, তুমি যখন কাজে বের হবে, তখন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে বের হবে?

উত্তর : না; বরং বাড়িটিকে দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া যায়। দুই দিকে দুই ভাই আলাদা আলাদাভাবে থাকবে। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশদ্বার থাকবে। স্বামী যখন কাজের জন্য বের হবে, তখন দরজায় তালা দিয়ে তার সাথে চাবি নিয়ে চলে যাবে। ফলে স্ত্রী বাড়ির একদিকে থাকবে, ভাই আলাদাভাবে অন্য দিকে থাকবে।

প্রশ্ন : কিন্তু তার অবিবাহিত ভাই যদি তাকে বলে, ভাই! তুমি এমন করছো কেন? তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?

উত্তর : তাকে বলবে, আমি তোমার ভালোর জন্যই এটি করেছি। কারণ, শয়তান মানুষের রগে রগে চলাচল করে। সে তোমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তাছাড়া তোমার কুপ্রবৃত্তিও তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যার ফলে তোমার বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাবে এবং জৈবিক চাহিদা মিটাতে অপকর্মে লিপ্ত হতে পারো। আমি তোমার হেফাযতের জন্যই বাড়ি আলাদা করেছি। এটি তোমার-আমার উভয়ের জন্যই কল্যাণকর। একথা বলার পর তোমার ভাই যদি ক্ষিপ্ত হয়, তাহলে সে ক্ষিপ্ত হোক। এতে তোমার কোনো কিছু করার নেই। আমি আল্লাহ্র নিকট দায়মুক্ত হওয়ার জন্য তোমাদেরকে এ কথাগুলো বললাম। তোমরা আল্লাহ্র নিকট তোমাদের কর্মের জন্য জবাবদিহিতা করবে।

কোনো নারীর জন্য তার দেবরের সামনে মুখ খোলা রাখা বৈধ নয়। কারণ দেবর মাহরাম পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এক্ষেত্রে সে রাস্তার অন্য পুরুষদের মতোই।

প্রশ্ন : সম্প্রতি নারীদের মধ্যে 'নিকাব' নামক একটি নতুন সমস্যা ছড়িয়ে পড়েছে, যা সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আসলে নিকাব পরিধান করা কোনো সমস্যা নয়; বরং নিকাব পরিধানের পদ্ধতিতে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ইতোপূর্বে নারীরা যখন নিকাব পরিধান করতো, তখন তাদের দুই চোখ ছাড়া কোনো কিছুই দেখা যেত না। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই পরিসর বৃদ্ধি পেয়ে দুই চোখের সাথে মুখের একটি অংশও দেখা যাচ্ছে, যেটি ফিতনা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে নারীরা যখন নিকাব পরিধানের সময় চোখে সুরমা লাগায়, তখন বিষয়টি আরও মারাত্মক হয়। তাদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে তারা বলে, আপনি নাকি এভাবে নিকাব পরিধানকে বৈধ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আশা করি বিস্তারিত আলোচনা করে বিষয়টি পরিষ্কর করবেন।

উত্তর : সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নারীদের মধ্যে নিকাব পরিধানের প্রচলন ছিল। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুহরিমাহ[৬] নারী সম্পর্কে বলেন, 'নিকাব পরিধান করবে না'।[৭] এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, সে যুগে নারীদের মাঝে নিকাব পরার প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে নিকাব পরা বৈধ বলে ফৎওয়া দিতে পারছি না। কেননা বৈধ বলে ফৎওয়া দিলে নারীরা এমনভাবে নিকাব পরা আরম্ভ করবে, যেটি শরী'আত কোনোভাবেই সমর্থন করে না। এ কারণে কাছের হোক বা দূরের হোক কোনো নারীকেই আমি নিকাব পরা বৈধ বলে ফৎওয়া দিইনি; বরং এটির বিরোধিতাই করে আসছি। নারীদের উচিত, আল্লাহকে ভয় করা এবং নিকাব পরিধান থেকে দূরে থাকা। কেননা এটি অন্যায়ের দুয়ার উন্মুক্ত করবে, যা পরবর্তীতে বন্ধ করা যাবে না।[৮]

(চলবে)

---

৪. বুখারী, হা/৩০০৬।
৫. বুখারী, হা/৫২৩২।
৬. যে নারী হজ্জ বা ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধে। অর্থাৎ হজ্জ বা ওমরার নিয়্যত করে।
৭. বুখারী, হা/১৮৩৮।
৮. নিকাব পরিধান করতে নিষেধের অর্থ এই নয় যে, নারীরা মুখ খোলা রাখবে; বরং শায়েখের উদ্দেশ্য হলো, নিকাব ব্যবহার করলে পুরোপুরি মুখ ঢাকা হয় না। তাই এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, যাতে পরিপূর্ণভাবে পর্দা করা হয়।-অনুবাদক

শায়খুল হাদীছ যিয়াউর রহমান আল-আ'যামী রাহিমাহুল্লাহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

[ইলমের জগতে আধুনিককালের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম যিয়াউর রহমান আ'যামী। তিনি হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। বহু বাধা উল্লঙ্ঘন করে শেষ পর্যন্ত মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে সেখানেই 'হাদীছ বিভাগের' ডীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। পাশাপাশি তিনি মসজিদে নববীতে ছহীহুল বুখারীর দারস দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ধর্মান্তরিত এই মনীষীর আরবী ভাষায় রচিত বিশাল বিশাল বইগুলো সত্যিই বিস্ময়কর। গত ৩১ জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। নিম্নে তার জীবনী তুলে ধরা হলো।]

শায়খুল হাদীছ যিয়াউর রহমান আল-আ'যামী হিন্দু থেকে ইলমে হাদীছের খাদেম এবং মুহাদ্দিছ হওয়ার বিরল ঘটনার জন্মদাতা। তিনি ১৯৪৩ সালে ভারতের উত্তর প্রদেশের আযমগড় জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু থাকা অবস্থায় তার নাম ছিল 'বঙ্কারাম', ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজের নামকরণ করেন 'ইমামুদ্দীন'। যখন তিনি এই নামে পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং হিন্দুদের পক্ষ থেকে নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা করলেন, তখন নাম পরিবর্তন করে রাখলেন 'যিয়াউর রহমান'। আর আ'যামী বলা হয় আযমগড় জেলার দিকে সম্পৃক্ত করে। তার পূর্বপুরুষ হিন্দুধর্মের আরিয়া মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তার পিতা সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং কলকাতায় তার বড় ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল।

মুহতারাম শায়খ ইবতেদায়ী পর্যন্ত নিজ গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেন। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য আযমগড় শহরের শিবলী কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৯ সালে ১৬ বছর বয়সে মাধ্যমিক পাশ করেন। পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরলে তার কোনো বন্ধু তাকে মাওলানা আবুল আলা মওদূদী রাহিমাহুল্লাহ -এর 'দ্বীনে হাক্ব' বইয়ের হিন্দী অনুবাদ উপহার হিসাবে পেশ করে। এই বইয়ের মাধ্যমে তিনি প্রথমবারের মতো ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হন। হৃদয়ে নতুন এক অনুভূতি লাভ করেন। নতুন এক প্রকার আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ফলে তিনি কয়েকবার 'দ্বীনে হাক্ব' কিতাবটি মুতালা'আ করেন। ইসলামী চিন্তাধারা তার উপর প্রভাব বিস্তার করা শুরু করলে তিনি মাওলানা মওদূদী রাহিমাহুল্লাহ -এর আরও কিছু হিন্দী ভাষায় অনুবাদকৃত বই পড়ে ফেলেন। এই সময়ে তিনি খাজা হাসান নিযামী রাহিমাহুল্লাহ -এর কুরআনের হিন্দী অনুবাদ সংগ্রহ করে পড়া শুরু করেন। ধীরে ধীরে তার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আসা শুরু হয়। গোপনে ছালাত আদায় করা শুরু করে দেন। তবে তখনো তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিতে পারেননি। কিন্তু তার পরিবারের অনেক সদস্য তার ইসলাম কবুলের বিষয় জেনে যায়। তার পরিবার অবস্থা বেগতিক দেখে তার পিতাকে কলকাতা থেকে ডেকে পাঠায়। পিতা এসে সন্তানকে কিছু না বলে সন্তানের অবস্থান যাচাই করেন। কিছুদিন পর হিন্দু পণ্ডিতদের ডেকে এনে ঝাড়ফুঁক করা হয় এবং নানা মন্ত্র পড়া হয়। নানা উপদেশ বাণীও পেশ করা হয়। তবে তেমন কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এরপর তাকে এলাহাবাদের আরও কিছু বড় পণ্ডিতের কাছে ঝাড়ফুঁক নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়। তিনি সেখানে নানা উপদেশের মুখোমুখি হন এবং তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়, যেন সে মুসলিম না হয়ে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। কেননা মুসলিমরা পৃথিবীর দিকে দিকে নির্যাতিত এবং তাদের অবস্থা বেশি ভালো নয়। শায়খ রাহিমাহুল্লাহ -এর তখন জবাব ছিল **'আমি মুসলিমদের দেখে নয়, বরং ইসলামকে জেনে মুসলিম হয়েছি'।**

অবস্থা বেগতিক দেখে তার পরিবারের সকল সদস্য ভুখ হরতাল বা অনশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ইসলাম না ত্যাগ করা পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার রহমতে তিনি এ রকম কঠিন অবস্থাতেও নিজের সিদ্ধান্তের উপর অটল থাকেন এবং কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসেন।

সন্তানকে ফিরিয়ে আনার জন্য এবার পিতা-মাতা নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তারা টাকা দিয়ে একজন ইমাম ভাড়া করে নিয়ে আসেন। যে ইমাম ছাহেবের উপদেশ ছিল পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত ইসলামে প্রবেশ নিষেধ, পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবধি অন্তরে ইসলাম রাখতে হবে কিন্তু প্রকাশ করা যাবে না। মাওলানা ছাহেবের এ রকম কথায় তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং অনেকটা বাধ্য হয়ে ইসলামের নানা আমল থেকে ফিরে আসেন। কেননা তিনি কেবল সবেমাত্র ইসলাম বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেছেন। তেমন কোনো গভীর ইলমের অধিকারী তিনি হতে পারেননি। আল্লাহর রহমতে কিছু দিন পর তিনি মাওলানা ছাহেবের ভ্রষ্টতা অনুধাবন করতে পারেন। অনুসন্ধানে জানতে পারেন যে, মাওলানা ছাহেব প্রকৃত মুসলিম নন। ফলে তিনি আবার ছালাত আদায় করা শুরু করেন। এ রকম অবস্থাতেই তার গ্রামের মসজিদে কট্টরপন্থী হিন্দুদের একটি দল ছালাতরত মুসলিমদের উপর হামলা করে বসে। যেহেতু তিনি প্রভাবশালী পরিবারের সন্তান ছিলেন, তাই সরাসরি মসজিদে গিয়ে হামলার প্রতিবাদস্বরূপ নিজের ইসলামের ঘোষণা দেন।

ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার সর্বশেষ চেষ্টা হিসাবে তার পরিবার হিন্দু ধর্মের কট্টরবাদী সংগঠন আর.এস.এস.-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। পিতা-মাতার কঠোর অবস্থানের

কথা জানতে পেরে তিনি বাড়ি ত্যাগ করেন। শহর থেকে দূরে এক মুসলিম পরিবারের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং লম্বা সময় সেখানে নিজেকে গোপন করে রাখেন। কিছু দিন নিজেকে গোপন রাখার পর তিনি স্থান পরিবর্তন করে এমন স্থানে যাওয়ার মনোবাসনা করেন, যেখানে তিনি নিজেকে গোপন রাখার পাশাপাশি ইসলামের জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। বন্দী অবস্থাতেই তিনি দেড় বছর কাটিয়ে দেন এবং উর্দূ ভাষা শেখা শুরু করেন। দেড় বছর পর তিনি একাডেমিক ইলমী সফর শুরু করেন। তামিল নাড়ুর প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান 'দারুস সালাম ওমারাবাদ'-এ ভর্তি হন। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি পাঁচ বছর পড়াশোনা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই তিনি আলিম এবং দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন করেন।

পাঁচ বছর লম্বা সময় পড়াশোনা শেষে তিনি নিজের এলাকায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম তাকে 'দ্বীনে হাক্ব' বই দিয়েছিলেন, তার বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সফরে তিনি তার পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং হিন্দু ব্যক্তিরাও তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তখন ছিল রামাযান মাসের শেষ সময়। এলাকায় ঘোষণা করা হয়, এবার ঈদুল ফিতরের ছালাত যিয়াউর রহমান আ'যামী পড়াবেন। এ ঘোষণায় ঈদের ছালাতে ব্যাপক মানুষের সমাগম ঘটে। একজন নওমুসলিমের ঈদের ছালাতের ইমামতির ঘটনায় অনেকেই প্রভাবিত হয়। ১৯৬৬ সালে 'দারুস সালাম ওমরাবাদ' থেকে ফারেগ হওয়ার পর তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাওয়ার সময় শায়খ ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বরাবর তার জন্য একটি সুপারিশ লিখে দেন ওমরাবাদ মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দিছ হাফীযুর রহমান আ'যামী। মদীনায় যাওয়ার সাথে সাথে তাকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়া হয়। চার বছর পড়াশোনা করেন এবং লীসান্স (অনার্স) সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ সালে মক্কার উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে পড়াশোনার জন্য গমন করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি 'রাবেতা আলামে ইসলামী'-এর সদস্যপদ লাভ করেন। তিনি জেনারেল সেক্রেটারিয়েট অফিসের ইনচার্জ ছিলেন। তবে তিনি এখানেই থেমে থাকার পাত্র ছিলেন না। নিজের ইলমী গভীরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইসলামী ইতিহাসের বিখ্যাত এবং প্রাচীন ইউনিভার্সিটি 'আল-আযহার'-এ গমন করেন। এখান থেকে তিনি পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। তার ডক্টরেটের বিষয় ছিল 'আকযিয়াতু রাসূলিল্লাহি ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম' তথা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচার।

তিনি ১৯৭৯ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীছ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ লাভ করেন। তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যান হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। পরে মসজিদে নববীর শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। মসজিদে নববীতে তিনি 'ছহীহুল বুখারী' এবং 'ছহীহু মুসলিম'-এর দারস প্রদান করতেন। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল-হারাকান রাহিমাহুল্লাহ-এর সুপারিশে দ্বীনের জ্ঞানীদের সম্মানস্বরূপ সঊদী সরকার তাকে নাগরিকত্ব প্রদান করে।

শায়েখ রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ :

১. دِرَاسَاتٌ فِي الْيَهُوْدِيَّةِ وَالْمَسِيْحِيَّةِ وَأَدْيَانِ الْهِنْدِ وَالْبِشَارَات فِي كُتُبِ الْهُنْدُوْس (ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান একটি বই এটি। 'মাকতাবাতুর রুশদ' থেকে বৃহৎ খণ্ডে বইটি ছাপানো হয়েছে।)

২. أَقْضِيَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (মূল লেখক: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ফারজ আল-মালেকী। যিনি ইবনু ত্বালা' নামে সমধিক পরিচিত। তিনি বইটির তাহক্বীক্ব, টীকা ও সম্পূরক আলোচনা সংযুক্ত করেছেন। বইটি সঊদী আরবের দারুস সালাম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।)

৩. مَرْوِيَّاتُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (মদীনার মাকতাবাতুল গুরাবা থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে।)

৪. الْمَدْخَلُ إِلَى السُّنَنِ الْكُبْرَى (ইমাম বায়হাক্বী রাহিমাহুল্লাহ-এর এই কিতাবের তিনি তাহক্বীক্ব ও পর্যালোচনা লিখেছেন।)

৫. الْمِنَّةُ الْكُبْرَى شَرْحُ وَتَخْرِيْجُ السُّنَنِ الصُّغْرَى

৬. مُعْجَمُ مُصْطَلَحِ الْحَدِيْثِ وَلَطَائِفُ الأَسَانِيْدِ (দারুল ইমাম মুসলিম থেকে কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে।)

৭. الرَّازِيْ وَتَفْسِيْرُه

৮. الْجَامِعُ الْكَامِلُ فِي الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ الشَّامِل (আল-জামেউল কামেল ফিল হাদীছিছ ছাহীহিশ শামেল। কিতাবটি ফিক্বহী ধারা অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ২২ খণ্ডের ১৫ হাজার পৃষ্ঠায় ১৬,৫৪৬ হাদীছের বিশাল গ্রন্থ, এটি শায়খের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। শায়খ রাহিমাহুল্লাহ ২০০১ সালে এই বই লেখা শুরু করেন। ১২ বছরের দীর্ঘ পরিশ্রমের পর ২০১৩ সালে এর কাজ শেষ করেন। ইলমে হাদীছের বিশাল খাদেম মুহাদ্দিছ রাহিমাহুল্লাহ ৩০ জুলাই ২০২০ পবিত্র মদীনা নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। মাগরিবের ছালাতের পর মসজিদে নববীতে জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয় এবং বাক্বী'উল গারক্বাদ কবরস্থানে শায়খ রাহিমাহুল্লাহ-কে দাফন করা হয়।

তথ্যসূত্র :

১. শায়খ ইসহাক্ব ভাট্টী রাহিমাহুল্লাহ, চামানিস্তানে হাদীছ।
২. এরফান ছাদীক্বী, বেরেলিয়াগঞ্জ সে জান্নাতুল বাক্বী তাক, আল-মুজতামা ম্যাগাজিন।

আলী হুসাইন আস-সালাফী রাহিমাহুল্লাহ

-আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক*

[ভারতে আহলেহাদীছদের কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, বানারাসের দীর্ঘ ৪০ বছরের মুহাদ্দিছ ও ফৎওয়া বোর্ডের প্রধান মুফতি আলী হুসাইন সালাফী রাহিমাহুল্লাহ গত ২৪ জুলাই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাযিঊন। তার সুযোগ্য ছাত্র আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক জীবনীটি লিখে দিয়েছেন। আমরা শায়খের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যে, শায়খের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাকে জান্নাতবাসী করেন- আমীন! -প্রধান সম্পাদক]

শায়খুল হাদীছ আলী হুসাইন আস-সালাফী রাহিমাহুল্লাহ আমার একজন প্রাণপ্রিয় শিক্ষক। জামি'আহ সালাফিয়্যাহ (বেনারস) নামক আকাশের এক নক্ষত্র, সালাফী ফুল বাগানের অনুপম সুগন্ধির অদ্বিতীয় ফুল, শত ফুলে বেষ্টিত বাগানের অক্লান্ত পরিশ্রমী মালি। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৩শে জানুয়ারি ১৯৫৫ সালে, ভারতের ঝাড়খণ্ড প্রদেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পাকুড় জেলার বড় শেরশাহ গ্রামে।

৯ বছর বয়সে নিজ গ্রামে শিক্ষা শুরু করেন এবং ১৫ বছর বয়সে বীরভূমের রাজগাঁও থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দারুল উলূম দেওতলা থেকে আরবী শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিন বছর সেখানে শারহে জামি, শারহে কাফিয়াহ এবং মিশকাত পড়েন। ১৯৭২ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য দিল্লীর নিযামুদ্দীন কাশফুল উলূম মাদরাসায় চার বছর পড়াশোনা করেন এবং দাওরায়ে হাদীছ শেষ করেন। এ কারণেই তাকে কাশেফীও বলা হতো। ১৯৭৬ সালে মারকাযী দারুল উলূম দারুল হাদীছ রহমানিয়ার পরে ভারতের অদ্বিতীয় সালাফী প্রতিষ্ঠানে আলিম দ্বিতীয় বর্ষে ভর্তি হন। সেই দিনগুলোতে জামি'আহ সালাফিয়্যায় আলিম চার বছরের ছিল। তিনি সেখানেই আলিম এবং দাওরা বা ফাযিল শেষ করেন এবং সালাফী লক্বে ভূষিত হন।

তিনি জামি'আহ সালাফিয়্যার বিখ্যাত সকল শিক্ষকের নিকট থেকে ইল্‌ম অর্জন করেন। তার স্বনামধন্য শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন আমীনুন নাছর সম্মানিত লেখক আব্দুল মুঈদ আল-বানারাসী। আরও ছিলেন আহলেহাদীছ সমাজের দিকপাল, হিন্দুস্তানের বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ড. মুকতাদা হাসান আল-আযহারী, মাওলানা শায়খ রাঈস নাদবী, ইদরীস আযাদ রহমানী, আব্দুল ওয়াহিদ রহমানী রাহিমাহুল্লাহ।

অসংখ্য ছাত্র তার নিকট থেকে ইল্‌ম অর্জন করেছেন। ১৯৮১ সাল থেকে মৃত্যু অবধি প্রায় ৪০ বছর জামি'আহ সালাফিয়্যার শিক্ষক ছিলেন। জামি'আহ সালাফিয়্যার বর্তমান শিক্ষকমণ্ডলীর অধিকাংশই শায়খের ছাত্র। ড. আব্দুল হালীম মাদানী, ড. আব্দুছ ছবূর মাদানী, ড. রহমাতুল্লাহ সালাফী, ড. হাশরুদ্দীন মাদানী, ড. ফাউযান আযহারী, শায়খ আব্দুল হাকীম মাদানী রাহিমাহুল্লাহ।

সম্মানিত শায়খ তার জীবদ্দশায় বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ লিখে গেছেন। শায়খের বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে-

১. 'ফাতহুল মুগীছ ফী শারহি আলফিয়াতিল হাদীছ লিস সাখাবী' গ্রন্থের তাহকীক্ব এবং টীকা লিখেছেন। ফাতহুল মুগীছের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সর্বোত্তম তাহকীক্ব মনে করা হয় চার খণ্ডের এই বইটিকে। আরব বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরি থেকে এই বই ছাপানো হয়েছে।

২. নবাব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী রাহিমাহুল্লাহ-এর উপর ৪০০ পৃষ্ঠার আরবী ভাষায় বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন।

৩. ইনায়াতু ওলামায়ে আহলেহাদীছ বিমাসআলাতিত তাওহীদ, যা কিতাবুত তাওহীদের উর্দূ ব্যাখ্যা হিদায়াতুল মুছত্বাফীদের মুক্বাদ্দামার আরবী তরজমা।

৪. এজাযুল কুরআন, মাওলানা মুজীবুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ-এর বাংলা কিতাবের উর্দূ অনুবাদ।

এ ছাড়াও শায়খের অনেক রিসালাহ রয়েছে। যেমন: রিসালাহ রাফউল ইয়াদাঈন, রিসালাহ আমীন বিল জাহর, রিসালাহ ছালাতে জানাযা ইত্যাদি।

শায়খ মৃত্যু অবধি জামি'আহ সালাফিয়্যাহ বানারাসের শিক্ষক ছিলেন। জামি'আহর শিক্ষক আবাসিক ভবনে তিনি তার পরিবারের সাথে বসবাস করতেন। তিনি মৃত্যু অবধি জামি'আহ সালাফিয়্যার ফতওয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন। শত শত ফতওয়ার উপর তার সিল ও স্বাক্ষর রয়েছে।

অত্যধিক পরিশ্রমের কারণে অল্প বয়সে দুর্বল হয়ে পড়েন। পা হেচড়ে হাঁটতেন। কানে একটু কম শুনতে পেতেন। বিশাল এই মুহাদ্দিছ অতি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। হাদীছ, নাহু এবং ফিক্বহ শাস্ত্রে তার অগাধ ইল্‌ম ছিল। ফালসাফা, মানতেকসহ আরও বিভিন্ন ময়দানে শায়খের ইলমী গভীরতা ছিল অপরিমেয়। ছহীহুল বুখারীর দারসে তার আজীব আজীব নাহবী প্রশ্নে ছাত্ররা হয়রান হয়ে যেত। শেষ জীবনে এসে শায়খের অনেক কথা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র সামনে বসা ছাত্ররা তাঁর দার্‌স বুঝতে পারত। পরে জামি'আহর পক্ষ থেকে শায়খকে পকেট সাউন্ড বক্স দেওয়া হলেও বিশেষ কোনো কাজ হয়নি।

গত ২২ জুলাই শায়খ হুট করেই অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মেডিকেলে নেওয়া হয়, হালকা সুস্থ হলে বাসায় নিয়ে আসা হয়।

* ফারেগ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বানারাস, ভারত।

www.al-itisam.com

কিন্তু ২৪ জুলাই দুপুরে হুট করেই আবার তার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে এবং প্রায় দু'টার সময় শায়খ আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। এ দিন বাদ এশা ৯.৩০ মিনিটে জামি'আহর শায়খ ইউনুস মাদানী (রহিমাহুল্লাহ) তার জানাযার ছালাত আদায় করান। জামি'আহর পশ্চিম পার্শ্বস্থ কবরস্থানে শায়খকে দাফন করা হয়।

তার শূন্যস্থান পূরণ হবার নয়। শত অনুপ্রেরণার বাতিঘর ছিলেন তিনি। মানুষ শায়খের কাছে দূর-দূরান্ত থেকে রুকিয়ার জন্য আসত। পরামর্শ নেওয়ার জন্যও আসত। তিনি পারিবারিক কলহ-বিবাদের ক্ষেত্রে উত্তম পরামর্শদাতা ছিলেন। বানারাস শহরের নানা মসজিদে খুৎবা দেওয়াসহ দাওয়াতী কাজ করতেন। বিভিন্ন বাসায় সাপ্তাহিক দ্বীনী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতেন। তার অনুপস্থিতি মাদারে ইলমী জামি'আহ সালাফিয়্যার প্রতিটি দেওয়ালে দেওয়ালে গুঞ্জরণ করবে। শত হৃদয়ের উচ্চ মাক্বাম ছিল শায়খের। কিছুদিন পূর্বে 'তাওহীফ সালাফী' নামে আমাদের সিনিয়র এক ভাই শায়খকে أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا এই আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করেছিলেন। শায়েখ লম্বা চওড়া বিশাল তাফসীর উল্লেখ করতে করতে এ কথাও বলেন, দুনিয়া থেকে আলেম-ওলামা উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে দুনিয়াকে সংকুচিত করা হয়। শায়খ একজন অনাড়ম্বর জীবন যাপনকারী ইলমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জামি'আহর দারুল ইফতা এবং লাইব্রেরি ছিল তার সবচেয়ে পসন্দের জায়গা। আমি নিজে অনেকদিন শায়খকে দারুল ইফতায় শুয়ে যেতে দেখেছি রাতে। সাধারণ একটি সাদা পাঞ্জাবি এবং ঢিলেঢালা সাদা পায়জামা ছিল শায়খের সবসময়ের পোশাক। তিনি অনেক ছাত্রের রুহানী তারবিয়াত করেছেন। শায়খের মৃত্যু হিন্দুস্তানের আহলেহাদীছ সমাজের জন্য একটি বিশাল ধাক্কা। মারকাযী দারুল উলূম জামি'আহ সালাফিয়্যাহ বানারাসের ছহীহুল বুখারীর শিক্ষক ছিলেন তিনি। আমার জীবনে দেখা সালাফিয়্যার সেরা শিক্ষকদের তিনি একজন। আমার দেখা হিন্দুস্তানের সেরা আলেমদের তিন জনই জামি'আহ সালাফিয়্যার বাইরে অন্য কোথাও পড়াশোনা করেননি। তিনি তাদের মধ্যে একজন। আমি নিজেকে ধন্য মনে করি যে, আমি তার মতো আলেমে দ্বীনের সান্নিধ্য লাভ করতে পেরেছি।

আল্লাহ তা'আলা শায়খকে জান্নাতে সুউচ্চ মাক্বাম দান করুন-আমীন!

তথ্যসূত্র :

মাওলানা আব্দুল হাকীম আব্দুল মা'বূদ মাদানী, সালনামাহ তারীখে আহলেহাদীছ ২০১৮-১৯।

লেখা আহ্বান

নির্ভেজাল তাওহীদ ও বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রচার এবং সালাফে ছালেহীনের মূলনীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার বিশেষ লক্ষ্যে প্রকাশিত হচ্ছে 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ'-এর এক অনন্য মুখপত্র মাসিক 'আল-ইতিছাম'। তাই সংস্কারমনা বিজ্ঞ লেখকদের কাছে গবেষণাধর্মী লেখা উপহার দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এখানে আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক প্রবন্ধ, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংক্রান্ত নিবন্ধ, স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়, সাময়িক প্রসঙ্গ, মনীষীদের জীবনী, কবিতা এবং শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখার সুযোগ রয়েছে।

সম্মানিত লেখকগণকে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি

(১) লেখার উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বিশুদ্ধ আক্বীদার প্রচার ও প্রসার।

(২) লেখা আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিশ্লেষণমূলক ও গবেষণাধর্মী হতে হবে। তাই নির্ভরযোগ্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সহযোগিতা নিতে হবে।

(৩) তথ্যসূত্র অবশ্যই থাকতে হবে। (লেখকের নাম, বইয়ের নাম, ছাপার স্থান ও তারিখ, খণ্ড, পৃষ্ঠা ও অধ্যায় উল্লেখসহ)।

(৪) সহজ ভাষা, ছোট বাক্য, নির্ভুল বানান ও সংক্ষিপ্ত করণের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। লেখা কম্পি টারে টাইপকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫) অনুবাদ পাঠানোর ক্ষেত্রে মূল কপি সাথে পাঠাতে হবে।

উল্লেখ্য যে, লেখার সাথে লেখকের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:
ই-মেইল: monthlyalitisam@gmail.com
ডাক যোগাযোগ: প্রধান সম্পাদক, মাসিক আল-ইতিছাম
আল-জামি'আ'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী;
তুবা পুস্তকালয়, নওদাপড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
মোবাইল : ০১৭৫০-১২৪০৩০

- প্রধান সম্পাদক

কবিতা

প্রচেষ্টাই জীবন

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক মাহমূদ
শিক্ষক (অবঃ), মনিপুর স্কুল এন্ড কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।

টেংরা মাছের তিন কাঁটা, যদি খাড়া করে
বিশাল রাক্ষসী বোয়াল, ভয়ে দূরে সরে।
পিপীলিকা সদলবলে, যদি কামড়ে ধরে
দীর্ঘ দেহের মানুষটিও, বলে মা-বাবারে!
শিয়াল পণ্ডিত মধুর লোভে মৌচাকে দেয় হানা
মৌমাছিরা হুল ফুটিয়ে, দেয় ভীষণ যন্ত্রণা।
ধান থেকে চাল পৃথক শেষে, তুষ কুঁড়া চুলায় জ্বলে
অন্ন ও পিঠা পায়েসে, কার না তৃপ্তি হলে।
ভালো মন্দ এভাবে, হ্রাস বৃদ্ধি হবে
রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট, প্রজা কষ্ট পাবে।
ভালো রাজা ভালো মানুষ, কোথায় পাওয়া যায়?
ন্যায়ের কাজে দেয় যে সাজা, নীতিবাক্য তবু কয়।
বৃক্ষের শিকড় যদি, ছড়ায় মাটির গভীরে
নাহি তা শুকায় রোদে, টিকে থাকে ঝড়ে।
বেতন বই নাস্তা ফ্রি, উপবৃত্তি প্রাইমারিতে
পাঠে ছাত্র অনাগ্রহী, পরীক্ষায় ফেল নিশ্চিতে।
ভাগ্য বদলের চেষ্টা, যে জাতি করে না
আল্লাহও নারায থাকেন, তাদের সুপথ দেখান না।
অবাধ্যতার পথ ছেড়ে, ঈমান আনে যে জনা
সে মযবূত রশি ধারণ করে, যা কভু ছিঁড়ে না।
কুরআন সুন্নাহ রবের রজ্জু, আঁকড়ে ধরে যে জনা
এ রজ্জু কভু ছিঁড়ে না, আল্লাহ তাকে ছাড়েন না।

ক্বিয়ামতের আলামত

-আশরাফুল হক্ব,
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

ক্বিয়ামতের চিহ্নগুলো
দিনে দিনে বাড়ছে,
মুছল্লী ছাড়া মসজিদগুলো
সবার নযর কাড়ছে।
মূর্খরা সব নেতা সেজে
মঞ্চে ভাষণ ঝাড়ছে,
গায়ের জোরে ইচ্ছে মতো
অসহায়দের মারছে।
ক্বিয়ামতের আলামতগুলো
দিনে দিনে বাড়ছে,
আলেমদের ভুলগুলো আজ
মূর্খ মানুষ ধরছে।
ধনী-গরীব সবাই মিলে
মাদক সেবন করছে,
বেগানা সব নারীগুলো
যুবকদের নযর কাড়ছে।
ক্বিয়ামতের চিহ্নগুলো
দিনে দিনে বাড়ছে।

আমার গ্রাম

-বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম
ছাত্র (হিফয), আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

ছবির মতো গ্রামটি আমার কত যে সুন্দর
এই গ্রামেই বেড়ায় ঘেরা আমার সুন্দর ঘর।
সকালবেলা পাখির ডাকে ভাঙ্গে আমার ঘুম
শীতকালে কত মজার পিঠাপুলির ধুম।
কোকিল পাখি কত সুন্দর মায়াবী ডাক ডাকে
নদীর বালুচরে শিশুরা কত কিছু আঁকে।
সকালবেলা রাখাল ভাইয়া গরু চরাতে যায়
কৃষক মামা ধান কাটে আর মনের আনন্দে গায়।
ধান ক্ষেতে সোনালি হাসি দেখে মজা পাই
যিকির আর প্রশংসায় প্রভুর গান গাই।
ভোরবেলা পাখিরা সব করে কিচিরমিচির
কাশফুলে ভরে উঠে গ্রামের নদী তীর।
বৃষ্টির সময় বৃষ্টিতে ভিজতে ভারি মজা লাগে
ঝড়ের সময় আম কুড়াতে চলো সবার আগে।
ঝড়ের সময় আম কুড়াতে যায় কিশোরের দল
আম খেতেই মুখে আসে মিষ্টি রসের ঢল।
ফুলে ফলে কত সুন্দর মিষ্টি হাসি ঝরে
সবাই মিলে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে।

হালাল রূযী

-রেযাউল করীম
দেলদুয়ার, টাংগাইল।

হালাল ছাড়া হারাম জিনিস দেহে ঢুকালে
আমল করে লাভ হবে না যাবে বিফলে।
আমল কবুলের শর্ত হচ্ছে হালাল রূযী হওয়া
হারাম দ্বারা নাজাত কভু যাবে নাকো পাওয়া।
হারাম খেলে দিল মরে যায় শান্তি থাকে না মনে
সত্য কথার সাহস যোগায় হালাল রূযীর গুণে।
হারামভাবে আয় করলে হিসাব হবে কড়া
পরকালে রবের কাছে পড়বে কিন্তু ধরা।
হারাম মালের বরকত যে নষ্ট হয়ে যায়
দুঃখ ঘুচে হালাল দ্বারা শান্তি ফিরে পাই।
হারাম মালে দুঃখ আনে কষ্ট বাড়ে অতি
বরকত নেই হারাম মালে শুধু আছে ক্ষতি।

বাংলাদেশ সংবাদ

সারাদেশে প্রায় আড়াই হাজার চিকিৎসক করোনা আক্রান্ত

দেশে গত মার্চের শেষের দিকে করোনার প্রকোপ শুরুর পর থেকে ক্রমেই বাড়ছে চিকিৎসক-নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের আক্রান্তের সংখ্যা। মহামারি করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা দিতে গিয়েই তারা বেশিরভাগ করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। অনেকে মারাও গেছেন। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশের (বিএমএ) তথ্যমতে, এখন পর্যন্ত সারাদেশে ৭ হাজারের বেশি চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। শুধুমাত্র ঢাকাতেই ৮০২ জন চিকিৎসক করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন। বিএমএর তথ্যমতে, সারাদেশে ২৪৪৭ জন চিকিৎসক, ১৭৯২ জন নার্স এবং ২৮০৫ জন অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীসহ মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৭০৪৪ জন। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ও রোগের উপসর্গ নিয়ে এ পর্যন্ত ৬৯ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। আর করোনা এবং উপসর্গ নিয়ে সারাদেশে ৮ জন নার্স করোনাকালে মারা গেছেন। আক্রান্তদের মধ্যে ঢাকায় সর্বোচ্চ সংখ্যক আক্রান্ত হয়েছেন। রাজধানীতে এ পর্যন্ত ৮০২ জন চিকিৎসক, ৭৭২ জন নার্স এবং ৪৩৯ জন অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হন। বিএমএর তথ্যমতে, সারাদেশে ২০৪৫ জন নার্স করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে সরকারি হাসপাতালে ১৭৬৩ জন আর বেসরকারি হাসপাতালের ২৮২ জন নার্স আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ১০ জন আছেন গর্ভবতী। এই সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১ হাজার।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত বৈরূত, নিহত দেড় শতাধিক

গত ৪ আগস্ট লেবাননের রাজধানী বৈরূতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছে। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী এতে নিহত হন অন্তত ১৫৮ জন যার মধ্যে ৪ বাংলাদেশী নাগরিকও রয়েছেন, আহত ৬ হাজারের বেশি আর গৃহহীন হয়েছেন প্রায় ৩ লাখ মানুষ। তবে এটি কোনো হামলা নয় বলে জানিয়েছেন লেবানিজ কর্তৃপক্ষ। এই বিশাল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠে লেবাননের রাজধানী বৈরূত। আহতদের হাসপাতালে ভর্তির জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। আহতদের মধ্যে বাংলাদেশের নৌসেনার ১৯ জন কর্মীও আছেন। বাংলাদেশের নৌবাহিনীর জাহাজ বিএনএস বিজয় বৈরূত বন্দরে নোঙর করা ছিল। গত ছয় বছর ধরে ঐ গুদামে ২৭৫০ টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মজুত করে রাখা হয়েছিল। ২০১৪ সালে একটি মালবাহী জাহাজে করে ঐ রাসায়নিক এসেছিল। কাগজপত্রে গণ্ডগোল থাকায় বন্দর কর্তৃপক্ষ জাহাজের জিনিস বাজেয়াপ্ত করে। তারপরই ঐ রাসায়নিক গুদামে মজুত করা হয়। ঠিক করা হয়েছিল পরে নিলামের মাধ্যমে ঐ রাসায়নিক বাজারে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু গত ছয় বছরে সে কাজ করা যায়নি। শুধু তাই নয়, এই পরিমাণ রাসায়নিক যেখানে মজুত ছিল, সেখানে যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। বৈরূতের এই বিস্ফোরণকে লেবাননের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিস্ফোরণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিস্ফোরণে প্রায় গোটা রাজধানী কেঁপে ওঠে। বহু দূর পর্যন্ত ঘর-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কার্যত ধ্বসে গেছে গোটা শহর। বৈরূত থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সাইপ্রাস, সেখান থেকেও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

গ্রিসে ১০ হাজার মসজিদকে বানানো হয়েছে নাইট ক্লাব, থিয়েটার ও বিনোদনকেন্দ্র

গ্রিসে এক সময় ছিল মুসলিমদের ঐতিহ্য আর অহংকারের সব স্থাপনা। কিন্তু ওছমানী শাসনামলের পতনের পর থেকে সেখানে অনেক মসজিদ হয়েছে নাইট ক্লাব, থিয়েটার ও বিনোদনকেন্দ্র। নবায়নের নামে কিছু মসজিদ পরিণত করা হয়েছে চার্চে। গ্রিসে ওছমানী শাসনামলের ১০ হাজারের বেশি ইসলামী স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে। আয়া সোফিয়াকে ছালাতের জন্য খুলে দেওয়ায় গ্রিসের সমালোচনার জেরে অনেকেই দেশটিতে অবস্থিত ওছমানী স্থাপনাগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৪৬৮ সালে গ্রিসের থেসেলোনোকিতে হামজা বে মসজিদটি শুধু ছালাতের জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছর পর মসজিদের মিনার ভেঙে ফেলা হয়। মিনারের কারুকাজ এবং মূল্যবান পদার্থগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। ধ্বংস করে দেওয়া হয় কাঠের মিম্বার। ১৯২৭ সালে গ্রিসের ন্যাশনাল ব্যাংকের মালিকানায় আসার পর মসজিদটি বিক্রি করে দেওয়া হয়। সেখানে বানানো হয় দোকান ও সিনেমা। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত মসজিদটি হল হিসাবে ব্যবহার হয়। লোননিনা প্রদেশের নাদরা অঞ্চলের ফায়েক পাশা মসজিদও গির্জায় পরিণত করা হয়। ১৯৭০ সালে মসজিদটিকে বানানো হয় বিনোদনকেন্দ্র। বর্তমানে মসজিদটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। একইভাবে গ্রিসের রাজধানী এথেন্সসহ সারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মসজিদগুলো পরিত্যক্ত। ওছমানী শাসনের পরে রাজধানী এথেন্সের সবচেয়ে পুরনো মসজিদটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। যার মধ্যে সেনাবাহিনীর কারাগার এবং স্টোররুম হিসাবে ব্যবহার করার মতো ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে।

মুসলিম বিশ্ব

নতুন গিলাফে কা'বা : ১২০ কেজি সোনা, ১০০ কেজি রূপা ব্যবহার

প্রতি বছরের মতো এবারও জিলহজ্জের ৯ তারিখ পবিত্র কা'বার গিলাফ পরিবর্তন সম্পন্ন করেছে হারামাইন কর্তৃপক্ষ।

পবিত্র দুই মসজিদের জেনারেল প্রেসিডেন্সি বিভাগ কিং আবদুল আযীয কমপ্লেক্সের সার্বিক সহযোগিতায় কা'বার নতুন গিলাফ পরিবর্তন সম্পন্ন করে। গিলাফ পরিবর্তনের বিশেষ দল দক্ষতার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করে। কা'বার গিলাফ (কিসওয়াহ) বিশেষ মালবাহী গাড়িযাগে আনা হয়। গিলাফের ক্ষয়-ক্ষতি রোধে তাতে ব্যবহার করা হয় বিশেষ ধরনের ধাতব পদার্থ। যরূরী প্রয়োজনে থাকে দক্ষ প্রযুক্তি কর্মীর দল ও বিশেষ গাড়ির ব্যবস্থা। গিলাফের ওপর স্বর্ণের প্রলেপকৃত রূপার সুতোয় সুচারুরূপে লেখা থাকে, 'ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্য। এতে আরও লেখা থাকে, 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' 'সুবহানাল্লাহিল আযীম' ও 'ইয়া দায়্যান, ইয়া মান্নান'। গিলাফটি তৈরিতে ৬৭০ কেজি কালো বর্ণের কাঁচা রেশম, ১২০ কেজি স্বর্ণ ও ১০০ কেজি রূপার তার ব্যবহার করা হয়।

ফিলিস্তীনের করোনা পরীক্ষা কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরাঈল

অধিকৃত পশ্চিম তীরের (West Bank) দক্ষিণে হেবরন শহরে ফিলিস্তীনের একটি করোনাভাইরাস পরীক্ষা কেন্দ্র গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ। এমন এক সময় ইসরাঈলী কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষা কেন্দ্রটি গুঁড়িয়ে দিল, যখন দ্বিতীয় দফায় সংক্রমণ ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছে পশ্চিম তীর। এর আগে করোনা রোধে মার্চে কঠোর লকডাউন দিয়েছিল পশ্চিম তীরের কর্তৃপক্ষ। এর ফলে সফলভাবে করোনার প্রথম দফার সংক্রমণ ঠেকাতে সক্ষম হয়েছিল সেখানকার কর্তৃপক্ষ। পশ্চিম তীরের সবচেয়ে বড় শহর এবং ফিলিস্তীনী অথরিটির (PA) অর্থনীতির পাওয়ারহাউজ হচ্ছে হেবরন শহর। কিন্তু এখানে করোনা অনেকটা জেঁকে বসেছে। হেবরন মিউনিসিপ্যালিটি সেখানে একটি করোনাভাইরাস ক্রাইসিস সেন্টার তৈরি করেছিল।

ঘানায় ৬৮৩১ জনের ইসলাম গ্রহণ

ঘানার বিভিন্ন অঞ্চলের ১৫ গ্রামে ৬৮৩১ জন ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে দাবি করেছে মুসলিম মিশনারি সংস্থা 'মুওয়াসসাতু নুমা আল-খায়ের'। সংস্থার দাবী অনুযায়ী, ১৫টি অমুসলিম গ্রাম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে, যেখানে আগে কোনো মুসলিম ছিল না। নুমা আল-খায়ের এসব গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। সংস্থাটি নওমুসলিমদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করছে, তীব্র পানি সংকটে থাকা এসব গ্রামে খাবার পানির জন্য গভীর কূপ খনন করছে এবং ৫৮টি পশু কোরবানী করে গোশত বিতরণ করেছে। এ ছাড়া এসব গ্রামে সাত জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে নুমা আল-খায়ের। উল্লেখ্য, নুমা আল-খায়ের ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এরা আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের কাজ করে।

দুবাইয়ের মসজিদে কোড স্ক্যান করে পড়া যাবে ছাহাবীদের জীবনী

কিউআর (QR) কোড স্ক্যান করে মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর ছাহাবীদের জীবনী পড়া যাবে দুবাইয়ের মসজিদগুলোয়। দেশটির 'দি ইসলামিক অ্যাফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটেবল অ্যাক্টিভিটিজ ডিপার্টমেন্ট ইন দুবাই' (IACAD) এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তারা মসজিদের সাইনবোর্ডে এমন কিউআর কোড স্থাপন করবে, যা স্ক্যান করলে মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর বিখ্যাত ছাহাবীদের জীবনী পাঠ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -এর পরিবার ও বিখ্যাত ছাহাবীদের নামে স্থাপিত মসজিদগুলোয় এই আয়োজন থাকবে। যেমন আবুবকর, ওমর, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযিয়াল্লা-হু আনহুম প্রমুখ।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

স্মার্ট মাস্ক ও গগলস উদ্ভাবন মরক্কোর কিশোরের

লকডাউনের ছুটিতে করোনা প্রতিরোধক ফেস মাস্ক ও গগলস তৈরি করেছে মরক্কোর মুহাম্মাদ বিলাল হামুতি নামের এক কিশোর। ১১ বছর বয়সী খুদে আবিষ্কারক মুহাম্মাদ বিলাল হামুতি বেশির ভাগ সময় বিভিন্ন ইলেকট্রিক প্রকল্প উদ্ভাবন ও তা বাস্তবায়নের পেছনে ব্যয় করে। এই বিশেষ ডিভাইসটির কাজ হলো যদি গগলস পরিধানকারী থেকে অন্যের দূরত্ব এক মিটারের চেয়ে কম হয়, তখন তাতে সতর্ক সংকেত বাজতে শুরু করবে। তার উদ্ভাবিত মাস্কে বিশেষ সেন্সর বসানো হয়েছে। ফলে কেউ যদি মাস্ক পরিধানকারীর এক থেকে দুই মিটারের মধ্যে চলে আসে তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাক ও মুখ ঢেকে যাবে। ঘরের বাইরে বিশেষত উষ্ণ আবহাওয়ায় যারা কাজ করে, তাদের কথা চিন্তা করে এই মাস্ক তৈরি করা হয়েছে।

হাজীদের সুরক্ষায় স্মার্ট ব্রেসলেট ব্যবহার

প্রথমবারের মতো এবারের সীমিত হজ্জে সব হাজীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা হয়েছে 'টেটমেন' নামের অত্যাধুনিক ব্রেসলেট। এবারের নির্বাচিত হাজীদের গতিবিধি কঠোর নযরদারিতে রাখতে এমন অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। ব্রেসলেটের মাধ্যমে হাজীদের সার্বিক কার্যক্রম ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি হজ্জ কর্তৃপক্ষ নযরদারি করে। ব্রেসলেটটি ব্লুটুথ প্রযুক্তির সাহায্যে হাজীদের মোবাইল ফোনে সংযুক্ত। একাধারে ৩০ দিন পর্যন্ত চার্জবিহীন ব্যবহার করা যায় এটি। ডিভাইসটি হাতের কব্জিতে লাগানো থাকে। ব্রেসলেটের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে কিংবা তা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করা হলে কর্তৃপক্ষ সরাসরি তা জানতে পারে। এ ছাড়াও হজ্জের পর হোম কোয়ারেন্টিনে থাকা নিশ্চিত করা যাবে এ ব্রেসলেটটির সাহায্যে। করোনা মহামারি রোধে কঠোর স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা হয়েছে এবারের হজ্জে। পবিত্র কা'বা ত্বাওয়াফ, সাঈ ও অন্যান্য স্থানে নিরাপদ দূরত্ব ও অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করা হয়।

সওয়াল-জওয়াব

ফাতাওয়া বোর্ড, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

প্রশ্ন (১) : ইছালে ছওয়াব মাহফিলে দান করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
পবা, রাজশাহী।

উত্তর : আমলসমূহের ছওয়াব রাসূলুল্লাহ ﷺ বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে বখশে দেওয়াকে 'ইছালে ছওয়াব' বলা হয়। আর এ উপলক্ষ্যে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাকে বলা হয় 'ইছালে ছওয়াব মাহফিল'। এ ধরনের অনুষ্ঠান করা স্পষ্ট বিদ'আত। কারণ এ আমল রাসূলুল্লাহ ﷺ, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন থেকে প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৮)। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু উদ্ভাবন করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত' (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৯৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৫৮৯; মিশকাত, হা/১৪০)। সুতরাং এ ধরনের বিদ'আতী অনুষ্ঠানে দান করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেননা সেখানে দান করলে বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা হবে। আর এমন কাজে সহযোগিতা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাক্বওয়া ও কল্যাণকর কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' (মায়েদাহ, ২)। তাছাড়া প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম (ছহীহ ইবনু খুযায়মা, হা/১৭৮৫)।

উল্লেখ্য যে, ছওয়াব পৌঁছানোর মাত্র দু'টি পথ রয়েছে। (১) মৌখিক দু'আ। ওছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন মাইয়্যেতের দাফন কাজ সম্পন্ন করতেন, তখন সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। অতঃপর তাঁর ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকার জন্য দু'আ করো। কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে' (আবুদাঊদ, হা/৩২২১; মিশকাত, হা/১৩৩, সনদ ছহীহ)। (২) দান-ছাদাক্বাহ করা। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গিয়েছেন। আমার ধারণা, তিনি যদি কিছু বলার সুযোগ পেতেন তাহলে কিছু দান করতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ হতে দান করি, তাহলে তিনি কি ছওয়াব পাবেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ' (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১০০৪; মিশকাত, হা/১৯৫০)।

প্রশ্ন (২) : ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেছেন। যদি ঋণদাতা তাকে ক্ষমা করে দেন, তাহলে তিনি কী পরিমাণ ছওয়াব পাবেন?

-সাকিবুল ইসলাম
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : ঋণগ্রহীতা অস্বচ্ছল ও ঋণ পরিশোধে অপারোগ হলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। যদি কোনো ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার ঋণ মাফ করে দেন, তাহলে আল্লাহ তার দুনিয়ায় চলার পথকে সহজ করে দিবেন এবং পরকালের বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর ঋণগ্রহীতা যদি অস্বচ্ছল হয়, তাহলে তাকে স্বচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত সময় দিতে হবে। আর ছাদাক্বাহ করে দেওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা জানতে' (বাক্বারাহ, ২৮০)। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মুমিনের দুনিয়ার কষ্টসমূহ হতে কোনো কষ্ট দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার ক্বিয়ামতের কষ্টসমূহের মধ্য হতে কোনো কষ্ট দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব সহজ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার অভাব সহজ করে দিবেন...' (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯; মিশকাত, হা/২০৪)। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে কর্মচারীদেরকে বলত, কোনো ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে ক্ষমা করে দিয়ো। হয়তো এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর আল্লাহর নিকট পৌঁছলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৩৪৮০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৬২; মিশকাত, হা/২৯০১)।

প্রশ্ন (৩) : তিন বা পাঁচ বছর মেয়াদে আম বাগান বিক্রি করা যাবে কি?

-আব্দুল কাদের
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ফল পরিপক্ব হওয়ার পূর্বে এবং এক সাথে কয়েক বছরের জন্য বাগান বিক্রি করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। নবী ﷺ মু'আওয়ামাহ বা কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন (আবুদাঊদ, হা/৩৩৭৫)। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (কোনো প্রকার গাছ বা বাগানের ফল) কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং (বিক্রিত ফল ক্রেতা কর্তৃক) সংগ্রহের পূর্বে যা নষ্ট হয়, তার মূল্য কর্তন করতে নির্দেশ দিয়েছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৬, ১৫৫৪; মিশকাত, হা/২৮৪১)। জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'তুমি যদি তোমার মুসলিম ভাইয়ের কাছে (তোমার বাগানের বা গাছের) ফল বিক্রি করো, অতঃপর তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বেই যদি তা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার কাছ থেকে

কোনো মূল্য গ্রহণ করা তোমার জন্য বৈধ নয়। তুমি তোমার ভাইয়ের প্রাপ্য না দিয়ে কিসের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করবে?' (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৪; মিশকাত, হা/২৮৪২)। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের ফল পরিপক্ব না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে নিষেধ করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/২১৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৪; মিশকাত, হা/২৮৩৯)। ছহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর লাল বা হলুদ বর্ণের এবং শীষ জাতীয় বস্তু সাদা বর্ণের না হওয়া এবং কোনো রোগ-বালায় থেকে আশঙ্কামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৩৫; মিশকাত, হা/২৮৩৯)। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল পরিপক্ব হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞেস করা হলো, পরিপক্বতা কী? তিনি বললেন, ফল লাল হওয়া। তিনি আরও বললেন, দেখো যদি আল্লাহ তা'আলা ফল ধরা বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের কেউ (বিক্রেতা) কিসের বিনিময়ে তার ভাইয়ের মাল (ফলের মূল্য) নিবে? (ছহীহ বুখারী, হা/২১৯৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৫; মিশকাত, হা/২৮৪০)। অতএব, উক্ত পদ্ধতিতে বাগান বিক্রি করলে তা হারাম হবে।

প্রশ্ন (৪) : সক্ষম ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-সাদ্দাম হোসেন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তর : সক্ষম ব্যক্তিকে ফরয ছালাত দাঁড়িয়েই আদায় করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করো, না পারলে বসে, না পারলে পার্শ্বদেশের উপর ভর দিয়ে' (ছহীহ বুখারী, হা/১১১৭; মিশকাত, হা/১২৪৮)। তবে নফল বা সুন্নাত ছালাত বসে আদায় করতে পারে। এক্ষেত্রে তার ছওয়াব কম-বেশি হবে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা উত্তম। যে ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করে, সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি শুয়ে ছালাত আদায় করে, সে বসা ব্যক্তির অর্ধেক ছওয়াব পাবে' (ছহীহ বুখারী, হা/১১১৫-১১১৬; মিশকাত, হা/১২৪৯)। তবে অসুস্থ ব্যক্তি তার শারিরীক সুবিধানুযায়ী ছালাত আদায় করবে। এক্ষেত্রে তার ছওয়াব কম-বেশি হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ছালাত দাঁড়িয়ে আদায় করো, না পারলে বসে, না পারলে পার্শ্বদেশের উপর ভর দিয়ে' (ছহীহ বুখারী, হা/১১১৭; মিশকাত, হা/১২৪৮)।

প্রশ্ন (৫) : বর্তমানে ইলেকট্রিক শর্টের মাধ্যমে নরম ও পাতলা চুল শক্ত ও খাড়া করা যায়। স্টাইল বা সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে এমনটি করা যাবে কি?

-সুজন
ডেমরা, ঢাকা।

উত্তর : না, যাবে না। কেননা বর্তমানে যে পদ্ধতিতে চুলের স্টাইল করা হচ্ছে তা ইয়াহূদী-খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক ও নির্বোধদের স্টাইলের অন্তর্ভুক্ত, যা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের অনুসরণ করল, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' (আবুদাঊদ, হা/৪০৩১; মিশকাত, হা/৪৩৪৭)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুলকে 'কাযা' করতে নিষেধ করেছেন। 'কাযা' হলো, কপালের উপরে কিছু চুল রেখে মাথার বাকী চুল ফেলে দেওয়া। তেমনিভাবে মাথার চুল একপাশে রেখে অপর পাশ থেকে কাটা (ছহীহ বুখারী, হা/৫৯২০-৫৯২১)। অনুরূপ পিছনের অংশ ছোট করে রাখা ও সামনের অংশ বড় করে রাখা ঠিক নয় (ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ, ২৫/৩৬৪)।

প্রশ্ন (৬) : মৃত ব্যক্তিকে কবরে যে প্রশ্ন করা হবে তা আমল ভিত্তিক না-কি আক্বীদা ভিত্তিক?

-আব্দুল বারী
গদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : কবরে মৃত ব্যক্তিকে মৌলিক তিনটি প্রশ্ন করা হবে। (১) তোমার প্রতিপালক কে? (২) তোমার দ্বীন কী? (৩) ঐ ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল? মুমিন ব্যক্তি উক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিলে তাকে আরও দু'টি প্রশ্ন করা হবে। (ক) তুমি এগুলো কীভাবে জানতে পেরেছ? (খ) তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? কিন্তু কাফের ব্যক্তি উক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে বলবে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না (আবুদাঊদ, হা/৪৭৫৩; মিশকাত, হা/১৩১; ইবনু মাজাহ, হা/৪২৬৮; মিশকাত, হা/১৩৯)। অতএব, প্রশ্নগুলোর ধরন থেকে বুঝা যায় যে, সেগুলো আমল ও আক্বীদা উভয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

প্রশ্ন (৭) : প্রাইম ইন্সুরেন্স লিমিটেড-এর বীমা কি শরী'আত সম্মত?

-মাইনুল ইসলাম
নাটোর সদর, নাটোর।

উত্তর : বীমার ধারণাটাই ইসলামী অর্থনীতির বিরোধী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুসঙ্গ। ইসলামী শরী'আতে ব্যবসা-বাণিজ্য মাত্র দু'ধরনের : (১) 'মুশারাকাহ' (مشاركة) অর্থাৎ শরীকানা ব্যবসা। এতে লাভ অংশহারে বণ্টন হবে। অর্থাৎ যার যেমন অর্থ থাকবে, সে তেমন লভ্যাংশ পাবে (আবুদাঊদ, হা/৪৮৩৬, সনদ ছহীহ; বুলূগুল মারাম, হা/৮৭০; নায়লুল আওতার, হা/২৩৩৪-৩৫)। (২) 'মুযারাবাহ' (مضاربة) অর্থাৎ এক জনের অর্থ এবং অপর জনের ব্যবসা। যাতে লাভ চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হবে (দারাকুৎনী, হা/৩০৭৭; মুওয়াত্ত্বা, হা/২৫৩৫; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৪৭২, ৫/২৯২; বুলূগুল মারাম, হা/৯০৫, মওকূফ ছহীহ)। বর্তমান যুগে অনেক প্রতারণাপূর্ণ বীমা ও ব্যবসা বেরিয়েছে যা থেকে বেঁচে থাকা

মুমিনের কর্তব্য। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' (ছহীহ মুসলিম, হা/১০২; মিশকাত, হা/২৮৬০)। তিনি বলেন, 'তুমি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে নিঃসন্দেহের দিকে ধাবিত হও' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭২৩; তিরমিযী, হা/২৫১৮; নাসাঈ, হা/৫৭১১; মিশকাত, হা/২৭৭৩)। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহে পতিত হলো, সে হারামে পতিত হলো' (ছহীহ বুখারী, হা/৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৯; মিশকাত, হা/২৭৬২)। প্রচলিত ইসলামী বীমাসমূহ স্পষ্টভাবে হালাল নয়, বরং সন্দেহ যুক্ত। তাই এ থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

প্রশ্ন (৮) : সূরা আল-বাক্বারার শেষ আয়াত পাঠান্তে কি আমীন বলা যাবে?

-রাজিবুল ইসলাম
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : সূরা আল-বাক্বারার শেষ আয়াত পাঠান্তে আমীন বলার ব্যাপারে কোনো ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। তবে মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লা-হু আনহু কর্তৃক 'আমীন' বলার প্রমাণে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/৮০৬২; ইবনু জারীর, হা/৬৫৪১; ইবনু কাছীর, ১/৭৩৮)।

প্রশ্ন (৯) : তাশাহুদ-এর কোনো শানে নুযূল আছে কী?

-যিয়াউর রহমান
ব্যাটালিয়ান বিজিবি ৪২, দিনাজপুর।

উত্তর : 'শানে নুযূল' শব্দের অর্থ 'অবতরণের প্রেক্ষাপট'। শব্দটি সাধারণত কুরআন মাজীদের সূরা বা আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। আর হাদীছ বর্ণিত হওয়ার বিশেষ কোনো কারণ থাকলে সেটাকে বলা হয় 'শানে উরূদ'। তাশাহুদের শানে উরূদ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছালাত আদায় করতাম, তখন বলতাম, 'আল্লাহর বান্দাদের পক্ষ থেকে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। উমুক ও উমুকের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তখন নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহর উপর শান্তি বর্ষিত হোক' এ কথা তোমরা বলো না। কারণ আল্লাহই হলেন 'সালাম' বা শান্তিদাতা। বরং তোমরা বলো, 'আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াছ ছলাওয়াতু ওয়াত্ব ত্বয়্যিবাতু, আস-সালামু আলায়কা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস-সালামু আলায়না ওয়া 'আলা ইবাদিল্লাহিছ ছলেহীন' যখন তোমরা এভাবে বলবে তখন আসমান বা আসমান-যমীনে থাকা সকল বান্দার উপর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হবে। এরপরে বলবে, 'আশহাদু আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু'। অতঃপর যা খুশী দু'আ করবে (ছহীহ বুখারী, হা/৮৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০২; মিশকাত, হা/৯০৯)।

প্রশ্ন (১০) : নেককার জিন জাতি জান্নাতে প্রবেশ করবে কি?

-হাসিনুর রহমান
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : হ্যাঁ, সৎকর্মশীল মানুষের ন্যায় সৎকর্মশীল জিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে উভয় জাতির জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করে শরী'আতের বিধান নির্ধারিত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি জিন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি' (যারিয়াত, ৫৬)। সৎকর্মশীল জিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'তারা (জিনরা) বলল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাব শুনে এসেছি, যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এ কিতাব পূর্ববর্তী সকল কিতাবের প্রত্যায়ন করে, সত্যধর্ম ও সরলপথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মান্য করো এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো। তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন' (আহক্বাফ, ৩০-৩২)। আর যারা ঈমান আনবে ও সৎকর্ম সম্পাদন করবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা হোক জিন বা মানুষ। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস' (কাহ্ফ, ১০৭)।

প্রশ্ন (১১) : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করলে দরূদ পড়তে হবে না-কি সালাম দিতে হবে?

-হাসিনুর রহমান
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর যিয়ারত করার সময় সর্বপ্রথম সালাম দিতে হবে। সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে কবরস্থানে পৌঁছে কবর যিয়ারতের দু'আ পাঠ করাই যথেষ্ট হবে। দু'আটি হলো,

أَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ.

উচ্চারণ : আস-সালামু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হিকূন। **অর্থ :** মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছি (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৪; মিশকাত, হা/১৭৬৭)। অথবা নিচের দু'আটিও পাঠ করা যেতে পারে,

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ.

উচ্চারণ : আস-সালামু ‘আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আস-সালামু ‘আলাইকা ইয়া আবা বাকরিন, আস-সালামু ‘আলাইকা ইয়া উমার। **অর্থ :** হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। হে আবুবকর! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। হে ওমর! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক (আস-সুনানুল কুবরা বায়হাক্বী, হা/১০৫৭০, সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (১২) : কেউ কবরস্থানে গেলে মৃত ব্যক্তিরা কি তা বুঝতে পারে?

-রাশিদুল ইসলাম
খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তর : না, কোনো ব্যক্তি কবরস্থানে গেলে মৃত ব্যক্তিরা তাদের ব্যাপারে কোনো কিছু বুঝতে ও শুনতে পারে না। কেননা মানুষ যখন কবরস্থ হয়ে যায়, তখন সে বারযাখি জগতে চলে যায়। যে জগতের সাথে দুনিয়া জগতের কোনো প্রকারের সম্পর্ক থাকে না। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আপনি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেন না এবং বধিরকেও আপনার আহ্বান শোনাতে পারবেন না, যখন তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে’ (রূম, ৫২)। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, ‘(হে রাসূল!) আপনি কবরে শায়িতদের শোনাতে সক্ষম নন’ (ফাতির, ২২)। উল্লেখ্য, কয়েকটি হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃতরা জীবিতদের আওয়ায শুনতে পায়। যেমন: ১. মৃতকে কবরস্থ করে রেখে আসার সময় কবরস্থ ব্যক্তি ফিরে আসা ব্যক্তিদের জুতার আওয়ায শুনতে পায়’ (ছহীহ বুখারী, হা/১৩৩৮)। ২. বদর প্রান্তরে অবস্থিত একটি নোংরা ও আবর্জনাপূর্ণ কূপে ২৪ জন কুরাইশ নেতার লাশ নিক্ষেপ করা হলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কূপের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ান এবং কূপে নিক্ষিপ্ত মরদেহ ও তাদের বাপ-দাদার নাম ধরে ডেকে বলতে লাগলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পারছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে এখন খুশী হতে পারতে? আল্লাহ আমাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন আমরা তা পুরোপুরি সঠিক পেয়েছি। তোমরা কি তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সঠিক পেয়েছ? তখন ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে সমস্ত দেহে প্রাণ নেই আপনি তাদের সাথে কথা বলছেন? নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমি যা বলেছি, তা তোমরা তাদের চাইতে অধিক শুনতে পাওনি। অন্য বর্ণনায় আছে, তোমরা তাদের অপেক্ষা অধিক শুনতে পাওনি; কিন্তু তারা জবাব দিতে পারে না (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৭৬, ১৩৭০; ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৭৩; মিশকাত, হা/৩৯৬৭)। ৩. নাসাঈর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা এখন তোমাদের চেয়ে অধিক শুনতে পাচ্ছে’ (নাসাঈ, হা/২০৮৮) ইত্যাদি। এর সমাধান হলো, প্রথমত, এসব ঘটনা ব্যক্তি, অবস্থা ও সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। কেননা দাফনকৃত ব্যক্তি ফিরে আসা ব্যক্তিদের জুতার আওয়ায শুনার বিষয়টি মূলত নব্য দাফনকৃত ব্যক্তি ও সে সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। দ্বিতীয়ত, মুশরিক নেতাদের শুনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘এখন’ কথাটি উল্লেখ করেছেন। যা সে সময়ের সাথে নির্দিষ্ট ছিল। এ মর্মে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ক্বাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে জীবিত করেছেন, যাতে করে তিনি তাদেরকে তিরস্কার, ক্ষুদ্রকরণ, ঘৃণা, পরিতাপ ও অনুশোচনার কথা শুনাতে পারেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৭৬)।

প্রশ্ন (১৩) : কুরআন মাজীদের ভিতরে কোনো টাকা-পয়সা, কাগজ বা কাপড় রাখা ঠিক হবে কি?

-আক্বীমুল ইসলাম
জোতপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : কুরআন মাজীদের অসম্মান হয় এমন কাজ করা হতে বিরত থাকতে হবে। কেননা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহান আল্লাহর একটি বড় নিদর্শন। এ মর্মে তিনি বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ‘কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) নির্দশনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ে আল্লাহভীতির বহিঃপ্রকাশ (হজ্জ, ৩২)। এই কুরআনকে আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেছেন তেলাওয়াত, গবেষণা, ও আমল করার জন্য। টাকা-পয়সা, কাপড়, কাগজ ইত্যাদি রাখার জন্য নয়। সুতরাং কুরআনকে তার যথাযথ মর্যাদা দান করতে হবে এবং এ জাতীয় জিনিসপত্র রাখা হতে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১৪) : অসুস্থ ব্যক্তি শুয়ে ছালাত আদায় করার সময় মাথা বা পা কোন দিকে রাখবে?

-সুজন মিঞা
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : অসুস্থ ব্যক্তি সম্ভবপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করবে (ইসলাম সওয়াল-জওয়াব, ২৯৪০৮৮)।

প্রশ্ন (১৫) : শুকরিয়ার সিজদা কীভাবে দিতে হবে? এতে নির্দিষ্ট কোনো দু‘আ পাঠ করতে হবে কি?

-আমীনা আখতার
শেরপুর।

উত্তর : স্বাভাবিকভাবে সিজদা দেওয়ার মতোই শুকরিয়ার সিজদা দিতে হবে। তবে তা একটি দেওয়াই যথেষ্ট। এতে দু‘আও পাঠ করা যায় (ফাতাওয়া ইবনে বায, ১১/৩৮৯)। আবু বাকরা রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কোনো আনন্দ-সংবাদ বা এমন কিছু পৌঁছত যা দ্বারা তিনি খুশী হতেন, তখন তিনি আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যেতেন (আবুদাঊদ, হা/২৭৭৪; মিশকাত, হা/১৪৯৪)।

প্রশ্ন (১৬) : আমি একজন তালাকপ্রাপ্তা মেয়েকে তার পরহেযগারিতার কারণে বিয়ে করতে চাই। তার এই তালাকের বিষয়টি আমার পরিবাব-পরিজনের নিকট গোপন রেখে তাকে বিবাহ করা যাবে কি?

-কামরুল ইসলাম
বগুড়া সদর।

উত্তর : তালাকপ্রাপ্তা বা বিধবা হওয়া দোষনীয় কিছু নয়। কেননা এগুলো শরী‘আত অনুমোদিত বিষয়। কাজেই মেয়ের

এমন দোষ গোপন রেখে বিবাহ ক তে পারে। বরং গোপন রাখা যদি কল্যাণকর হয় তবে তা গোপন লো। এছাড়া অন্য কোনো দোষ হলে তা প্রকাশ ক লো। কেননা নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিবাহে ক্ষেত্রে ব -কনের ভালো-মন্দ অবগত হতে বলেছেন (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৮১৬২; তি হ রেমী, হা/২১৭২; মিশকাত, হা/৩১০৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)। তাছাড়া এর মাধ্যমে পরবর্তীতে সংসারে বিবাদ সৃষ্টির সন্দেহ বা সংশয় দূর হয়। হাসান ইবনু আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কাজে মনে খটকা লাগে, সে কাজ পরিহার করে খটকাহীন কাজ অবলম্বন করো। কেননা সত্য অকাট্য এবং মিথ্যা সংশয়পূর্ণ' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭২৩; তিরমিযী, হা/২৫১৮; নাসাঈ, হা/৫৭১১; মিশকাত, হা/২৭৭৩)।

প্রশ্ন (১৭) : 'ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু মসজিদ থেকে মহিলাদের বের করে দিতেন' -মর্মে মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৫২০১; সুনানুল কুবরা, হা/৫৪৪১; আল-মু'জামুল কাবীর, হা/৯৪৭৫ বর্ণনাটি ছহীহ কি?

-মো ঃ রোকনুযযামান
সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তর : ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু কর্তৃক মহিলাদেরকে মসজিদ হতে বের করে দেওয়ার হাদীছটি ছহীহ। হাদীছটি আবু আমর আশ-শায়বানী রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/৩৪৯; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৫২০১)। উল্লেখ্য যে, ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু মহিলাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে আসতে নিষেধ করতেন না। বরং তিনি তাদেরকে জুম'আর ছালাতে আসতে নিষেধ করতেন (ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, হা/৩৪৯; মু'জামুল কাবীর, হা/৯৪৭৫)। অবশ্য এটা ছিল তার ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। কেননা এ মর্মে আর কোনো হাদীছ বা ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত বাড়িতে পড়া ভালো (আবুদাঊদ, হা/৫৭০)। তাদের জন্য জুম'আর ছালাত মসজিদে পড়া ভালো (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪২; মিশকাত, হা/১০৮২)। আর ঈদের মাঠে যাওয়া তাদের জন্য উত্তম (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০; মিশকাত, হা/১৪৩১)।

প্রশ্ন (১৮) : আমি একজন সিমেন্ট ব্যবসায়ীকে কিছু টাকা দিয়ে তার ব্যবসায় শরীক হয়েছি। তিনি মাসে মাসে তার লভ্যাংশ থেকে অনির্ধারিতভাবে কিছু টাকা আমাকে দিয়ে থাকেন। ঐ টাকা কি আমার জন্য বৈধ হবে?

-গোলাম ছামদানী
সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে দু'ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ নয়। একটির নাম 'মুশারাকাহ' (مشاركة) অর্থাৎ শরীকানা ব্যবসা। এতে লাভ অংশহারে বণ্টন হবে। অর্থাৎ যার যেমন অর্থ থাকবে, সে তেমন লভ্যাংশ পাবে (আবুদাঊদ, হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম, হা/৮৭০; নায়লুল আওতার, হা/২৩৩৪-৩৫)। অপরটির নাম 'মুযারাবাহ' (مضاربة) অর্থাৎ এক জনের অর্থ এবং অপর জনের ব্যবসা। যাতে লাভ চুক্তি অনুযায়ী বণ্টন হবে (দারাকুৎনী, হা/৩০৭৭; মুওয়াত্ত্বা, হা/২৫৩৫; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৪৭২, ৫/২৯২; বুলূগুল মারাম, হা/৯০৫, মওকূফ ছহীহ)। প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যবসা এ দুইটির মধ্যে কোনোটির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে লভ্যাংশ অনির্ধারিতভাবে নয় বরং চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে।

প্রশ্ন (১৯) : আমার পিতা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি বিজিবিতে চাকরি করতেন। কয়েক বছর পূর্বে তিনি মারা গেছেন। তার পেনশনের টাকা ও মুক্তিযোদ্ধার ভাতা আমার আম্মা এখনো পেয়ে থাকেন। উক্ত পেনশন ও ভাতার টাকা দিয়ে কি তিনি হজ্জ করতে পারবেন?

-রায়হান
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : পেনশন ও ভাতার টাকা ব্যতীত পরিশ্রমের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দিয়ে হজ্জ করাই উত্তম। কেননা মানুষের নিজ হাতের উপার্জন সবচেয়ে পবিত্র। রাফে' ইবনু খাদীজ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন উপার্জন সবচেয়ে পবিত্র? তিনি বললেন, মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেক বৈধ ব্যবসা (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৭৩০৪; মিশকাত, হা/২৭৮৩)।

প্রশ্ন (২০) : বাড়ি থেকে গাড়ী যোগে প্রায় ১০০ কিমি পথ অতিক্রম করে পরীক্ষা দিতে যেতে হয়। পরীক্ষা শুরু হয় বেলা ১ টায় এবং শেষ হয় বিকাল ৫ টায়। এ কারণে যোহর, আছর ও মাগরিবের ছালাত সঠিক সময়ে আদায় করতে পারি না। আমি কি ফজরের ছালাতের পরপরই উক্ত তিন ওয়াক্ত ছালাত একসাথে আদায় করতে পারি? এ ব্যাপারে করণীয় কী?

-রুবেল মিঞা
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ফজর ছালাতের পরপরই উক্ত তিন ওয়াক্ত ছালাত একসাথে আদায় করা যাবে না। তবে এ সময় পরীক্ষার হলে যাওয়ার পূর্বে যোহরের ওয়াক্ত হওয়া মাত্রই যোহর ও আছরকে জমা করতে পারে। কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোনো কারণ ছাড়াই দুই ছালাতকে একসাথে জমা করেছেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শত্রুর ভয় ও বৃষ্টির কারণ ছাড়াই মাদীনাতে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার ছালাত একত্রে আদায় করেছেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু -কে এর

কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তার উম্মত যেন কোনো অসুবিধায় না পড়ে সেজন্যই তিনি এরূপ করেন (আবুদাঊদ, হা/১২১১; তিরমিযী, হা/১৮৭)।

প্রশ্ন (২১) : জুম'আর ফরয ছালাতের পরে যে চার রাক'আত ছালাত আদায় করা হয় তা এক সালামে পড়তে হবে নাকি দুই সালামেও পড়া যাবে?

-মুহাম্মাদ কাউছার
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তর : জুম'আর উক্ত চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালাম বা দুই সালাম উভয় পদ্ধতিতে পড়া যাবে। ইবনু ওমর (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) দিনে নফল পড়লে এক সাথে চার রাক'আত পড়তেন (তিরমিযী, হা/৫৯৭; তোহফা, ২/২৯০)। নবী করীম (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'রাতের এবং দিনের ছালাত দুই দুই রাক'আত করে' (ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১১৫১; ছহীহুল জামে', হা/৩৮৩১, ৩৮৩২)।

প্রশ্ন (২২) : ঋতুবতী মহিলারা কি দৈনন্দিন পঠিতব্য দু'আ-দরূদ পড়তে ও আযানের জবাব দিতে পারবে?

-মাসঊদ
শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তর : মূল কুরআনকে স্পর্শ করে তেলাওয়াত করা ও বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করা ছাড়া ঋতুবতী অবস্থায় মহিলারা দৈনন্দিন পঠিতব্য প্রয়োজনীয় দু'আ-দরূদ, আযানের জওয়াব ও দু'আ এবং সকল প্রকার তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীর পাঠ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর যামানায় ঋতুবতী মহিলাগণ ঈদের খুৎবা ও দু'আয় শরীক হতেন। উম্মু আত্বীয়া (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ঈদের দিনে ঋতুবতী ও পর্দানশিন মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে বের করার জন্য আমাদের আদেশ করা হয়েছে। তবে ঋতুবতী মহিলারা মুছল্লা থেকে পৃথক থাকবে এবং মুসলিমদের জামা'আতে ও দু'আতে শরীক হবে (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/৮৯০; মিশকাত, হা/১৪৩১)। আয়েশা (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, আমি ঋতুবতী হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ ছাড়া হজ্জের বাকি সব অনুষ্ঠান পালন করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন (ছহীহ বুখারী, হা/২৯৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১২১১; মিশকাত, হা/২৫৭২)। উল্লেখ্য যে, ঋতুবতী মহিলারা মূল কুরআন ব্যতীরেকে তাফসীর ও হাদীছের কিতাবগুলো স্পর্শ করে পড়তে পারে। কেননা অপবিত্র অবস্থায় যে কুরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে তা হলো মূল কুরআন (মুগনী শারহুল কাবীর, ২/৭৫)। আবুবকর ইবনু মুহাম্মাদ, আমর ইবনে হাযম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ইয়ামানবাসীদের কাছে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে লেখা ছিল যে, 'অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে না'। শায়খ আলবানী (রহিমাহুল্লা-হ) উক্ত হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন (ইরওয়াউল গালীল, ১/১৫৮)।

প্রশ্ন (২৩) : মোহরের বাকি টাকা পরিশোধ করার পূর্বেই যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে করণীয় কী?

-আবু তাহের
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : মোহরের বাকি টাকা মৃত স্ত্রীর ওয়ারিছদের দিতে হবে। আর জীবিত অবস্থায় মোহর পরিশোধ না করার কারণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা মোহরানাকে স্বামীর উপর ফরয করেছেন (নিসা, ৪)। বিয়ের বৈঠকে প্রদান করুক বা পরে করুক স্বামীকে অবশ্যই স্বীয় স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতেই হবে। উক্ববা ইবনু আমের (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যেসকল শর্ত তোমাদের পূর্ণ করা উচিত, তন্মধ্যে সর্বোপযোগী শর্ত হলো যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল করো (ছহীহ বুখারী, হা/২৭২১, ৫১৫১; ছহীহ মুসলিম, হা/১৪১৮; মিশকাত, হা/৩১৪৩)।

প্রশ্ন (২৪) : কোনো কোনো হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে আনাস বিন মালেক লেখা হয়। এভাবে বলা ও লেখা কি ঠিক হবে? নাকি আনাস বিন আব্দুল মালেক বলতে ও লিখতে হবে?

-মুহাম্মাদ কাউছার
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : কোনো কোনো নাম হাক্বীক্বী (প্রকৃত) ও মাজাযী (রূপক) উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাদীছে আনাস বিন মালিক নামটি রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এটা হাক্বীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বিধায় এভাবে বলা ও লেখা যাবে। কেননা 'মালিক' শব্দটির অর্থ যখন হাক্বীক্বী তথা 'আল্লাহ' নেওয়া হবে তখন তার সাথে 'আব্দুন' ব্যবহার করে বলতে হবে 'আব্দুল মালিক'। কিন্তু যখন তা রূপক অর্থে ব্যবহার হবে তখন 'আব্দুন' (বান্দা) ব্যবহার হবে না। যেমন ছহীহ বুখারী ও মুসলিমসহ অসংখ্য হাদীছগ্রন্থে 'মালিক' নামটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বলা হয়েছে أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ এবং তার জীবনীতেও এভাবেই লেখা আছে। অনুরূপ 'মাওলা' অর্থ 'প্রভু'। আবার 'মাওলা' অর্থ 'গোলাম'। যেমন হাদীছে এসেছে- سالم مولى عبد الله بن عمرو এখানে 'মাওলা' শব্দটি 'প্রভু' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তা 'গোলাম' বা (দাস) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার আরবসহ বহু মুসলিম দেশের অনেক ব্যক্তির নাম 'নাছির', যার অর্থ সাহায্যকারী। যদি عبد الناصر এর হাক্বীক্বী অর্থ নেওয়া হয়, তাহলে অবশ্যই বা 'আব্দুন নাছির' বলতে হবে। কিন্তু তারা 'নাছির'-কে রূপক অর্থে ব্যবহার করে। যেমন আমরা বলি এই বাড়ির 'মালিক' কে? তাহলে অর্থ নেওয়া হবে এই বাড়ির কর্তা কে? এটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাজেই হাদীছে 'আনাস বিন মালিক' রূপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে এবং তার ব্যবহারটাও সঠিক আছে।

প্রশ্ন (২৫) : সূরা ইখলাছ অথবা অন্য কোনো সূরা পরস্পর পাঠ করলে প্রতিবারই কি 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে?

-মাসউদ
লালপুর, নাটোর।

উত্তর : সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে। কারণ একটি সূরা থেকে আরেকটি সূরা পৃথক করার মাধ্যম হচ্ছে 'বিসমিল্লাহ'। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, 'বিসমিল্লাহ' অবতীর্ণ হওয়ার পর দুই সূরার মধ্যে পৃথক হওয়া বুঝা যায় (আবুদাঊদ, হা/৭৮৮)। অনুরূপ একই সূরা একাধিকবার পাঠ করলেও প্রতিবারেই 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে কোনো সূরা 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা পড়া আরম্ভ করতেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৪০০)। আর যদি তেলাওয়াত সূরার ভিতর থেকে আরম্ভ হয় তাহলে শুধু 'আঊযুবিল্লাহ' পড়তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আপনি যখন কুরআন তেলাওয়াত করবেন তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবেন' (নাহল, ৯৮)।

প্রশ্ন (২৬) : যে কোনো ছালাতে এক রাক'আতে দুই বার সূরা ফাতিহা পড়া যাবে কি?

-সালাউদ্দিন কাদের
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ছালাতের এক রাক'আতে দুই বার সূরা ফাতিহা পড়ার পক্ষে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। বরং সূরা ফাতিহা প্রথমে এক বার পড়ার পর অন্যান্য সূরা এক বা একাধিকবার কিংবা সাধ্যানুযায়ী কম-বেশি পড়া যায়। রিফা'আহ ইবনু রাফে' রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (জনৈক ব্যক্তিকে ছালাতের পদ্ধতি শিখাতে যেয়ে) বলেছেন, '...যখন তুমি ক্বিবলামুখী ফিরবে, তখন প্রথমে তাকবীর বলবে। অতঃপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং তার সাথে আর যা পাঠ করার তাওফীক্ব আল্লাহ তোমাকে দেন তা পাঠ করবে...' (আবুদাঊদ, হা/৮৫৯; মিশকাত, হা/৮০৪)।

প্রশ্ন (২৭) : আত্মসাৎকারীর পরিণাম কী?

-সালাউদ্দিন কাদের
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : আত্মসাৎ করা আমানতের খেয়ানত করার শামিল এবং তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করো না' (নিসা, ২৯)। তিনি আরও বলেন, 'আর কোনো নবীর পক্ষে আত্মসাৎ করা শোভনীয় নয় এবং কেউ আত্মসাৎ করলে, যা সে আত্মসাৎ করেছে তা উত্থান দিবসে আনয়ন করা হবে; অনন্তর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না' (আলে ইমরান, ১৬১)। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই' (বায়হাক্বী, মিশকাত, হা/৩৫, সনদ হাসান, 'ঈমান' অধ্যায়)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আত্মসাৎকারীর পরিণাম জাহান্নাম' (ছহীহ বুখারী, হা/৪২৩৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৫; মিশকাত, হা/৩৯৯৭)। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, খায়বারের যুদ্ধের দিন নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীগণের একটি দল বাড়ি ফিরে আসার পথে বললেন, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ, শেষ পর্যন্ত এমন এক ব্যক্তিকে ছাহাবীগণ শহীদ বললেন, যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, কখনো নয়! আমি তাকে একটি চাদরের কারণে জাহান্নামে দেখছি, যা সে আত্মসাৎ করেছে (ছহীহ মুসলিম, হা/১১৪; মিশকাত, হা/৪০৩৪)।

প্রশ্ন (২৮) : ঈমান ও আক্বীদার মধ্যে পার্থক্য কী?

-রবীউল ইসলাম
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : ইলমে আক্বীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈমান বা ঈমানের স্বরূপ। ঈমান-এর শাব্দিক অর্থ, 'নিশ্চিত বিশ্বাস'। পরিভাষায়- অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম 'ঈমান', যা আনুগত্যে বৃদ্ধি পায় ও গুনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় (ইবনু ঈসা, তাওযীহুল কাফিয়্যাহ আশ-শাফিয়্যাহ, ২/১৩৯; মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু মান্দাহ, আল-ঈমান, ১/৩৩১)। আবু উসামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? তিনি বললেন, 'যখন তোমার সৎকর্ম তোমাকে আনন্দ দিবে এবং তোমার অসৎকর্ম তোমাকে পীড়া দিবে, তখন তুমি মুমিন'। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, গুনাহ কী? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যখন কোনো কাজে তোমার মনে বাধা সৃষ্টি হবে, তখন তুমি সেটা ছেড়ে দাও' (আহমাদ, হা/২২২২০; মিশকাত, হা/৪৫)। পক্ষান্তরে, 'আক্বীদা' শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থ- সুদৃঢ় বন্ধন, নিগূঢ় বিশ্বাস, গিরা বা বাঁধন। পরিভাষায়- মহান আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, আখিরাত ও তাক্বদীরের ভালো-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে 'আক্বীদা' বলা হয়। এটাকে 'আরকানুল ঈমান'ও বলা হয়ে থাকে (ছালেহ ইবনু ফাওযান আল-ফাওযান, আক্বীদাতুত তাওহীদ, পৃ. ১-২; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব, পৃ. ৬৩৬-৬৩৭)।

প্রশ্ন (২৯) : সালাফে ছালেহীন কাদেরকে বলা হয়?

-আব্দুল কাদের
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তর : আরবী 'সালাফ' ও 'ছালেহীন' শব্দদ্বয় দ্বারা গঠিত উর্দূ সম্বন্ধপদ 'সালাফে ছালেহীন'। যার অর্থ উত্তম পূর্বপুরুষগণ। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায় হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ অবধি ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈনের তিনটি যুগ

অর্থাৎ প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হিজরীকাল ছিল মুসলিম উম্মাহর জন্য দ্বীনদার, পরহেযগার ও উত্তম মানুষদের যুগ (ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫২; ছহীহ মুসলিম, হা/৬৬৮৫)। তাই এই তিনটি যুগে বসবাসকারী ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈনকে 'সালাফে ছালেহীন' বলা হয়।

প্রশ্ন (৩০) : ছালাতুল হাজত আদায়ের পদ্ধতি কী?

-আব্দুল কাদের
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তর : মুমিনের কোনো বৈধ চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা হয় তাকে 'ছালাতুল হাজত' বলা হয় (ইবনু মাজাহ, হা/১৩৮৫)। এ দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের জন্য শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে আশু প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা নিয়তের মধ্যে এনে নিম্নোক্ত সারগর্ভ দু'আটি পাঠ করবে:

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আখেরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র অর্থ: 'হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দিন ও আখেরাতে মঙ্গল দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন'। আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এ দু'আটি পড়তেন' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৫২২, মিশকাত, হা/২৪৮৭)। দু'আটি সিজদায় পড়লে 'রব্বানা আ-তিনা...'-এর পূর্বে 'আল্লা-হুম্মা' শব্দটি যোগ করে বলবে। কেননা রুকূ-সিজদায় কুরআনী দু'আ পড়া জায়েয নয় (ছহীহ মুসলিম, হা/৪৭৯; মিশকাত, হা/৮৭৩, নায়লুল আওতার, ৩/১০৯ পৃ.)।

প্রশ্ন (৩১) : মুসলিম পুরুষদের নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদ' এবং মেয়েদের নামের পূর্বে 'মুসাম্মাৎ' ব্যবহার করা যাবে কি?

-সানোয়ার
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : মুসলিম পুরুষের নামের পূর্বে 'মুহাম্মাদ' এবং মেয়েদের নামের পূর্বে 'মুসাম্মাৎ' লেখা বা বলার নিয়ম নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, ছাহাবা ও তাবেঈনের যুগে ছিল না। এমনকি আরব দেশগুলোতে এখনো নেই। এই নিয়মটি ভারত উপমহাদেশেই বেশি প্রচলিত। তবে এরূপ করাতে কোনো আপত্তি নেই। কেননা যতদূর জানা যায়, বৃটিশ আমলে ভারতে হিন্দুরা যখন ঢালাওভাবে হিন্দু-মুসলিম সবার নামের আগে শ্রী, শ্রীযুক্ত (যা তাদের নিকট সম্মানসূচক শব্দ) ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করে এবং রাষ্ট্রীয় নথিপত্রে ঐ শব্দগুলো যখন হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিমদের নামের শুরুতে বসানোর ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে, তখন মুসলিমগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার নিমিত্তে তাদের পুরুষদের নামের আগে শ্রী প্রভৃতির পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ' ও মহিলাদের নামের আগে শ্রীমতী-এর পরিবর্তে 'মুসাম্মাৎ' চালু করেন।

'মুহাম্মাদ' বসিয়ে নিজেকে নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারী মুসলিম পরিচয় দেওয়া হয়। আর মুসাম্মাৎ-এর অর্থ হলো 'নাম রাখা হয়েছে'। এই আরবী শব্দটিও মহিলার মুসলিম হওয়ার সংকেত বহন করে। অতএব, আহমাদ ও আবুদাঊদ বর্ণিত হাদীছ 'যে ব্যক্তি যে ক্বওমের সদৃশ হবে, সে ব্যক্তি সেই ক্বওমের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে' (মিশকাত, হা/৪৩৪৭, সনদ হাসান) এবং বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য বর্ণিত হাদীছ 'মুশরিকদের বিপরীত করো' অন্য বর্ণনায় 'আহলে কিতাব ইয়াহূদী-নাছারাদের বিপরীত করো' (বুখারী 'পোশাক' ও 'আম্বিয়া' অধ্যায়; মুসলিম, 'পবিত্রতা' ও 'পোশাক' অধ্যায়; নাসাঈ 'সৌন্দর্য' অধ্যায় প্রভৃতি)-এর আলোকে হিন্দুদের শ্রী-এর বিপরীতে মুসলিমদের 'জনাব' এবং শ্রীযুক্ত ও শ্রীমান-এর বদলে মুসলিমদের 'মুহাম্মাদ' এবং শ্রীমতী-এর বদলে 'মুসাম্মাৎ' ইসলামী স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় হিসাবে বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন (৩২) : অনলাইনে পণ্য ক্রয় করে আবার অন্যত্র বিক্রয় করা হালাল হবে কি?

-ইকবাল
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উত্তর : অনলাইনের ব্যবসায় যদি পণ্যের ধরন স্পষ্ট হয় এবং ক্রেতা প্রতারণার শিকার না হয় তখন এ ব্যবসা জায়েয হবে এবং অনলাইনের আদান-প্রদানও জায়েয হবে। আর পণ্য যদি স্পষ্ট না হয় তাহলে তা প্রতারণা বলে গণ্য হবে। যা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। আবার এটা ধোঁকাবাজিরও শামিল হতে পারে। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ধোঁকামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/১০২; মিশকাত, হা/২৮৬০)।

প্রশ্ন (৩৩) : মেয়ের নাম 'ছাফওয়া নিবরাস ওয়াইবাহ' এবং ছেলের নাম 'ফিরোজ শাহ' রাখা যাবে কি?

-ফিরোজ শাহ
শাহজাদপুর, পাবনা।

উত্তর : ছাফওয়া শব্দটি আরবী। যার অর্থ শ্রেষ্ঠাংশ। নিবরাস শব্দটিও আরবী। যার অর্থ প্রদীপ। এ অর্থের বিবেচনায় শুধু ছাফওয়া কিংবা ছাফওয়া নিবরাস নাম রাখা যাবে। কিন্তু ওয়াইবাহ শব্দটি নির্ভরযোগ্য অভিধানের কোনো শব্দ নয় এবং তার সুস্পষ্ট কোনো অর্থও জানা যায় না। তাই একত্রে 'ছাফওয়া নিবরাস ওয়াইবাহ' নাম রাখা ঠিক হবে না। ফিরোজ শাহ নাম রাখা যায়। কেননা ফিরোজ শাহ নামটি ফার্সী ভাষার শব্দযোগে গঠিত। যার অর্থ বিজয়ী বীর বা যোদ্ধা এবং বাদশাহ। তবে অর্থবোধক সুন্দর আরবী নাম নির্বাচনের

পরামর্শ দেওয়া হলো। কেননা সুন্দর অর্থপূর্ণ নামই মহান আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক প্রিয় ও গ্রহণীয়। ইবনু ওমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নাম আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান' (মুসলিম, হা/২১৩২; আবুদাঊদ, হা/৪৯৫০)।

প্রশ্ন (৩৪) : আমার বয়স যখন আড়াই বছর তখন বাবা মারা যান। আমার বড় চাচার কোনো সন্তান না থাকায় তিনি আমাকে লালন-পালন করেন। তখন থেকে আমি চাচাকে বাবা এবং চাচীকে মা বলে সম্বোধন করে আসছি। আমার সকল সার্টিফিকেট ও আইডিতে পিতা-মাতার স্থানে তাদের নাম ব্যবহার করে এসেছি। এখন আমার করণীয় কী?

-আব্দুর রহমান
কুমারখারী, কুমিল্লা।

উত্তর : আপন পিতা-মাতার পিতৃত্ব ও মাতৃত্বকে স্বীকার করে, চাচা-চাচীর আশ্রয়ে লালিত-পালিত হওয়ার কারণে সম্মানার্থে চাচাকে পিতা এবং চাচীকে মাতা বলা যাবে। তবে সার্টিফিকেট, আইডি, পাসপোর্ট, ভিসা বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে পিতা-মাতার স্থানে তাদের নাম ব্যবহার করা যাবে না। কেননা তাতে আপন পিতা-মাতার পরিচয় গোপন করা হবে এবং অন্যকে আপন পিতা-মাতা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। আর তা নিষিদ্ধ। কেননা এ সময় সে কাফের হয়ে যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৩৫০৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৬১) এবং জান্নাতও তার জন্য হারাম হয়ে যায় (ছহীহ বুখারী, হা/৪৩২৬)। অতএব, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে উক্ত সার্টিফিকেট ও আইডি হতে তাদের নাম পরিবর্তন ও সংশোধন করা যরূরী। উল্লেখ্য যে, ভাবি মাহরাম মহিলার অন্তর্ভুক্ত নয়। এমতাবস্থায় ভাবিকে মা বললেও তার সাথে পর্দা বজায় রেখে চলবে।

প্রশ্ন : (৩৫) : যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করা যাবে কি-না। সে মর্মে ইমামদের কিছু মতামত জানাবেন?

মজনু মিঞা
ঠাকুরগাঁও সদর।

উত্তর : যঈফ হাদীছের প্রতি আমল করা যাবে না। কেননা ছাহাবী, তাবেঈ ও মুহাদ্দিছগণ যে সমস্ত মূলনীতি এবং শর্ত আরোপ করেছেন তাতে কোনো ক্ষেত্রেই যঈফ হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহ্ইয়া ইবনু মাঈন, ইবনুল আরাবী মালেকী, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণ সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ বর্জন করেছেন (ক্বাওয়াইদুত তাহদীছ, পৃ. ১১৩)। এ মর্মে (১) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যঈফ হাদীছ অতিরিক্ত ধারণার ফায়েদা দেয় মাত্র। তবে এ বিষয়ে সকলে একমত যে, তার উপর আমল করা বৈধ নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি বলে, ফযীলত সংক্রান্ত যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে, তাকে অবশ্যই দলীল পেশ করতে হবে। কিন্তু তা তো অসম্ভব' (তামামুল মিন্নাহ, পৃ. ৩৪)। অতএব যঈফ হাদীছ কোনো ক্ষেত্রেই আমলযোগ্য নয়। (২) শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, শরী'আতের ক্ষেত্রে ছহীহ এবং হাসান পর্যায়ের হাদীছ ছাড়া অন্য কোনো যঈফ হাদীছের প্রতি নির্ভর করা বৈধ নয় (ক্বায়েদা জালীলা, পৃ. ৮২)। (৩) ইমাম ইবনুল আরাবী বলেন, যঈফ হাদীছের প্রতি কোনো অবস্থাতেই আমল করা যাবে না, যদিও সেটা ফযীলত ইত্যাদি নির্দেশক হয় (তাদরীবুর রাবী, ১/২৫২)।

প্রশ্ন (৩৬) : তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময় রাফউল ইয়াদায়েন করতে হয়। প্রশ্ন হলো, কারও যদি জামা'আতের এক রাক'আত ছুটে যায়, তাহলে সে কোন রাক'আতে রাফউল ইয়াদায়েন করবে?

-জহুরুল ইসলাম
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তর : এমতাবস্থায় সে ইমামের পূর্ণ অনুসরণ করত তৃতীয় রাক'আতেই রাফউল ইয়াদায়েন করবে। কেননা ছালাতে ইমামের অনুসরণ করা যরূরী। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৮; মিশকাত, হা/১১৩৯)।

প্রশ্ন (৩৭) : কেউ কোনো কথা বলার পর যদি বলে যে, 'এটি মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা' অথচ সেটা যদি তাঁর কথা না হয় তাহলে তার স্থান জাহান্নাম। এর পক্ষে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাকিরুল ইসলাম
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : নিজের বা অন্যের কোনো কথাকে মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বলে চালিয়ে দেওয়া মূলত তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করা, যার পরিণাম একমাত্র জাহান্নাম। সালামাহ ইবনু আকওয়া রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয় (ছহীহ বুখারী, হা/১০৯)। এমর্মে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'একটি আয়াত (কথা) হলেও তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও। আর বানী ইসরাঈলদের কাহিনি বর্ণনা করতে পার তাতে সমস্যা নেই। তবে কেউ যদি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করে, তাহলে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়' (ছহীহ বুখারী হা/৩৪৬১; মিশকাত হা/১৯৮)। আলী ইবনু রাবী'আহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি (কূফার) মাসজিদে এলাম।

এ সময় মুগীরাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু কূফার আমীর ছিলেন। মুগীরাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারও প্রতি মিথ্যারোপ করার মতো নয়। যে ব্যক্তি জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয় (ছহীহ বুখারী, হা/১২৯১; ছহীহ মুসলিম, হা/৪)।

প্রশ্ন (৩৮) : ওয়ারিসের জন্য অছিয়ত করা যাবে কি?

-আব্দুল জব্বার
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : ওয়ারিসের জন্য অছিয়ত করা জায়েয নয়। আবু উমামাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি 'নিশ্চই আল্লাহ প্রত্যেক হক্বদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিসের জন্য অছিয়ত নেই (আবুদাঊদ, হা/২৮৭০; ইবনু মাজাহ, হা/২৭১৩; মিশকাত, হা/৩০৭৩)।

প্রশ্ন (৩৯) : মৃত্যুর পূর্বে ঋণ পরিশোধ না করলে কবরে কি শাস্তি পেতে হবে?

-আহমাদ
খুলনা সদর।

উত্তর : মৃত্যুর পূর্বে ঋণ পরিশোধ না করলে কবরে শাস্তি হতে পারে। কেননা জনৈক ছাহাবী রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, শহীদ হলে কি সব পাপ ক্ষমা হবে? জবাবে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, তবে ঋণ ব্যতীত' (মুসলিম, হা/১৮৮৫; মিশকাত, হা/৩৮০৫)।

প্রশ্ন (৪০) : মাইয়্যেত হজ্জের অছিয়ত করলে তার পক্ষ হতে ওয়ারিশগণ হজ্জ করতে পারবে কি?

-শমসের আলী
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, মাইয়্যেত হজ্জের অছিয়ত করলে তার পক্ষ হতে ওয়ারিশগণ হজ্জ করতে পারবে (নিসা, ১১-১২)। উল্লেখ্য যে, মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ দিয়ে সর্বপ্রথমে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর ঋণ পরিশোধ করতে হবে ও অছিয়ত পুরা করতে হবে। তবে অছিয়ত যেন এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের বেশি না হয়। অতঃপর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিছগণের মধ্যে তাদের অংশ মোতাবেক বণ্টন হবে।

প্রশ্ন (৪১) : ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কি সবার সাথে কথা বলবেন?

-আব্দুল হামীদ
চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : বিচারের মাঠে মানুষ যেসব জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবে তার একটি হচ্ছে, স্বীয় পাপ-পুণ্য সম্পর্কে আল্লাহর মুখোমুখি হওয়া। 'আদী ইবনু হাতেম রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের সাথে তোমাদের প্রতিপালক সামনাসামনি কথা বলবেন, ব্যক্তি ও তার প্রতিপালকের মাঝে কোনো অনুবাদক থাকবে না এবং এমন কোনো পর্দা থাকবে না, যা তাকে আড়াল করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে তখন সে তার পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকাবে তখনো সে তার পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সামনের দিকে তাকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, যা একেবারেই তার মুখের সামনে অবস্থিত। সুতরাং তোমরা এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করো (ছহীহ বুখারী, হা/৭৫১২; ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৬; মিশকাত, হা/৫৫৫০)। তবে এটি ঐ দর্শন নয় যে দর্শন মুমিনগণ জান্নাতে লাভ করবে, যা জান্নাতের সবচেয়ে বড় নে'মত।

প্রশ্ন (৪২) : হারামের সাথে জড়িত থাকলে ইবাদত কবুল হবে কি?

-রুবাইয়া
সাতক্ষীরা সদর।

উত্তর : হারামের সাথে জড়িত থাকলে কিংবা হারাম পন্থায় উপার্জিত অর্থ-সম্পদ ভক্ষণ করলে তার দু'আ, ইবাদত কোনো কিছুই কবুল হবে না। তার স্থান হবে জাহান্নাম। আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না। আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যে আদেশ করছেন, মুমিনগণকেও সে আদেশই করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্য খাবেন এবং সৎ আমল করতে থাকবেন' (মুমিনূন, ৫২)। মুমিনগণকে লক্ষ্য করে অনুরূপই বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! আমার দেওয়া পবিত্র রিযিক হতে খাও' (বাক্বারাহ, ১৭২)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করলেন, এক ব্যক্তি দূর-দূরান্তের সফর করছে। তার মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধুলা-বালি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু! বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবিকা নির্বাহ হারাম, কীভাবে তার দু'আ কবুল হবে (ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০)। জাবির রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে দেহের গোশত হারাম মালে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত' (মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৪৮১; দারেমী, হা/২৭৭৬; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হা/৫৫১৮; মিশকাত, হা/২৭৭২)।

প্রশ্ন (৪৩) : সমাজের সবার বিভিন্ন প্রয়োজনে (যেমন বিবাহের অনুষ্ঠানে, ইফতারী রান্না করার কাজে) ব্যবহার করার জন্য ফিতরার টাকা দিয়ে ডেকোরেটরের জিনিসপত্র ক্রয় করা যাবে কি?

-আযীযুল হাকীম
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : ফিতরার মাল ফক্বীর-মিসকীনদের হক্ব। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ফিতরার যাকাত ফরয করেছেন ছিয়াম পালনকারীর অনর্থক ও মন্দ কর্ম থেকে পবিত্রতার মাধ্যমস্বরূপ এবং মিসকীনদের জন্য খাদ্যস্বরূপ' (আবুদাঊদ, হা/১৬০৯; ইবনে মাজাহ, হা/১৮২৭; মিশকাত, হা/১৮১৮)। এমনকি এই মাল যাকাতের আটটি খাতে বিতরণ করা যাবে কি-না, এই নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে এবং এর মধ্যে অগ্রগণ্য মত হলো, ফক্বীর-মিসকীন ছাড়া অন্য ছয়টি খাতে তা বিতরণ করা যাবে না। (মাজমূঊ ফাতাওয়া লি ইবনে তায়মিইয়্যা, ২৫/৭১; মাজমূঊল ফাতাওয়া লি ইবন বায, ১৪/২০২)। কারণ ফিতরার মাল রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগ ভাগ করে সকল খাতে বিতরণ করেছেন, মর্মে কোনো দলীল নেই। ছাহাবী কিংবা তাবেঈদের থেকেও নেই (যাদুল মা'আদ, ২/২২)। তাহলে গরীবের হক্ব নষ্ট করে সেই মাল দিয়ে সমাজের প্রয়োজনীয় হাড়ি-পাতিল বা অন্যান্য আসবাবপত্র ক্রয় কীভাবে জায়েয হতে পারে?

প্রশ্ন (৪৪) : আমি বাসায় সুন্নাত ছালাত আদায় করে মসজিদে গিয়ে ফরয আদায় করি। মসজিদে পৌঁছানোর পরও জামা'আত শুরু হতে ৪/৫ মিনিট বাকি থাকে। এমতাবস্থায় দু'রাকা'আত ছালাত আদায় করব, নাকি জামা'আত শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকব?

-আহসান হাবীব বিন ইসমাইল
কল্যাণপুর, ঢাকা।

উত্তর : এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে না থেকে বরং দু'রাকা'আত তাহিইয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করে জাম'আতে অংশগ্রহণ করবে। কেননা এটা মসজিদের আদাব। আবু ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে' (ছহীহ বুখারী, হা/৪৪৪; ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৪; মিশকাত, হা/৭০৪; ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ, ৭/২৭১)।

প্রশ্ন (৪৫) : 'মাওয়ায়েযে এছহাকিয়া' বা মরহুম পীর ছাহেব কেবলার 'শেষ জীবনের অমূল্য বয়ান'... (লেখক : সৈয়দ মাওলানা মো. মোমতাজুল করীম (মোস্তাক আহমদ) বইটির ১৪ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে, "আমি কোরআন শরীফে ওয়াদা করেছি, পূর্ণিমার আমাবস্যায় আমি পানি বেশি দিব"। প্রশ্ন হলো, কথাটি কুরআন মাজীদের কোথাও লেখা আছে কি? তথ্যসহ জানাবেন।

-রাকিবুল ইসলাম
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : কুরআন মাজীদের কোনো সূরায় বা আয়াতের কোথাও এ ধরনের কোনো কথা লেখা নেই। বরং তা মিথ্যা, বানোয়াট ও তথাকথিত মারেফতী পীরদের কারসাজি। তাদের কিতাবসমূহে এ ধরনের বানোয়াট ও বিভ্রান্তিকর বহু কিচ্ছা-কাহিনি লেখা আছে যা পড়লে মানুষ বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হবে। সুতরাং এগুলো পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৪৬) : ওযূ-গোসলের পরও যদি মেয়েদের সাদা স্রাব বের হয় তাহলে করণীয় কী?

-পাখি
গোপালগঞ্জ।

উত্তর : এটি ঋতুস্রাব নয়। এটি একপ্রকার মেয়েলী অসুখ। যা হায়েয বা ইস্তিহাযারও অন্তর্ভুক্ত নয়। এর হুকুম পেশাব-পায়খানা হতে পবিত্র হওয়ার মতো। সুতরাং কোনো মহিলার এমন স্রাব বের হতে থাকলে তিনি প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করে নিলেই যথেষ্ট হবে এবং পবিত্র নারীর মতো স্বামীর সাথে মিলনসহ যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে। উরওয়া ইবনু যুবাইর রাযিয়াল্লা-হু আনহু ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রাযিয়াল্লা-হু আনহা হতে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা সর্বদা ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হতেন। নবী করীম ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছিলেন, যখন হায়েযের রক্ত হয় তখন তা কালো রক্ত হয়, যা সহজে চেনা যায়। এমতাবস্থায় ছালাত হতে বিরত থাকবে। যখন ভিন্ন রক্ত হবে, তখন ওযূ করবে এবং ছালাত আদায় করবে। কেননা এটা শিরার রক্ত (আবুদাঊদ, হা/২৮৬; নাসাঈ, হা/২১৫; মিশকাত, হা/৫৫৮; ফিকহুস সুন্নাহ, ১/৬৮ পৃ.)। উম্মু আতিয়্যা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মেটে ও হলুদ রং হায়েযের মধ্যে গণ্য করতাম না (ছহীহ বুখারী, 'হায়েয' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ 'হায়েযের দিনগুলো ছাড়া হলুদ এবং মেটে রং দেখা')।

প্রশ্ন (৪৭) : পতিতাদের জানাযার বিধান কী?

-আব্দুর রউফ মন্ডল
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : তারা ইসলাম থেকে বহির্ভূত নয়। বিধায় তাদের জানাযা পড়া যায়। কেননা আল্লাহ চাইলে তাদের ক্ষমা করতে পারেন। উবাদাহ ইবনু সামিত রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদল লোকের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বায়'আত করেছি। তিনি বললেন, আমি তোমাদের বায়'আত এ শর্তে কবুল করছি যে, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, তোমাদের হাত ও পায়ের মধ্যবর্তী লজ্জাস্থানের ব্যাপারে কোনো অপবাদ রটনা করবে না, কোনো ন্যায়সঙ্গত কাজে আমার অবাধ্য হবে না। তোমাদের যারা এসব পূর্ণ করবে, আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান আছে। আর কেউ এসব জিনিসের কোনোটায় জড়িয়ে পড়লে তাকে যদি সে জন্য দুনিয়ায় শাস্তি দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে তার জন্য কাফফারা এবং পবিত্রতা। আর যাদের দোষ আল্লাহর ঢেকে রাখেন সেটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন (ছহীহ বুখারী, হা/৭৪৬৮)।

প্রশ্ন (৪৮) : দেবর ঠিকমতো ছালাত আদায় করে না। এমতাবস্থায় ভাবি কি তাকে ছালাত আদায়ের নছীহত করলে গুনাহগার হবে? এমন এক প্রশ্নের জবাবে জনৈক আলেম বলেন, প্রথমত, সে ঠিকমত ছালাত আদায় না করলে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে; তওবা না করলে তাকে সালাম দেওয়া ও তার সালাম নেওয়া যাবে না (তিরমিযী, হা/২৬২১; নাসাঈ, হা/৪৬৩; ইবনু মাজাহ, হা/১০৭৯, ছহীহ মুসলিম, হা/৮২)। দ্বিতীয়ত, পরিবারের লোকজনই তাকে নছীহত করবে; সে তওবা না করলে তাকে হত্যা করতে হবে (তওবা, ৫)। উত্তরদানকারী আলেমের বক্তব্যগুলো কি সঠিক? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-ইমরান
দেবনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আলেমের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। তিনি অপব্যাখ্যা করেছেন। সঠিক কথা হলো, ভাবিসহ বাড়ির সকল অভিভাবক তাকে ছালাত আদায়ের উপদেশ দিবে এবং প্রয়োজনে তাকে শাস্তি প্রয়োগ করবে। আমর ইবনু শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের সন্তানদের বয়স যখন সাত বছর হবে তখন তাদেরকে ছালাতের নির্দেশ দাও আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হবে তখন ছালাতের জন্য প্রয়োজনে প্রহার করো এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও' (আবুদাঊদ, হা/৪৯৫; বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ, পৃ. ১৩১; মিশকাত, হা/৫৭২)। উপদেশ দেওয়ার কারণে তারা গোনাহগার হবে না; বরং নেকী পাবে। তবে ভাবিকে পর্দা বজায় রেখে উপদেশ দিতে হবে। কেননা উক্বা ইবনু আমের রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা নারীদের নিকট যাওয়া থেকে সাবধান থাকো'। তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! দেবরের ব্যাপারে কী হুকুম? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেবর মরণ সমতুল্য (ছহীহ বুখারী, হা/৫২৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৭২; মিশকাত, হা/৩১০২)।

প্রশ্ন (৪৯) : জানাযার ছালাতে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারবে কি?

-হাবীবুর রহমান
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তর : জানাযার ছালাত যদি মসজিদে কিংবা বাড়িতে পড়ানো হয়, তাহলে নারীদের তাতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে শারঈ কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছের জানাযা মসজিদে পড়ানোর জন্য আদেশ করেন, যেন তিনি জানাযায় শরীক হতে পারেন (ছহীহ মুসলিম, হা/৯৭৩; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৪৫৪৩)। তবে পুরুষদের সাথে কবরস্থানে গিয়ে জানাযার ছালাত আদায় না করাই ভালো। উম্মে আত্বিয়্যা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, 'জানাযার অনুসরণ করা থেকে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। তবে (নিষেধের ব্যাপারে) জোর দেওয়া হয়নি' (ছহীহ বুখারী, হা/১২৭৮; ছহীহ মুসলিম, হা/৯৩৮; আবুদাঊদ, হা/৩১৬৭)। হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'অর্থাৎ অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর মতো জোর দিয়ে নিষেধ করা হয়নি। তিনি (উম্মু আত্বিয়্যা) যেন বলতে চাচ্ছেন, জানাযার অনুসরণ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। তবে সেটা হারাম হিসাবে নয়' (ফাতহুল বারী, ৩/১৪৫; উমদাতুল ক্বারী, ৮/৬৩)। অতএব, জানাযায় মহিলাদের অংশগ্রহণের মতো ব্যবস্থা থাকলে তারা তাতে শরীক হতে পারে।

প্রশ্ন (৫০) : রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ইস্তিগফারটি দৈনিক ৭০ বা ১০০ বার পাঠ করতেন?

-নাজনীন পারভীন
আক্কেলপুর, জয়পুরহাট।

উত্তর : বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিগফারের জন্য ৭০ থেকে ১০০ বার পর্যন্ত أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ দু'আটি পড়তেন। আবুদাঊদে এসেছে, তিনি একই মজলিসে رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ দু'আটি ১০০ বার পড়তেন (আবুদাঊদ, হা/১৫১৬; তিরমিযী, হা/৩৪৩৪; ইবনে মাজাহ, হা/৩৮১৪)। সুনানে দারেমীর বর্ণনায় আবু ইসহাক্ব বলেন, আমি আবু মূসার দুই ছেলে আবু বুরদা ও আবুবকরের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি ১০০ বার আল্লাহর কাছে أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ বলে ক্ষমা প্রার্থনা করি' (সুনানে দারেমী, হা/২৭২৩, সনদ জায়্যেদ)। কাছাকাছি এই ধরনের বর্ণনা এসেছে ছহীহ বুখারীতে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি দিনে ৭০ বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তার কাছে তওবা করি' (ছহীহ বুখারী, হা/৬৩০৭; ইবনে মাজাহ, হা/৩৮১৫)। তবে ইবনে মাজাহতে ১০০ বারের কথা বলা হয়েছে।

মাসিক আল-ইতিছামে প্রশ্ন জমাদানের জন্য যোগাযোগ করুন

মোবাইল : ০১৭০৯-৭৯৬৪৩৮
ইমেইল : monthlyalitisam@gmail.com
ওয়েব : al-itisam.com
ডাক যোগাযোগ : সম্পাদক, মাসিক আল-ইতিছাম আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী; তুবা পুস্তকালয়, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ কর্তৃক পরিচালিত মসজিদ নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে দেশের কয়েকটি জেলায় মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রম চলছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বায়তুল হামদ জামে মসজিদ, ডাঙ্গিপাড়া, রাজশাহী ; বায়তুল হামদ জামে মসজিদ, মওলা বক্স হাজীর টলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ও বায়তুল হামদ ওয়াক্তিয়া মসজিদ, রামচন্দ্র দিঘীর পাড়, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

আপনারা জেনে খুশী হবেন যে, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গিপাড়া, পবা, রাজশাহীতে অবস্থিত বায়তুল হামদ জামে মসজিদের ২য় তলার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত মসজিদের এক তলায় তিন হাজার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবে। আয়তনের দিক থেকে আহলে হাদীছদের সবচেয়ে বড় মসজিদ বলে ধরা হয় এই মসজিদটিকে। আপনাদের দানের অর্থেই এই মসজিদগুলো নির্মাণ হচ্ছে দেশব্যাপী, আরো হবে ইনশাআল্লাহ।

রাসূল (ছা.) বলেছেন, 'কেও যদি পাখির বাসার সমানও মসজিদ নির্মাণ করে মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন' (ইবনে মাজাহ, হা/৭৩৮)। করোনা ভাইরাস কালীন এই বিপদ সময়ে দানই হতে পারে আপনার বাঁচার অন্যতম রাস্তা। দান মহান আল্লাহর রাগকে কমিয়ে দেয়, বিপদ দূর করে দেয়।

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে দান করার ঠিকানা

বিকাশ (মার্চেন্ট) : ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭

বিকাশের ৪ নম্বর অপশন থেকে পেমেন্ট সিলেক্ট করে উক্ত নম্বরে আপনার দান পাঠাতে পারবেন

ব্যাংক : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।

Baitul Hamd Jame Masjid Complex Fund
Account No : 20501130204367316
Swift Code : IBBLBDDH113
Router : 125811932

আল-জামি'আহ এর সার্বিক কাজে সহযোগিতা করার ঠিকানা

বিকাশ পারসোনাল : ০১৭১৭- ০৮৮৯৬৭
বিকাশ পারসোনাল : ০১৭৭৩- ৯২৫২৩৫

আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা

Account No : 0071120004027

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ

Monthly Al-Itisam الاعتصام 4th Year, 11th Part, September 2020, Price : 25.00

বের হয়েছে ! বের হয়েছে ! বের হয়েছে !

নিবরাস প্রকাশনী

কর্তৃক প্রকাশিত এবং আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ প্রণীত

"রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত বনাম প্রচলিত ছালাত" বইটি সংগ্রহ করুন।

পৃষ্ঠা : ৩২০ ● মূল্য : ২০০/=

'ছালাত আদায় করতেই হবে। ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হয়, পানি পাওয়া যায় না; বিনা ওযূতেই ছালাত আদায় করতে হবে। পানিও নাই মাটিও নাই। বিনা ওযূতে বিনা তায়াম্মুমে ছালাত আদায় করতে হবে। পরিষ্কার কাপড় পরিধান করে ছালাত আদায় করতে হয়। পরিষ্কার কাপড় নাই। যে কাপড়ে পেশাব-পায়খানা লেগে আছে, এই পেশাবওয়ালা কাপড়েই ছালাত আদায় করতে হবে। পরিষ্কারও নাই অপরিষ্কারও নাই, কোনো কাপড়ই নাই। ইরাকের কারাগারে ওই শয়তানেরা উলঙ্গ করে রেখেছে ওই মুসলমনা ভাইকে। সে ভাই এখন উলঙ্গ অবস্থাতেই ছালাত আদায় করবে। এটাই রাসূল (ছা.)-এর আদেশ। পশ্চিম দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে হয়। পশ্চিম বুঝা যায় না। বিনা পশ্চিমে ছালাত আদায় করতে হবে। শত্রু তাড়া দিয়েছে, দৌড়ানো অবস্থাতেই ছালাত আদায় করতে হবে। দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে হয়। দাঁড়িয়ে থাকা যায় না; বসে ছালাত আদায় করতে হবে। বসে থাকা যায় না; বিছানায় শুয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। ছালাত আদায় করতে হবে না অন্তত এমন কোনো পরিস্থিতি পুরুষের জন্য নাই।' আর ছালাতের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যদি সঠিকভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আদায় না করা যায় তাহলে ছালাত আদায়ের প্রকৃত উপকারিতা থাকে সুদূরপরাহত। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভুলে ভরা ছালাতের বিপরীতে ফরয ও নফল সকল ছালাতের উপর সহজ ও সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য ভাষায় প্রয়োজনীয় সকল হুকুম-আহকামের দলীল ভিত্তিক, আলোচনা নিয়ে উপস্থিত রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ছালাত বনাম প্রচলিত ছালাত।

যোগাযোগ : তুবা পুস্তকালয়

এমদাদ আলী প্লাজা, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৩০১-৩৯৬৮৩৬